বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মঙ্গলার্থে রচিত

দ্বাদশ উপদেশ কথা।

৪৮৭.

TWELVE PLAIN SERMONS

FOR THE USE OF

NATIVE CHRISTIANS IN BENGAL.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1845.

CONTENTS

Sermon VII.

On the Government of the Tongue.

If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. James i. 26.

Sermon VIII.

On being filled with the Spirit.

Be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit. Eph. v. 18.

Sermon IX.

The Necessity of guarding against Covetousness.

Take heed, and beware of covetousness. Luke xii. 15.

Sermon X.

Believers the light of the world.

Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. Matt. v. 14, 15.

Sermon XI.

The Duty of reading the Scriptures.

All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness; that the man of God may be perfect, thoroughly furnished into all good works. 2 Tim. iii. 16. 17.

Sermon XII.

The Profit of Godliness.

Bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. 1 Tim. iv. 8.

নির্ঘণ্ট।

---

১ উপদেশ।

যীশু ত্রাণকর্ত্তা।

তুমি তাঁহার নাম যীশু (অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা) রাখিবা, কারণ তিনি আপন লোকদিগকে তাহাদের পাপহইতে ত্রাণ করিবেন। মথি ১.২১.

---

২ উপদেশ।

ক্রুশে বিদ্ধ অনুতাপি দস্যুর বিবরণ।

তখন যীশু কহিলেন, তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে পরলোকে সুখস্থান পাইবা। লূক ২৩.৪৩.

---

৩ উপদেশ।

প্রার্থনার আবশ্যকতা।

আমি তোমাদিগকে অতিযথার্থ কহিতেছি, আমার নামে পিতার নিকটে যে কিছু যাচ্ঞা করিবা তাহাই তিনি দিবেন। যোহন ১৬.২৩.

---

৪ উপদেশ।

প্রেমের শ্রেষ্ঠতা।

প্রেম আত্মার ফল। গালাতীয় ৫.২২.

৫ উপদেশ।

শয়তানের গুণ ও কর্ম্মের বিবরণ।

তোমাদের বিপক্ষ শয়তান সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া কাহাকে গ্রাস করিবে তাহা অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। অতএব তোমরা জাগরিত হইয়া সাবধান থাক। ১. পিতর ৫.৮.

---

৬ উপদেশ।

বিশ্রামদিনের তাৎপর্য্য।

সপ্তম দিনে ঈশ্বর আপন কৃত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া আপন কৃত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন। এবং ঐ দিন সমস্ত সৃষ্ট ও কৃত কার্য্যহইতে বিশ্রামের দিন হওয়াতে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিয়া ঐ সপ্তম দিনকে পবিত্র করিলেন। আদিপুস্তক ২.২.৩.

---

৭ উপদেশ।

জিহ্বা দমনের উপায়।

যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ আপনাকে ধার্ম্মিক করিয়া মানে, এবং আপন জিহ্বাকে শাসন না করিয়া অন্তঃকরণকে বঞ্চনা করে, তবে তাহার সে ধর্ম্মই বৃথা হয়। যাকূবের পত্র ১.২৬.

---

৮ উপদেশ।

সদাত্মাতে পরিপূর্ণ হওনের ফল।

যাহাহইতে দুষ্টাচরণ জন্মে এমন সুরাপানে মত্ত হইও না, বরং আত্মাতে পরিপূর্ণ হও। ইফিষীয় ৫.১৮.

৯ উপদেশ।

লোভের বিষয়ে সাবধান হওনের প্রয়োজন।

লোভের বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাক। লূক ১২.১৫

---

১০ উপদেশ।

বিশ্বাসিরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ।

তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ। পর্ব্বতোপরিস্থ নগর গুপ্ত হইতে পারে না। আর মনুষ্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, বরং দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে সে দীপ গৃহস্থিত সকল লোককেই দীপ্তি দেয়। মথি ৫.১৪.১৫.

---

১১ উপদেশ।

ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণের বিধি।

ঈশ্বরের সেবক যেন সিদ্ধ হয় ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হয়, এই নিমিত্তে ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত। এবং উপদেশে ও অনুযোগে ও শাসনে ও ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়। ২. তীমথিয় ৩.১৬.১৭.

---

১২ উপদেশ।

ঈশ্বরসেবার ফল বিবরণ।

শারীরিক যে যত্ন সে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ফলদায়ক হয়, কিন্তু ঈশ্বরসেবা ইহকালে ও পরকালে প্রতিজ্ঞাযুক্ত হইয়া সকল বিষয়ে ফলদায়ক হয়। ১ তীমথিয় ৪.৮.

---

১ উপদেশ।

যীশু ত্রাণকর্ত্তা।

তুমি তাঁহার নাম যীশু (অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা) রাখিবা, কারণ তিনি আপন লোকদিগকে তাহাদিগের পাপহইতে ত্রাণ করিবেন। মথি ১। ২১।

"যীশু" শব্দের অর্থ ত্রাণকর্ত্তা, এবং আমাদিগের প্রভু সেই নামে খ্যাত আছেন, কারণ তিনি পাপি লোকদিগকে ত্রাণ করিতে এই পৃথিবীতে আইলেন। ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহার অনেক নাম আছে, কিন্তু অন্য সকল নাম অপেক্ষা যীশু নাম মনোহর। দেখ সকল লোক অপরাধী, এই নিমিত্তে সকল লোকদিগের এক জন ত্রাণকর্ত্তার আবশ্যক; এবং ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে সমস্ত পাপহইতে উদ্ধার করেন, তাহা "যীশু" শব্দ উচ্চারণেতেই আমাদের মনে পড়ে। যীশু কিং প্রকারে আপন লোকদিগকে ত্রাণ করেণ? ইহার বিষয়ে আমি ঈশ্বরের আনুকূল্যদ্বারা উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হই। মনোযোগ পূর্ব্বক শুন।

1844. [1000 Copies.

১। প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখ, যীশু ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র, এবং তাঁহার ও ঈশ্বরের স্বভাব একই। ইহার প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে উক্ত আছে, যথা যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে বলেন, "আদিতে বাক্য (অর্থাৎ যীশু) ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং ঐ বাক্য স্বয়ং ঈশ্বর।" অথ রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্রের ৯ অধ্যায়ের ৫ পদে কথিত আছে, "সর্ব্বাধ্যক্ষ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর যে খ্রীষ্ট, তিনি শারীরিক সম্বন্ধে ইস্রায়েলের বংশেতে অবতীর্ণ হইলেন।" আর প্রভু আপনি কহেন, "আমি এবং পিতা উভয়ে এক।" তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া আমাদের নিমিত্তে আপনাকে ক্ষুদ্র করিলেন। তিনি স্বর্গহইতে নামিয়া কুমারীর গর্ব্ভে মনুষ্যবেশ ধরিলেন। লূকলিখিত সুসমাচারে ইহার বৃত্তান্ত আছে, যথা, "ঈশ্বরের দূত মরিয়ম্ নাম্নী কুমারীর নিকটে আসিয়া কহিল, ও গো মরিয়ম্, ভয় করিও না; তোমার প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আছে, অতএব তুমি গর্ব্ভিণী হইয়া এক পুত্র প্রসব করিবা ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবা। তখন মরিয়ম ঐ দূতকে কহিল, পুরুষের সঙ্গে আমার ব্যবহার নাই, তবে কি প্রকারে ইহার সম্ভব হইবে? তাহাতে দূত কহিল, পবিত্র আত্মা তোমাতে আশ্রয় করিবেন, এবং ঈশ্বরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; অতএব তোমার গর্ব্ভেতে যে পবিত্র বালক উৎপন্ন হইবেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র বিখ্যাত হইবেন। ইহার পরে মরিয়ম বৈৎলেহম নামক নগরে গেল এবং সেই স্থানে থাকিতে২ তাহার প্রসব সময় উপস্থিত

হইলে সে ঐ প্রথম সন্তানকে প্রসব করিল। পরে বালকের ত্বক্‌ছেদনের সময়ে তাঁহার নাম যীশু রাখা গেল।" যীশু আমাদের মঙ্গলার্থে অতি নম্রতারূপে এই পৃথিবীতে আইলেন বটে। দেখ তাঁহার মাতা সামান্য লোক ছিল, ও তিনি জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত ক্লেশভোগ পূর্ব্বক কাল যাপন করিয়া শেষে আমাদিগের পাপ মোচন করিবার জন্যে ক্রুশে টাঙ্গান হইয়া মরিলেন। এইরূপে তিনি আপন লোকদিগের পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সকল লোকই পাপী, এবং পাপের ফল মৃত্যু; এই কারণ উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না হইলে কেহ পরিত্রাণ পাইতে পারে না। ইহাতে ঈশ্বরের বাক্য এই, "রক্তপাত ব্যতিরেকে পাপ মোচন হয় না।" এবং যদি যীশু প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত না করিতেন, তবে তিনি আপন লোকদিগকে ত্রাণ করিতে পারিতেন না; ইহা জানিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্তে আপনার প্রাণ দিলেন। এবং তাঁহার রক্ত আমাদিগকে সমুদয় পাপহইতে পরিষ্কৃত করে। ঐ ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র ঐশ্বরিক ব্যবস্থার লঙ্ঘনকারি সকলের শাস্তি আপনি ভোগ করিলেন। এবং তাঁহার কৃত প্রায়শ্চিত্ত প্রযুক্ত পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিতে সম্মত আছেন। ঈশ্বর আপনার পুত্রের প্রায়শ্চিত্ত রূপ কর্ম্মহেতুক অতিশয় সন্তুষ্ট হন, এই জন্যে সমস্ত অনুতাপি ও খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসি লোক পাপমোচন পাইয়া স্বর্গরাজ্যে অধিকারী হয়। এমনি প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত করাতে যীশু আপন লোকদিগকে ত্রাণ করেন।

২। আরো দেখ, যীশু সদাত্মার দ্বারা আপন শিষ্যদিগকে নিস্তার করেন। ধর্ম্মপুস্তকে বলেন, "আত্মাহইতে মনুষ্য পুনর্জ্জাত না হইলে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।" কারণ সদাত্মার উপকার ব্যতিরেকে কেহ পাপের জন্যে খেদ করিতে ও খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস রাখিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যেরা পাপেতে মগ্ন হওয়াতে মৃতবৎ হয়। দেখ যেমন মৃত ব্যক্তি সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তেমন যে জন পাপেতে মগ্ন হয়, সে ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও পাপের কুৎসিতত্তা দেখিতে পায় না। মৃত মনুষ্য যাদৃশ সুন্দর বাদ্য শুনিতে পায় না, তাদৃশ পাপেতে যে মগ্ন হয় সে ঈশ্বরের বাক্য বুঝিতে পারে না। আমাদের প্রভু সদাত্মাদ্বারা আপন লোকদিগের মনে সুপ্রবৃত্তি জন্মান। আর ঐ সদাত্মা মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করেন, এবং ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইতে ও খ্রীষ্টেতে ভরসা রাখিতে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে তাহাদিগকে ক্ষমতা দেন। ফলতঃ যাহারা সদাত্মাহইতে পুনর্জাত হয়, তাহারা আপনাদিগের পাপ জানিয়া অনুতাপ করে, ও পাপমোচন পাইবার নিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তাতে প্রত্যয় করে, ও বিশ্বাসদ্বারা পুণ্যবান গণিত হওয়াতে ঈশ্বরের সঙ্গে তাহাদের মিলন হয়।

৩। পুনশ্চ যীশু আপন শিষ্যদিগের জন্যে পিতা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাতেও তিনি দিনে২ তাহাদের পরিত্রাণ সাধন করিতেছেন। দেখ তিনি এইক্ষণে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন ও

আপনার আশ্রিত লোকদের মধ্যস্থ হইয়া তাহাদিগের নিমিত্তে নিবেদন করিতেছেন। ধর্ম্মপুস্তকে লিপি আছে, "যাহারা খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের শরণাগত হয়, তিনি তাহাদের জন্যে নিবেদন করিতে সর্ব্বদা জীবিত থাকনেতে সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে ত্রাণ করিতে সমর্থ হন।" বিশ্বাসিরা খ্রীষ্টের আনুকূল্যে শয়তানকে জয় করে ও খ্রীষ্টের অনুগ্রহের পাত্র হইয়া সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে সতত প্রবৃত্ত হয়। তাহারা দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক প্রতি দিবস যাহাতে ঈশ্বরের অসন্তোষ জন্মে, এমন কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু তন্নিমিত্তে তাহারা দণ্ড পায় না, যেহেতুক ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের পক্ষবাদী আছেন। যীশু বিশ্বাসিদিগের জন্যে আপন পিতার সাক্ষাতে অনবরত বিনতি করেন, তৎপ্রযুক্ত ঈশ্বর তাহাদিগের অপরাধ মার্জনা করিতে প্রতি দিবস উদ্যত হন।

৪। অথচ যীশু আপনার লোকদিগকে পাপের কর্ত্তৃত্বহইতে মুক্ত করেন। পিতর ইস্রায়েল লোকদিগের সম্মুখে ঘোষণা পূর্ব্বক বলিলেন, "ঈশ্বর আপন পুত্র যীশুকে উঠাইয়া তোমাদের প্রত্যেক জনকে আপন পাপ ত্যাগ করাওনদ্বারা আশীর্ব্বাদ দিতে তাঁহাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইলেন।" আর এই বিষয়ে পৌলের বাক্য শুন, "সমুদয় পাপহইতে মুক্ত করিতে এবং সৎক্রিয়াতে উদ্যুক্ত কোন বিশেষ লোকদিগকে পবিত্র করিতে যীশু আপনার প্রাণ দিলেন।" আমরা খ্রীষ্টের শিষ্য আছি, যাহারা এই কথা বলে তাহাদের মধ্যে কেহ২ দুষ্টাচরণ

করে। যথার্থরূপে এমত লোক খ্রীষ্টের শিষ্য নহে। যোহনের প্রথম পত্রে বলেন, "হে প্রিয় বালকগণ, সাবধান হও, কেহ যেন তোমাদের ভ্রান্তি না জন্মায়। যে কেহ পাপাচরণ করে সে শয়তানের সন্তান হয়, ও যে জন ধর্ম্মাচরণ না করে সে কদাচ ঈশ্বরহইতে জাত নয়।" বিবেচনা করিয়া বুঝ, যেমন খ্রীষ্টের কুক্ষিদেশহইতে রক্ত এবং জল উভয় নির্গত হইল, সেই মত যীশু আপন লোকদিগকে পাপের শাস্তি ও পরাক্রম উভয়হইতে ত্রাণ করেন। অর্থাৎ যে জন খ্রীষ্টের দ্বারা পাপক্ষমা পায়, সে তাবৎ কুক্রিয়া ঘৃণা করিয়া ঈশ্বরের অভিমত কর্ম্ম ভাল বাসে। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত বাক্য এই, "তোমাদিগের উপরে পাপের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না, যেহেতুক তোমরা ব্যবস্থার অধীন না হইয়া অনুগ্রহের অধীন হইতেছ।" খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিলে মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে সৎক্রিয়া করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, সুতরাং খ্রীষ্টাশ্রিত লোক শারীরিক সুখাভিলাষানুসারে আচরণ না করিয়া আত্মাদ্বারা শারীরিক কর্ম্ম নিপাত করে।

৫। অধিকন্তু যীশু কেবল আপন লোকদিগেরই ত্রাণকর্ত্তা আছেন। তাবৎ জগজ্জন তাঁহার দ্বারা উদ্ধার পায় এমত নহে। যাহারা সদাত্মাহইতে পুনর্জাত হয় অর্থাৎ সত্যরূপে অনুতাপী হইয়া খ্রীষ্টেতে প্রত্যাশা রাখে, কেবল তাহারাই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। যদি বল, খ্রীষ্টের শরণাগত লোককে কি প্রকারে জানা যায়? উত্তর, এমত লোক খ্রীষ্টেতে প্রেম করে ও তাঁহার বাক্য শুনে ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে ব্যবহার করে। এতদ্বিষয়ে যীশুর

কথা শুন, "আমার মেষগণ (অর্থাৎ শিষ্যগণ) আমার কথা শুনে; আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আমার পশ্চাদ্‌গামী হয়।" যাহারা খ্রীষ্টীয়ান নাম ধরে তাহাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত হইয়া পরিত্রাণ পায় না, বরং ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র হয়। ধর্ম্মপুস্তকে লিপি আছে "যে কেহ খ্রীষ্টের আত্মা প্রাপ্ত না হয়, সে খ্রীষ্টের শিষ্য নহে।" দেখ যে জন খ্রীষ্টের আত্মা প্রাপ্ত হয়, সে তাঁহার ন্যায় আচরণ করে। আর খ্রীষ্টের ব্যবহারের বিবরণ এই, "তিনি পবিত্র ও অহিংসক ও নির্ম্মল ও পাপিগণহইতে পৃথক; তিনি কোন পাপ করেন নাই, এবং তাঁহার মুখে কোন ছলের কথা ছিল না, এবং নিন্দিত হইলেও প্রতিনিন্দা করেন নাই, এবং দুঃখ পাইলেও কাহাকে ভর্ৎসনা করেন নাই।" অতএব যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য সে এই মত আচার ব্যবহার করে।

৬। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ভ্রান্ত হইও না। খ্রীষ্ট ধার্ম্মিক, ইহা যদি জান, তবে যে ধর্ম্মকর্ম্ম করে সে তাঁহাহইতে জাত, ইহাও জ্ঞাত হও। এবং কেহ খ্রীষ্টের পশ্চাদ্গামী না হইয়া তাঁহার দ্বারা স্বর্গেতে অধিকার পাইবে, এমত অনুভব করিও না। ইহাতে খ্রীষ্ট আপনি বলেন "যে জন আপন ক্রুশ বহিয়া আমার পশ্চাদ্গামী না হয়, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।" কিন্তু যে জন আপন অপরাধের জন্যে মনে ২ ভাবিত ও ব্যথিত হইয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে নিতান্ত প্রত্যয় করে এবং তাঁহার আজ্ঞানুযায়ি সদাচরণ করে, সেই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়।

৭। হে প্রিয় বন্ধুগণ, যীশু স্বয়ং ঈশ্বর ও যথার্থ মনুষ্য, এই হেতুক তিনি অবশ্য উপযুক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ও তাঁহা ব্যতিরেকে অন্য ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাই। তদ্ভিন্ন আর কাহারোহইতে পরিত্রাণ হয় না, কেননা "যাহাদ্বারা ত্রাণ পাওয়া যায়, ভূমণ্ডলস্থ লোকদিগের প্রতি এমত আর কোন নামই হয় নাই।" তীর্থস্থানে গমন করাতে কিম্বা উপবাস বা অনেক প্রকার তপস্যাদ্বারা অথবা কোন দেবতার নাম জপ করাতে পরিত্রাণ হয়, দেবপূজকদের এইমত বোধ আছে বটে; কিন্তু তাহারা সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত। এবং শয়তান তাহাদের মনকে ভ্রান্তিসাগরে মগ্ন করিয়াছে, তাহা মহাবিচার দিবসে প্রত্যক্ষ হইবে। আর আমাদিগের নিজ পুণ্য অর্থাৎ সৎকর্ম্ম ও প্রার্থনাদি-দ্বারা উদ্ধার হয়, কোন২ ব্যক্তি এই অনুমান করে বটে; কিন্তু তাহারাও ভ্রান্ত, কেননা এই বিষয়ে সত্য শাস্ত্রীয় কথা এই, "অনুগ্রহ পাইয়া বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তোমাদিগের নিজ গুণের দ্বারা হইয়াছে এমত নয়, কিন্তু সে ঈশ্বরের দান হইয়াছে।" অন্য স্থানে লেখা আছে, "ব্যবস্থাদ্বারা (অর্থাৎ মনুষ্য-দিগের নিজের ক্রিয়াদ্বারা) যদি পুণ্য হইত, তবে খ্রীষ্টের মরণের কোন প্রয়োজন হইত না।" হে প্রিয় পাঠকেরা, আর সকল আশ্রয় ছাড়িয়া যীশুতেই দৃঢ় বিশ্বাস কর। তিনি আমাদিগের নিমিত্তে ঈশ্বরের দ্বারা জ্ঞান ও পুণ্য ও পবিত্রতা ও মুক্তিস্বরূপ হইয়াছেন; অতএব আনন্দপূর্ব্বক তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর।

৮। অথচ মনোযোগ করিয়া দেখ, যীশু সমস্ত লোকদের পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপক্ষমা পাওনার্থে আপনার কাছে আসিতে সকল মনুষ্যকেই নিমন্ত্রণ করেন। খ্রীষ্ট আপন শিষ্যগণকে এই আজ্ঞা দিলেন যথা, "সমুদয় জগতে গিয়া প্রত্যেক লোকের নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।" আর তিনি পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্যদিগকে আহ্বান করত বলেন, "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, তোমরা আমার নিকটে আইস; আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।" হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, যদ্যপি তোমরা কায়মনোবাক্যদ্বারা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছ এবং পাপ করিতে২ বৃদ্ধ হইয়াছ, তথাপি সত্যরূপে পাপের জন্যে খেদিত হইয়া খ্রীষ্টেতে ভরসা রাখিলে তোমরা তাঁহাদ্বারা পরিত্রাণ পাইতে পার। অন্য পাপি লোক অপেক্ষা যে জন অতিশয় রূপে পাপ কর্ম্ম করে, সে যদি নম্রতা স্বীকার পুর্ব্বক কুপথহইতে পরাঙ্মুখ হয় ও ঈশ্বরের বাক্য সত্য জ্ঞান করিয়া খ্রীষ্টেতে প্রত্যয় রাখে, তবে অনন্ত পরমায়ু পায়। সুতরাং যদি কোন বড় অপরাধি ব্যক্তি নিরাশ হইয়া এই উপদেশকথা পাঠ করে, তবে সে খ্রীষ্টের প্রেম ও ধার্ম্মিকতা ও দয়া বিষয়ে বিবেচনা করিয়া প্রত্যাশা করুক। যদি কোন কঠিনান্তঃকরণ ও অবিশ্বাসি ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি এই বাক্য পড়ে, তবে তাহার প্রতি আমার সুপরামর্শ এই, যে কেহ খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে না, সে পাপক্ষমা না পাওয়াতে অবশ্য সর্ব্বদা ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র থাকিবে, ইহা নিশ্চয় জা-

নিয়া তুমি অবিলম্বে সচেতন হও, এবং পাপ মোচ-নার্থে অনুতাপ করিয়া মন ফিরাও, নতুবা তুমি ঈশ্বরের নিকটহইতে দূর হইয়া শয়তান ও তাহার দূতগণের নিমিত্তে যে নরকাগ্নি প্রস্তুত আছে, ঐ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিরন্তর অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিবা।

শেষে, 'আমি সর্ব্বান্তঃকরণে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করি, যে জন এই কথা সরলরূপে কহে, সে ঈশ্বরের অসীম প্রেম মনে করিয়া প্রতি-দিন তাঁহার সেবা করুক। আর সে আপন শরীরকে সজীব ও পবিত্র ও গ্রাহ্য বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করুক। বিশেষতঃ সে আপন দেশীয় লোকদিগকে সত্য ধর্ম্ম জানাইতে যত্ন করুক। এবং সর্ব্বত্র সকল কালে মনুষ্যেরা যেন তাহার সৎক্রিয়া দেখিয়া তাহার স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা করে, এইজন্যে তাহাদিগের সাক্ষাতে তাহার দীপ্তি প্রকাশ হউক।

২ উপদেশ।

ক্রুশে বিদ্ধ অনুতাপি দস্যুর বিবরণ।

তখন যীশু কহিলেন, তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে পরলোকে সুখস্থান পাইবা। লূক ২৩। ৪৩।

দোষগ্রস্ত দুই ব্যক্তি খ্রীষ্টের সঙ্গে২ মাথাখুলী নামক স্থানে গমন করিল। সেই স্থানে পৌঁহুছিলে সেনাগণ যীশুকে ক্রুশেতে বদ্ধ করিল, এবং ঐ দুই অপরাধির এক জনকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর এক জনকে বাম পার্শ্বে বদ্ধ করিল। পরে তাহাদের মধ্যে এক জন যীশুকে নিন্দা করিতে লাগিল, অন্য জন আপন সঙ্গির কথা শুনিয়া তাহাকে অনুযোগ করত কহিল, "ঈশ্বরের প্রতি তোমার কি কিছুই ভয় নাই? তুমিও সমান দণ্ডে আছ; আমরাও এই দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র, যেহেতুক আপন২ কর্ম্মের সমুচিত ফল পাইতেছি।" দেখ ঐ অপরাধি জন ভগ্নমনা হইয়া আপনার দোষ স্বীকার করিল, আর যীশু অন্যায় রূপে হত হইতেছিলেন তাহাও সে প্রচার করিল। "এই মনুষ্য (অর্থাৎ যীশু) কোন দোষ করেন নাই," এই কথা বলিয়া সে যীশুকে কহিল, "হে প্রভো, আপনি রাজ্যপ্রাপ্তি সময়ে আমাকে স্মরণ করিবেন।" যীশু অতি ধার্ম্মিক ও দয়াশীল হইয়া মনুষ্যদিগের হিতজনক অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়া-

ছিলেন তাহা সে জ্ঞাত ছিল। এবং আপনার দোষ প্রযুক্ত দুঃখিত হইয়া ও খ্রীষ্টের অনুগ্রহেতে ও ক্ষমতাতে ভরসা রাখিয়া সে ত্রাণ পাইবার নিমিত্তে যীশুর কাছে নিবেদন করিল। যদ্যপি যীশু ক্রুশেতে বদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি জগতের ত্রাণকর্ত্তা বটেন, ইহা সে বিশ্বাস করিল। এই নিমিত্তে সে অতিশয় অপরাধী হইলেও পাপমোচনের অপেক্ষা করিয়া যীশুকে কহিল, "হে প্রভো, আপনি রাজ্যপ্রাপ্তি সময়ে আমাকে স্মরণ করিবেন।"

খ্রীষ্টের দয়া দেখ। ঐ অনুতাপি অপরাধির বাক্য শুনিবামাত্র তিনি কহিলেন, "আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে পরলোকে সুখস্থান পাইবা।" আমাদের প্রভু কৃপাবান্ বটেন ও তিনি অবশ্য ত্রাণকর্ত্তা এই নামের যোগ্য হন। আর ঐ দোষগ্রস্ত ব্যক্তি ধন্য, কেননা তাহার প্রাণবিয়োগ হইবামাত্র তাহার আত্মা স্বর্গীয় সুখস্থানে গেল।

১। ঐ দুই দোষগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহারেতে অত্যন্ত প্রভেদ ছিল, ফলতঃ এক ব্যক্তি ঐশ্বরিক অনুগ্রহের পাত্র ছিল, অন্য ব্যক্তি নহে। ধর্ম্মপুস্তকে উক্ত আছে, "অনুগ্রহ পাইয়া তোমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ।" এবং পৌলের বাক্য এই, "আমি যে পদে আছি তাহা কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে পাইয়াছি।" আর তিনি রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি বলেন, "বিশ্বাসিরা ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে খ্রীষ্টদ্বারা বিনা মূল্যে পরিত্রাণ পাইয়া পুণ্যবান্‌রূপে গণিত হইতেছে।" অতএব ঈশ্বরের দয়া

না পাইলে কেহ মন ফিরাইতে পারে না, ইহার নিশ্চয় আছে। আর দেখ, ঈশ্বর ঐ দুই জনের মধ্যে কেবল এক জনকে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন, কারণ যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকেই তিনি অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বর আপনার ইচ্ছানুসারে কোন ২ লোককে অনুগ্রহ করেন। আমি কতক কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি মন না ফিরাইয়া ও সাংসারিক সুখে আসক্ত হইয়া আপন সন্তোষজনক ক্রিয়া করিব, পরে ঐশ্বরিক বিষয়ে মনে২ চিন্তা করিব ও কুপথ ছাড়িয়া পরিত্রাণের চেষ্টা করিব; এই বাক্য যে জন বলে সে অল্পবুদ্ধি বটে, কেননা যে কালে ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইতে ইচ্ছা করে, সে কালের পূর্ব্বে ঈশ্বর এই জগৎ হইতে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারেন। এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত সাহস পূর্ব্বক পাপকর্ম্ম করিতে ২ মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ আরো কঠিন হয়। বিশেষত যদি কেহ খ্রীষ্টের সুসমাচার শুনিয়াও বহুদিন পর্য্যন্ত অপরাধ করাতে ঈশ্বরের ক্রোধ জন্মাইয়া থাকে, তবে কি জানি ঈশ্বর অন্তিমকালে তাহাকে অনুগ্রহ করিবেন না।

৩. পাপিষ্ঠ লোকদের প্রতি ঈশ্বরের প্রবোধ বাক্য শুন, "আমি ডাকিলেও যদি অসম্মত হও, আর আমি হস্ত প্রসারিলেও যদি না মান, আর আমার সে সৎপরামর্শেতে বিমুখ যদি হও, এবং আমার অনু- যোগ বাক্যেতে অসন্তুষ্ট হও, তবে দেখ তোমার বিপদ্ কাল উপস্থিত হইলে আমি হাসিব; ও তোমার ভয় হইলে আমি পরিহাসমাত্র করিব। তখন আমাকে

ডাকিলেও আমি তোমার কথা শুনিব না, এবং আমার অন্বেষণ করিলেও আমার কোন উদ্দেশ পাইবা না।" কঠিনান্তঃকরণ ও নিশ্চিন্ত পাপিলোক এই ভয়ানক ঈশ্বরের উক্তি শুনিয়া ভীত হউক।

৪। আর দেখ, যাহারা সত্যরূপে অনুতাপী হয়, তাহারা আপনাদিগের দোষ স্বীকার করে। পূর্ব্বোক্ত অপরাধি জন আপনার দোষ স্বীকার করিয়া কহিল, "আমরা এই দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র, যেহেতুক আপন২ কর্ম্মের সমুচিত ফল পাইতেছি।" আর দায়ূদ রাজার ব্যবহার দেখ, তিনি ব্যভিচার ও নরহত্যা করিলে পর মনে ব্যথিত হইয়া আপনার দোষ স্বীকার করিলেন। শিমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকে উক্ত আছে "দায়ূদ নাথনকে কহিল, আমি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিলাম।" এবং দায়ূদ ৫১ গীতে বলেন, "আমি আপন পাপ স্বীকার করিয়াছি; আমার অপরাধ সর্ব্বদা আমার সাক্ষাতে আছে।" তিনি অন্য গীতেও বলেন, "আমি পরমেশ্বরের কাছে নিজ পাপ স্বীকার করিলাম, এবং ঈশ্বর আমার পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করিলেন।" অথচ যোহনের প্রথম পত্রে লিপি আছে, "যদি আপনাদের পাপ আপনারা স্বীকার করি, তবে ঈশ্বর আমাদিগের পাপ ক্ষমা করিতে ও সকল অধর্ম্মহইতে আমাদিগকে পরিষ্কৃত করিতে বিশ্বস্ত ও ন্যায়কারী হন।" আমরা হারাণ মেষের ন্যায় তোমার পথ ছাড়িয়া ভ্রমণ করিতেছি, অনেক মানুষ মুখে এই কথা বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা বলে এমত লোক অতি অল্প।

৫। আর দেখ, ঐ অনুতাপি লোক আপনার অপরাধের বিষয়ে কোন ছল করিল না। কেহ২ পাপের বিষয়ে এই রূপ ছল করিয়া থাকে যথা, আমরা যে কর্ম্ম করি তাহা প্রায় সকলে করে; ও শয়তান আমাদিগকে কুব্যবহার করণে প্রবৃত্তি দেয়; এবং নিশ্চিন্ত হইলেই আমরা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করি; আর কোন২ সঙ্গী এমন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করণে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করে, এই হেতুক আমাদিগের পাপের ভার তাহাদেরই উপরে বর্ত্তে। হে পাঠকেরা, মনোযোগ পূর্ব্বক ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ শুন, "যে বৃক্ষের ফল খাইতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছি, তুমি কি সেই বৃক্ষের ফল খাইয়াছ?" ঈশ্বর আদম অর্থাৎ আদিপুরুষকে এই কথা বলিলেন। তাহাতে আদম কহিল, "তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছ, সেই আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিলে আমি খাইলাম।" পরমেশ্বর নারীকে কহিলেন, "এই কি করিলা?" নারী কহিল, "সর্পের প্রবঞ্চনাতে আমি খাইলাম।" যে জন ভগ্নমনা হয়, সে আদম ও হবার ন্যায় আপনার দোষ লুকাইতে চাহে না; বরং হে ঈশ্বর, আমি পাপী, আমার প্রতি দয়া কর, অতি নম্রতা ও আদরপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া থাকে।

৬। অথচ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কেবল পাপক্ষমা পাওনার্থে যীশুর নিকটে প্রার্থনা করিল। এবং যীশু তাহাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ ও সম্মত আছেন, ইহাতে সে সন্দেহ মাত্র করিল না। স্বর্গেতে আপনি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে আমি আপনকার দক্ষিণভাগে যেন বসিতে পাই এই আজ্ঞা করুন, সে এমত নিবেদন না করিয়া "হে প্রভো, আপনি

রাজ্য প্রাপ্তি সময়ে আমাকে স্মরণ করিবেন,” কেবল এই কথা বলিল। ইহাতে ঐ অপরাধি জনের নম্রতা অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইল। এবং যে কেহ প্রকৃতরূপে বিনয়ী হয়, সে খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও দয়াতে ভরসা রাখিয়া, কেবল পাপ-মোচন পাওনে উদ্যোগী হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইবার পূর্ব্বে মনুষ্যগণ অহঙ্কার প্রযুক্ত যীশুর কাছে আসিতে অসম্মত হয়। কিন্তু সদাত্মাহইতে চেতনা পাইবামাত্র তাহারা আপনাদের দুর্দ্দশা বুঝিয়া যীশুর নিকটহইতে দূরে থাকে না, বরং কম্পমান্ হইয়া তাঁহার কাছে গিয়া এই বাক্য বলে যথা, হে দয়ালু প্রভো, আমরা অপরাধ প্রযুক্ত নরক যন্ত্রণার যোগ্য বটি, কিন্তু তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা কর।

৭। আর দেখ, যীশু প্রত্যেক অনুতাপি লোকের প্রার্থনা শুনিতে প্রস্তুত আছেন। পূর্ব্বোক্ত দোষগ্রস্ত ব্যক্তি যীশুকে নিবেদন করিবামাত্র তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা না করিয়া বরং ভরসাজনক উত্তর দিলেন। খ্রীষ্টের বাক্যে অব-ধান কর। “রাজ্যপ্রাপ্তি সময়ে আমি তোমাকে স্মরণ করিব।” তিনি এমত বাক্য না বলিয়া, “অদ্যই তুমি আ-মার সঙ্গে পরলোকে সুখস্থান পাইবা,” এত আহ্লাদজনক বাক্য কহিলেন। দেখ বিশ্বাসিরা নশ্বর শরীরহইতে মুক্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সুখস্থানে প্রবেশ করে। তাহারা শরীরে অনুপস্থিত হইয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হয়। এবং পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাতে সুখ-সাগরে মগ্ন হয়। আর বিবেচনা কর, বিনামূল্যে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ঐ মৃতকল্প অপরাধি জনের কোন পুণ্য

না হইলেও অমনি তাহার পাপ ক্ষমা হইল। ইহাতে যিশয়িয়ের এই বাক্য সপ্রমাণ হইল, যথা "হে তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে আইস। যাহার কিছু রূপা নাই এমন তোমরা আইস, কিনিয়া পান কর। তোমরা আইস দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ রূপা ব্যতিরেকে ও বিনামূল্যে ক্রয় কর।" যে জন শরণ লইতে যীশুর কাছে পলায়, তিনি অবশ্য তাহার সহায় হন। আর যদ্যপি যীশু এখন স্বর্গীয় উচ্চ স্থানে বাস করিতেছেন, তথাপি তিনি নম্র লোককে কৃপা করিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, ও তাহার বিনতি শুনিয়া তাহাকে ত্রাণ করিবেন। এবং যদ্যপি কোন পাপিষ্ঠ মনুষ্য যীশুর নিকটে থাকিতে যোগ্য নহে, বরং পাপাত্মার (অর্থাৎ শয়তানের) কাছে থাকিতে যোগ্য হয়, তথাপি যীশু অতি প্রসন্ন হইয়া আপন শরণাগত লোকদিগকে গ্রাহ্য করিয়া স্বর্গেতে বাস করাইবেন। তিনি আপনি বলেন, "আমি যেখানে থাকি, আমার সেবকও সে স্থানে থাকিবে।" হে প্রিয় পাঠকেরা, তোমরা উক্ত অনুতাপি মনুষ্যের বিবরণদ্বারা পরিত্রাণের উপায় প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হইতে পার। আর তোমাদিগের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা এই, তোমরা কি কখনো পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় আপনাদিগের অপরাধের জন্যে খেদ করিলা? তোমরা কি কখনো ঈশ্বরের সাক্ষাতে অতি নম্রতাপূর্ব্বক আপনাদিগের পাপ স্বীকার করিলা? তোমরা কি কখনো পরিত্রাণ প্রয়োজনীয় বুঝিয়া যীশুর শরণ লইলা? এতদ্বিষয়ে মনে ২ বিবেচনা কর।

৮। অথচ পূর্ব্বোক্ত দোষগ্রস্ত ব্যক্তি যে রূপে বিশ্বাক

পূর্ব্বক যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে পরলোকে সুখ-স্থান পাইল, সেরূপে বিশ্বাসদ্বারাই সকল লোক স্বর্গেতে অধিকার পাইতে পারে। এ বিষয়ে নিকদীমের প্রতি খ্রীষ্টের উপদেশ কথা শুন, "মূসা যেরূপ প্রান্তরে সর্পকে ঊর্দ্ধে উঠাইল, মনুষ্যপুত্রকেও তদ্রূপ উত্থিত হইতে হইবে, তাহাতে তাঁহার প্রতি বিশ্বাসকারী প্রত্যেক জন নষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পাইবে।" গণনা পুস্তকের ২১ অধ্যায়ের ৮ পদে লিখিত আছে, "পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি এক অগ্নিবৎ সাপ গড়িয়া দণ্ডাগ্রে রাখ, তাহাতে তাহাকে দেখিলে সর্পদষ্ট প্রত্যেক জন বাঁচিবে। তখন মূসা পিত্তলের এক সাপ গড়িয়া দণ্ডাগ্রে রাখিল, তাহাতে যে কোন মনুষ্য সর্পদষ্ট হইল, সে ঐ পিত্তলের সাপকে দেখিয়া বাঁচিল।" দেখ ঐ পিত্তলের নির্ম্মিত অগ্নিবৎ সাপ খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তস্বরূপ, এবং সর্পদষ্ট জন পাপি লোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ। যাদৃশ সর্পদষ্ট জন ঐ সাপকে দেখিয়া বাঁচিল, তাদৃশ পুর্ব্বোক্ত অনুতাপি ব্যক্তি বিশ্বাসপূর্ব্বক যীশুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বাঁচিল। হে বিবেচক পাঠকবর্গ, শয়তানের দংশনদ্বারা, অর্থাৎ পাপের দ্বারা তোমরা ভারি রোগগ্রস্ত হইয়াছ, এবং সেই রোগের ফল অনন্ত মৃত্যু ইহা জ্ঞাত হও। আর বাঁচিবার নিমিত্তে অবিলম্বে বিশ্বাসপূর্ব্বক যীশুর প্রতি দৃষ্টি কর। যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ আপনার দুরবস্থা বুঝিয়া নিরাশ হয়, তবে সে পুর্ব্বোক্ত দোষগ্রস্ত ব্যক্তির বৃত্তান্ত বিবেচনা করিয়া খ্রীষ্টের দয়াতে ভরসা রাখুক। আর এমত

লোককে আমি বলি, যদ্যপি তুমি নিতান্ত দণ্ডযোগ্য, তথাপি প্রভু যীশু তোমাকে দণ্ডহইতে মুক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন। ধর্ম্মপুস্তকে লিখে "তাঁহার প্রতি যে কেহ প্রত্যয় করে, সে কদাচ লজ্জা পাইবে না; ইহাতে য়িহুদীয়েতে এবং অন্যজাতীয়েতে কিছু বিশেষ নাই, যেহেতুক সকলের প্রভু যিনি তিনি আপনার যাচক মাত্রের প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন।" হে প্রিয় ভ্রাতা, এই সান্ত্বনাজনক বাক্য সত্য জ্ঞান কর। এবং তোমার মনে আশার উদয় হউক। তুমি যীশুতে ভরসা রাখিলেই তিনি তোমাকে রক্ষা করিয়া স্বর্গ-রাজ্যে অধিকার দিবেন। অতএব "হে প্রভো, তোমার লোকদিগের প্রতি তোমার যেমন অনুগ্রহ, তদনুসারে আমাকে স্মরণ কর, ও আপনকৃত পরিত্রাণেতে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর," যদি তুমি সরলতাপূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা কর, তবে যীশু অবশ্যই তাহা শুনিয়া তোমাকে ত্রাণ করিবেন। এবং তুমি এই পৃথিবীতে মনেতে শান্তি ভোগ করিয়া পরলোকে খ্রীষ্টের সঙ্গে সুখস্থানে বাস করিতে পাইবা।

৯। আমার আর এক কথা বক্তব্য তাহা এই; ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওনার্থে চেষ্টা করা পাপি লোকদিগের আব-শ্যক। উক্ত দোষগ্রস্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হও-য়াতেই আপনার দোষ স্বীকার করিল, ও যীশুতে প্রত্যয় করিয়া নিস্তার পাইল। অতএব হে প্রিয়লোক, তোমা-দিগের মধ্যে যে মনুষ্য অপরাধ মার্জনা পাইতে আকাঙ্ক্ষী হয়, সে ঈশ্বরের প্রতি যাচ্ঞা করুক। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক

কোন ২ ব্যক্তিকে সদাত্মা দেন বটে, কিন্তু আমাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্যে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন যথা, "পুত্র রুটি চাহিলে তাহাকে পাথর দেয়, কিম্বা মাছ চাহিলে তাহাকে সাপ দেয়, কিম্বা ডিম চাহিলে তাহাকে বিছা দেয়, তোমাদিগের মধ্যে এমন পিতা কে আছে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন২ বালকদিগকে উত্তম২ সামগ্রী দিতে জান, তবে তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা কি আপন যাচকদিগকে পবিত্র আত্মা দিবেন না?" হে প্রিয় বন্ধুগণ, অহঙ্কারী হইও না, বরং নম্র হইয়া ও ঈশ্বরের উক্ত অঙ্গীকার মানিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কাকুতি মিনতি কর। প্রভু কহেন, "যে জন যাচ্ঞা করে সে পায়, এবং যে অন্বেষণ করে সে উদ্দেশ পায়, আর যে জন দ্বারে ঘা মারে তাহার জন্যে দ্বার খোলা যায়।" কেবল একবার যাচ্ঞা করা উচিত তাহা নয়, বরং নিরন্তর চেষ্টা করিতে হয়। আর অবিরত উদ্যোগ করাতে আমাদিগের বিশ্বাস প্রকাশ পায়; ইহার প্রমাণ দেখ, কোন সময়ে এক ভিন্নদেশীয় স্ত্রী প্রভুর নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল, "আমার একটি কন্যা ভূতগ্রস্তা হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে, অতএব হে প্রভো, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।" কিন্তু যীশু তাহাকে কোন উত্তর দিলেন না। তথাপি ঐ স্ত্রী ক্ষান্ত না হইয়া খ্রীষ্টের পশ্চাৎ২ আইল, এবং পুনর্ব্বার তাঁহার কাছে আসিয়া অতি নম্র হইয়া কহিল, "হে প্রভো, আমার উপকার করুন।" তাহাতে তিনি কহিলেন, "বালকদিগের আহারের দ্রব্য লইয়া কুক্কুরদিগকে দেওয়া উচিত নয়।"

দেখ ঐ কাতরা স্ত্রী খ্রীষ্টের কথা শুনিয়া বিরক্তা না হইয়া বলিল, "হে প্রভো, সে সত্য বটে, তথাপি প্রভুর মেজহইতে যে গুড়াগাঁড়া পড়িয়া থাকে তাহা কুক্কুরেরা খায়।" এই বাক্যেতে যীশু চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "হে নারি, তোমার বড়ই বিশ্বাস, এই নিমিত্তে তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হউক।" তদ্রূপ যে জন খ্রীষ্টের কাছে আসিয়া অনুগ্রহ পাওনার্থে নিত্য প্রয়াসপূর্ব্বক প্রার্থনা করে, তাহার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই সিদ্ধ হইবেক।

গীত।

যিশুর প্রেমের তুলনা দিব কিসে
খুজিলে এমন মিলিবে না কোন দেশে
করিতে পাতকির ত্রাণ প্রাণ দিলেন অবশেষে।

১ পাপিগণে উদ্ধারণে আইলেন নরের বেশে
এই যে প্রায়শ্চিত্ত করণ কারণ মরিলেন বিষম ক্লেশে।
জগৎবাসী অভিলাষী তারা রএছে পাপের বশে
এই যে সত্য সেবা না করিয়া মরিবে আপন দোষে।

২ দ্বেষ করিয়া য়িহুদীরা তারে বধ কৈল বিনা দোষে
এই যে তিন দিবসে জীবিত হইলেন রহিলেন না
মৃত্যুর বশে।

দুই জন চোর হত হৈল খ্রীষ্ট য়িশুর দুই পাশে
তার এক জন প্রত্যয়ের গুণে গেল সে প্রভুর সহ স্বর্গ-
বাসে।

৩ উত্থান হইয়া স্বর্গে গিয়া পিতার দক্ষিণে আছেন বস্যা
এই যে করিতে জগতের বিচার আসিবেন সকল শেষে

অদৃশ্য প্রভুর চরণ বিশ্বাসে ধর কস্যা
অধীন কাঙ্গাল বলে ছাড়্যা দিলে তুফানে যাবে ভাস্যা।

৩ উপদেশ।

প্রার্থনার আবশ্যকতা।

আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, আমার নামে পিতার নিকটে যে কিছু যাচ্ঞা করিবা, তাহাই তিনি দিবেন। যোহন ১৬। ২৩।

ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করা সকল খ্রীষ্টিয়ান লোকের কর্ত্তব্য। দেখ ঈশ্বরের সাহায্য না পাইলে আমরা কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারি না, এবং প্রার্থনা করিবাতেই তাঁহার সহায়তা পাওয়া যায় এই জন্যে প্রার্থনা করা উচিত। আর পরমেশ্বর প্রার্থনা করিতে আমাদিগকে অনেক সুস্পষ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যথা। প্রভু কহেন, "ক্লান্ত না হইয়া অনবরত প্রার্থনা করা লোকদের কর্ত্তব্য।" এবং পৌল প্রেরিত কহেন, "পুরুষেরা পবিত্র হস্ত তুলিয়া নিষ্ক্রোধে ও নির্ব্বিরোধে সর্ব্বদা প্রার্থনা করুক, এই আমার আজ্ঞা।" বিবেচনা করিয়া দেখ, দেবপূজকেরা প্রকৃতরূপে প্রার্থনা করে না। তাঁহারা কোন২ সময়ে প্রতিমার নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিশেষ বর যাচ্ঞা করে। অথচ তাহারা প্রায় প্রতিদিন মন্ত্র জপ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছুই লাভ নাই, বরং মহাপাপ জন্মে। কেননা যে কেহ

দেবতার কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, সে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার কোপ জন্মায়। অথচ মুসলমান লোক প্রতিদিন অনেক বার প্রার্থনা রূপ কথা বলে। তাহাদিগকে শ্রেণীপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া পুনঃ২ বিড়বিড় করিতে ও দণ্ডবৎ করিতে ও দুই হাত প্রসারিতে কে না দেখে? ইহাতে পুণ্য হয় তাহাদের এমত বোধ আছে, কিন্তু তাহারা অতিশয় ভ্রান্ত। মনুষ্যেরা অনেক বার পুনরুক্তি করণদ্বারা কিম্বা বার২ অঙ্গকে বক্র করণদ্বারা ঈশ্বরের সন্তোষ জন্মাইতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমান লোকের প্রার্থনারূপ সেবা কাল্পনিক মাত্র হওয়াতে ঈশ্বরের দৃষ্টিগোচরে নিতান্ত ঘৃণার্হ। প্রভু কহেন, "ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, আর তাঁহার ভজনা করিতে গেলে আত্মা দিয়া সত্যরূপে ভজনা করিতে হয়।" দেখ প্রতিমাপূজকেরা ও মুসলমান লোকেরা আত্মা দিয়া সত্যরূপে তাঁহার ভজনা করে না, এবং অনেকবার কথা কহিলে আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে, তাহারা এমত বোধ করিলেও সকলের অন্তঃকরণ ও মনের বিচারক যে ঈশ্বর, তাঁহাহইতে কোন উত্তর পায় না। মনোযোগ করিয়া বুঝ, উক্ত লোক সত্য অদ্বিতীয় সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের স্বাভাবিক গুণ এবং আপনাদের নিজ দুর্দ্দশা জ্ঞাত নয় তৎপ্রযুক্ত ঈশ্বরের তুষ্টিজনক প্রার্থনা করা তাহাদের অসাধ্য।

যাহারা সদাত্মাদ্বারা পারমার্থিক ভাবে সজীব হইয়াছে তাহারাই সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করে। কোন মনুষ্য জীবিত থাকে ইহা কি রূপে জানা যায়? নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা কি না? তবে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের নিশ্বাস

প্রশ্বাসস্বরূপ যে প্রার্থনা তাহাই পারমার্থিক জীবনের প্রমাণ বটে। আমরা ঈশ্বরহইতে ধর্ম্ম বিষয়ে চেতনা পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আত্মা দিয়া তাঁহার ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে পৌলের ব্যবহার দেখ,তিনি দম্মেষক নগরের পথে যাইতে২ আকাশহইতে তেজ দেখিয়া ও প্রভুর প্রবোধজনক কথা শুনিয়া আপনার মন ফিরাইলেন। পরে তিনি সেই নগরে গেলে প্রভু অনানির নামক এক শিষ্যকে কহিলেন, "তুমি উঠিয়া পৌল নামে এক ব্যক্তির তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর, দেখ, তিনি প্রার্থনা করিতেছেন।" তদ্রূপে যাহারা ধর্ম্মের বিষয়ে সচেতন হয়, তাহারা আপনাদের দীনহীনতা ও ঈশ্বরের অপূর্ব্ব প্রেম বুঝিয়া অবিলম্বে তাঁহার স্থানে যাচ্ঞা করে। অথচ যে ব্যক্তি উত্তরোত্তর সদাচারী হইতে চাহে, ও খ্রীষ্টের শিষ্যের ন্যায় উপযুক্ত ব্যবহার করণে উদ্যোগী হয়, সে প্রচুররূপে প্রার্থনা করিতে সর্ব্বদা উদ্যত হয়। বোধ করি এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে অতি অল্প জন আত্মাদিয়া সত্যরূপে ঈশ্বরের স্থানে যাচ্ঞা করে। অতএব আমরা কেমন করিয়া যথার্থরূপে প্রার্থনা করিতে পারি, এই ভারি বিষয়ে আমি শাস্ত্রীয় উপদেশ কথা লিখিয়া দি, তোমরা মন দিয়া শুন।

১। প্রথমে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া প্রার্থনা করিতে হয়। দেখ, আমাদের অধর্ম্ম ঈশ্বরহইতে আমাদিগকে বিভিন্ন করে। ধর্ম্মময় সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর পাপি লোকের প্রার্থনা শুনেন না। যে জন ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া করে, তাহারই কথা শুনেন। কিন্তু

মনুষ্যগণের মধ্যে কেহই ঈশ্বরের ইষ্ট ক্রিয়া করে না। সকলে কেবল বিপথগামী ও দুষ্কর্ম্মকারী হয়। তবে দেখ, অনুগ্রহ পাইবার নিমিত্তে মনুষ্যগণ কিমতে ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পারে? যদি কোন প্রজা আপনার রাজাকে অপমান করিয়া তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তবে সে প্রজা কিছু যাচ্ঞা করিতে নির্ভয়ে ঐ রাজার কাছে কিরূপে যাইতে পারে? যাইতে পারে না বটে। তবে দেখ, আমাদের পাপ হেতুক ঈশ্বর অতিশয় ক্রোধিত হন, এই জন্যে কেবল উপযুক্ত মধ্যস্থদ্বারা আমরা তাঁহার সিংহাসনের নিকটে যাইতে পারি। প্রভু যীশু এমন উপযুক্ত মধ্যস্থ বটেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখে, "অদ্বিতীয় এক ঈশ্বর আছেন, এবং তাঁহার ও মনুষ্যদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্ট নামে অদ্বিতীয় এক মধ্যস্থ আছেন।" এই অদ্বিতীয় মধ্যস্থকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে গেলে আমরা চেষ্টিত উপকার পাইব। কেননা তিনি কহেন, "আমার নামে পিতার নিকটে যে কিছু যাচ্ঞা করিবা তাহাই তিনি দিবেন।" দেখ, যাহারা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস না করে, তাহারা প্রার্থনার সময়ে তাঁহার গুণে নির্ভর করিতে পারে না। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রত্যেক শিষ্য তাঁহাকে মধ্যস্থ জ্ঞান করিয়া, কৃপা পাইবার জন্যে সর্ব্বদা ঈশ্বরের সিংহাসনের সমীপে সাহসপূর্ব্বক যাইতে পারে।

২। পুনশ্চ বিবেচনা করিয়া দেখ, সরলতাপূর্ব্বক প্রার্থনা করা উচিত। কেহ২ হাঁটু গাড়িয়া মন না দিয়া বিশেষ নিরূপিত প্রার্থনা কথা বলে বটে, কিন্তু সেই কথা মৌখিকমাত্র হইবাতে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয় না। কেহ২ আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়া বলে, "প্রাতঃকালে ও

সায়ংকালে প্রভুর প্রার্থনা কিম্বা অন্য কোন শিক্ষিত কথা পুনঃ২ কহিলে পুণ্য হয়।" কিন্তু ইহাতে খ্রীষ্টের উপদেশ বাক্য শুন, "প্রার্থনা কালে দেবপূজকদের ন্যায় বৃথা পুনরুক্তি করিও না, কেননা তাহারা বোধ করে, অনেক বার কথা কহিলেই আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে।" যে জন সরলরূপে প্রার্থনা করে, সে প্রভুর কথানুসারে অন্তঃরাগারে প্রবিষ্ট হইয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, পিতার নিকটে যাচ্ঞা করে। তাহাতে যে ঈশ্বর গোপনে দেখেন, তিনি ঐ যাচককে প্রকাশ্যরূপে ফল দেন। যে ব্যক্তি আপনার পারমার্থিক অকুলান বুঝিয়া ঈশ্বরের দানশীলতা জানে, ও সুসমাচারে উক্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞাকে সত্য বোধ করে, সে নিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে পারে। আর যাহারা ধর্ম্মাদি পাইবার নিমিত্তে সরলরূপে প্রার্থনা করে, তাহারা ধর্ম্ম প্রভৃতি পাইবার যে২ নিরূপিত উপায় আছে, তাহা পরিশ্রম পূর্ব্বক গ্রহণ করে। এবং যে কেহ সে উপায় গ্রহণ না করে, তাহার প্রার্থনা নিষ্ফল হয়। প্রার্থনা না করিয়া যে কার্য্য করে, সে অহঙ্কারী, এবং কার্য্য না করিয়া যে প্রার্থনা করে, সে কপটী. সুতরাং প্রার্থনা ও কার্য্য উভয়ই একত্র থাকা উচিত।

৩। আর প্রার্থনাকালে দৃঢ়রূপে শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে যাকূবের কথা শুন, "যদি তোমাদের কাহারো জ্ঞানে ত্রুটি থাকে, তবে ঈশ্বরের নিকটে সে যাচ্ঞা করুক, তাহাতে তাহাকে দেওয়া যাইবে। কিন্তু সন্দেহ না করিয়া সে বিশ্বাসেতে যাচ্ঞা করুক, কেননা যে জন সন্দেহ করে, সে বায়ুতে চালিত সমুদ্রের ঢেউর ন্যায় হয়।" আর প্রভু

আপনি সেইরূপ শিক্ষা দেন যথা, "প্রার্থনা সময়ে যাহাং আকাঙ্খা কর, তাহা অবশ্য পাইবা, এমত বিশ্বাস কর, তাহাতে প্রাপ্ত হইবা।" ঈশ্বর আমাদের বাক্য শুনিতে পারেন, ও আমাদের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে সমর্থ আছেন, এবং প্রভু যীশুর সদ্গুণের নিমিত্তে উপযুক্ত সময়ে আমাদিগকে উত্তর দিবেন, এই সকল বিশ্বাস করায় প্রয়োজন আছে। আর যে কেহ প্রত্যয় পূর্ব্বক যাচ্ঞা করে, সে প্রার্থিত উপকারের অপেক্ষাতে থাকিয়া, যে পর্য্যন্ত তাহা না পায় তাবৎ পরিতৃপ্ত হয় না।

৪। অথচ কেহ২ কিঞ্চিৎ কালপর্য্যন্ত এই কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ ইষ্ট উপকার না দিলে তাহারা বিরক্ত হইয়া তাহাতে নিবৃত্ত হয়; ইহা অনুচিত বটে। দেখ, উদ্যোগপূর্ব্বক সর্ব্বদাই প্রার্থনা করা আবশ্যক। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত উপদেশ শুন, "নিরন্তর প্রার্থনা কর।" আর, "প্রার্থনাতে সতত প্রবৃত্ত হও।" স্মরণ করিয়া দেখ, ক্লান্ত না হইয়া অনবরত প্রার্থনা করা লোকদের কর্ত্তব্য, এই আশয়ে যীশু এক দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন, যথা, "কোন নগরে এক জন বিচারক ছিল। সে ঈশ্বরকে ভয় করিত না, এবং মানুষকেও মানিত না। পরে তন্নগর নিবাসিনী এক বিধবা তাহার নিকটে আসিয়া, প্রতিবাদির সহিত আমার বিচার করিয়া দেও; এই নিবেদন করিত। তাহাতে ঐ বিচারক কএক দিন পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার করিল না। পরে মনে২ ভাবিল, যদ্যপি ঈশ্বরকে ভয় না করি, এবং মানুষকেও না মানি, তথাপি এই বিধবা আমাকে সর্ব্বদা ব্যামোহ দিতেছে, এই জন্যে উহার বিবাদ ভঞ্জন করিয়া

দিব, নতুবা সে সর্ব্বদা আসিয়া আমাকে ব্যস্ত করিবে। পরে প্রভু কহিলেন, ঐ অন্যায়ি বিচারকর্ত্তা যাহা কহে তাহাতে মনোযোগ কর। ঈশ্বরের মনোনীত লোকেরা দিবারাত্রি যে প্রার্থনা করে, তিনি অনেক দিন বিলম্ব করিলেও কি তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন না? আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ত্বরায় ভঞ্জন করিবেন।" অতএব যদ্যপি ঈশ্বর আমাদের বাঞ্ছিত উপকার করিতে বিলম্ব করেন, তথাপি দিবারাত্রি উদ্যোগপূর্ব্বক তাঁহার কাছে নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

৫। অপর, বিবেচনা করিয়া দেখ, যে২ বর দিতে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেন, তাহাই পাইবার জন্যে যাচ্ঞা করিতে হয়। যোহন প্রেরিত বলেন, "যদি আমরা তাঁহার ইচ্ছানুসারে কোন প্রার্থনা করি, তবে তিনি আমাদের সেই প্রার্থনা শুনেন, তাঁহার প্রতি আমাদের এমত দৃঢ় বিশ্বাস আছে।" সুতরাং যে ব্যক্তি ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া বহু সম্পত্তি প্রভৃতি পাওনার্থে প্রার্থনা করে, সে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে যাচ্ঞা না করিয়া কিছু পাইবে না। যাহারা আপন২ অভিলাষে ব্যয় করণার্থে অবিহিত মতে প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে প্রার্থিত বস্তু অবশ্যই দেওয়া যায় না হে প্রিয় পাঠকগণ, ইহার উপমা কথা শুন, কখন২ অজ্ঞান বালক আপনার পিতার নিকটে গিয়া নিষিদ্ধ বা মন্দ বস্তু চাহিলে প্রেমী ও সুবিবেচক পিতা ঐ বস্তু দিতে অস্বীকার করেন। অতএব দেখ, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর আমাদের অবিহিত মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ না করিলে তাহাকে অভুক্ত জ্ঞান করা কি আমাদের উচিত?

৬। উপযুক্ত মতে প্রার্থনা করণের উপায় কি? কেহ এই জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলি, সদাত্মার প্রবোধ-দ্বারাই যথার্থ রূপে প্রার্থনা করা যায়। পারমার্থিক বিষয়ে আমরা শিশুস্বরূপ, অর্থাৎ নিজ জ্ঞানে ঈশ্বরের অভিমতানুসারে প্রার্থনা করিতে জানি না। আর সদাত্মা প্রার্থনা কালে বিশেষরূপে আমাদের দুর্ব্বলতার সহায় হন। সদাত্মা যাহার অনুকূল, সে ঈশ্বরের প্রকৃত যাচক হইয়া সিদ্ধরূপে তাঁহাকে আপন ইচ্ছা জানায়। আর দেখ, যদ্যপি কখন ২ ঐহিক উপকার পাইতে যাচ্ঞা করা বিহিত হয়, তথাপি তদপেক্ষা বরং পরমার্থ ও পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় যে২ শ্রেষ্ঠ দান আছে, তাহা পাইতে চেষ্টা করা ঈশ্বরের সন্তোষজনক হয়। ফলতঃ যে জন খ্রীষ্টকে উপযুক্ত মধ্যস্থ জ্ঞান করিয়া সরলতা ও বিশ্বাসপূর্ব্বক অনবরত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা মতে প্রার্থনা করে, তাহার অভিলাষ সিদ্ধ হয়। ইহাতে প্রভুর কথা শুন, "যে যাচ্ঞা করে সে পায়, এবং যে অন্বেষণ করে সে উদ্দেশ পায়, আর যে দ্বারে ঘা মারে, তাহার জন্যে দ্বার খোলা যায়।"

৭। শেষে, ঈশ্বর অনেক বার ভক্ত লোকদের প্রার্থনা শুনিয়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছেন ইহা স্মরণে রাখ। দাউদ রাজা বলেন, "আমি দুঃখেতে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি আমার কাতরোক্তি শুনিলেন।" আর দেখ, দানিএল ভাবিবক্তা দিবসের মধ্যে তিন বার প্রার্থনা করিতেন। এবং যদ্যপি দুষ্ট লোকেরা তাহার অপবাদ করিবার জন্যে তাহাকে অবলোকন করিত, তথাপি তিনি পরম ধার্ম্মিক হইয়া, প্রার্থনা করণে

ভ্রান্ত না হইয়া নির্ভয়ে এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণে প্রবৃত্ত থাকিতেন। তৎপ্রযুক্ত সিংহের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইলে ঈশ্বর তাহাকে সিংহের মুখহইতে রক্ষা করিলেন। অথচ, এলিয় নামক এক সাধু ব্যক্তি, আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী হইয়া, অনাবৃষ্টির নিমিত্তে দৃঢ়তর প্রার্থনা করিলে তদ্দেশে তিন বৎসর ছয় মাস পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হইল। পরে, আর বার প্রার্থনা করিলে আকাশহইতে বৃষ্টি হওয়াতে সে দেশে শস্যের উৎপত্তি হইল। অতএব, "ধার্ম্মিক ব্যক্তির একান্ত প্রার্থনা অতি সফল," তাহা প্রত্যক্ষ আছে। আর, যদ্যপি বর্ত্তমান কালে প্রার্থনাদ্বারা যে এতাদৃশ অদ্ভুত ক্রিয়া করিতে পারে এমত ব্যক্তি নাই, তথাপি বিশ্বাসিরা তাহাতে নানা প্রকার উপকার পায়। আর যে কেহ প্রার্থনা করণে অমনোযোগী হয়, সে চঞ্চলমনা হইয়া ঈশ্বরের বিপরীতাচরণ করে। ঈশ্বরের সহিত আলাপ করা অপেক্ষা মনুষ্যের সহিত আলাপ করা ভাল, যাহার এমত বোধ আছে, সে কোন রূপে সত্য খ্রীষ্টীয়ানের ন্যায় সদ্ব্যবহার করে না।

হে প্রিয়লোক, প্রার্থনার আবশ্যকতা বুঝিয়া, ও তাহার ফল বিবেচনা করিয়া, তোমরা তাহাতে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হও। যে জন প্রতিদিন ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে প্রকৃতরূপে প্রার্থনা করে, তাহার সুখ ও পুণ্যের বৃদ্ধি হইবে। আর সে ঈশ্বরের আনুকূল্য পাইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে আপনার গন্তব্য পথে চলিবে; তাহা কেবল নয়, আরো এই জগতে বুদ্ধির অগম্য যে ঈশ্বরের শান্তি, সে তাহার মন ও আত্মাকে রক্ষা করিবে। বিশেষতঃ বিপদে পড়িলে ঈশ্বরকে

তোমাদের দুঃখ জানাও। যাকুব প্রেরিত কহেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কেহ দুঃখিত হইয়া থাকে, তবে সে প্রার্থনা করুক।" যাতনাভোগের সময়ে প্রভু কি করিলেন, তাহাতে অবধান কর। লূক রচিত সুসমাচারে উক্ত আছে, "তিনি যন্ত্রণাতে ব্যাকুল হইয়া আরো দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে শক্তি দিতে স্বর্গহইতে এক দূত দর্শন দিল।" এবং দুঃখ হইলে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করাতে আমরাও সান্ত্বনাযুক্ত হই। দেখ, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা এই, "বিপদ্‌কালে, আমার নিকটে প্রার্থনা কর, তাহাতে আমি তোমাকে উদ্ধার করিলে তুমি আমার মহিমা প্রকাশ করিবা।" আর দাউদ রাজা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার কাছে নিবেদন করিলে উপকার পাইলেন। তিনি ১১৮ গীতে বলেন, "বিপদ্ সময়ে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে উত্তর দিয়া উদ্ধার করিলেন।" তদ্রূপে যাহারা আপদ্‌কালে রক্ষা পাইবার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে উদ্যোগপূর্ব্বক বিনতি করে, তাহারা তাঁহার দয়া জ্ঞাত হয়। অবশেষে মনে রাখ, যে ব্যক্তি ইহকালে সর্ব্বদা ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করণে রত হয়, সে এই ক্লেশদায়ক জগৎহইতে গেলে স্বর্গেতে সতত উল্লাস পূর্ব্বক তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিবে।

প্রেমের শ্রেষ্ঠতা।

প্রেম আত্মার ফল। গালাতীয় ৫। ২২।

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, "পরমেশ্বর প্রেমস্বরূপ। আর তিনি আপনার প্রেমের অসংখ্য প্রমাণ দিতেছেন। দেখ, "তাবৎ সৃষ্টির প্রতি তাঁহার দয়া আছে, এবং তিনি আপনার হস্ত প্রসারিয়া তাবৎ প্রাণির মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিতেছেন।" অথচ, "তিনি কৃতঘ্ন ও দুষ্টদিগের হিতকারী হন।" তিনি "সদসৎ লোকের উপরে সূর্য্যের উদয় করেন, এবং ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকগণের উপরে বৃষ্টি বর্ষাণ," কারণ তিনি প্রেমস্বরূপ। এই২ ক্রিয়া প্রেমসূচক বটে। কিন্তু দয়াময় পরমেশ্বর আপনার প্রেমের আর একটি আশ্চর্য্য প্রমাণ দিয়াছেন। যথা, যোহন প্রেরিত কহেন, "আমরা যেন পরমায়ুঃ পাই, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে এই জগতে পাঠাইলেন, ইহাতেই তিনি আমাদের প্রতি আপন প্রেম প্রকাশ করিলেন।" মনুষ্যদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম অসীম বটে। এবং তাঁহার সকল গুণের মধ্যে প্রেম অপেক্ষা আর কোনই গুণ শ্রেষ্ঠ নহে।

১। স্মরণ করিয়া দেখ, আদিপুস্তকে উক্ত আছে, "ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন।" কোন২ বিবাদি হিন্দুলোক এই বচন উল্লেখ করিয়া বলে, "তবে ঈশ্বরের আকার আছে।" কিন্তু তাহা নিতান্ত

মিথ্যা। কেননা এই বাক্য মনুষ্যের শরীর বিষয়ে নহে, বরং তাহার মনের বিষয়ে উক্ত আছে। ইহার প্রমাণ এই, যথা, যোহন প্রেরিত বলেন, "ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ" (অর্থাৎ তিনি নিরাকার,) সুতরাং মনুষ্যের শরীর ঈশ্বরের সদৃশ হইতে পারে না। আর ইফিসীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌলের পত্রে লিখিত আছে, "সৎকর্ম্মে ও সত্য ধর্ম্মে ঈশ্বরের মূর্ত্তি অনুসারে সৃষ্ট যে নূতন স্বভাব তাহা গ্রহণ করিও।" অতএব, "ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতেই মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন," ইহার অর্থ এই, যেমন পরমেশ্বরের জ্ঞান ও পবিত্রতা ও প্রেম ও দানশীলতা ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি আছে, তেমন আদিতে মনুষ্য জ্ঞানবান ও পবিত্র ও প্রেমী ও দানশীল ছিল। আর, যাবৎ মনুষ্য নির্দোষ হইয়া রহিল, তাবৎ সে আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রেম করিত। এবং যদি সে ঈশ্বরহইতে পরাঙ্মুখ না হইত, তবে সদা প্রেমী থাকিত। কিন্তু যে অবধি মনুষ্যগণ শয়তানের পরামর্শ মানিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল, সেই অবধি তাহারা কঠিনান্তঃকরণ হইয়া তাঁহার প্রতি প্রেম করণে ক্ষান্ত হইল। তাহারা প্রভুকে কহে, "আমাদের নিকটহইতে দূর হও, আমরা তোমার পথ জানিতে চাহি না।" আর দেখ, দুষ্ট অন্তঃকরণ প্রযুক্ত মনুষ্যগণ পরস্পর প্রেম করে না। তীতের প্রতি পৌলের পত্রের ৩ অধ্যায়ের ৩ পদে কহে, "পূর্ব্বে আমরাও ঘৃণিত ও পরস্পর ঘৃণাকারী ছিলাম।" এই দেশীয় দেবপূজকেরা পরস্পর প্রেম করে না। ফলতঃ তাহাদের মধ্যে কতই ঘৃণা, দ্বেষ, কলহ, ও

নিন্দা আছে, তাহা কে না জানে? যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে না, সে প্রতিবাসিদিগকেও প্রেম করে না, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই, এবং সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোক ব্যতিরেকে আর কেহ পরমেশ্বরকে এবং মনুষ্যকে প্রেম করে না।

২। যদি বল, আমরা পাপী হইয়া কিরূপে ঈশ্বরকে ও মনুষ্যকে প্রেম করণে প্রবৃত্তি পাইব? তবে আমি কহি, শুন, "প্রেম সদাত্মার ফল," অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদাত্মা-হইতে জাত, সেই কোমল স্বভাব পাইয়া আপন সৃষ্টি-কর্ত্তাতে অনুরক্ত হয়। দেখ, "ঈশ্বর প্রথমে আমা-দিগকে প্রেম করিয়াছেন, এই জন্যে আমরাও তাঁহাকে প্রেম করি। তিনি জগতের প্রতি এমন দয়া করিলেন যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ুঃ পাইবে." যে জন যথার্থরূপে ইহা বুঝে, সে অবশ্যই পরমেশ্বরকে প্রেম করে। আর তাঁহার প্রতি আমাদিগের যে প্রেম তাহাই সদ্‌ব্যবহারের মূল কারণ হইয়াছে। দেখ, আমরা কোন ব্যক্তিকে প্রেম করিলে তাহার তুষ্টি জন্মাইতে সচেষ্ট হই, তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রেমকারিরা তাঁহার আজ্ঞা পালনে উদ্যোগী হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, "তাঁহার আজ্ঞানুসারে আমা-দের যে আচরণ, তাহাতেই প্রেম প্রকাশ পায়।"

৩। আর দেখ, যে কেহ ঈশ্বরকে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করে। ইহাতে শাস্ত্রীয় কথা শুন, "যে ব্যক্তি প্রেমের তত্ত্ব জানে না, সে ঈশ্বরের তত্ত্বও জানে না, যেহেতুক ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ।" সদাত্মা মনুষ্যদের অন্তঃ-

করণকে পরিস্কার করেন। এবং যদ্যপি স্বভাবতঃ তাহারা ঘৃণিত ও পরস্পর ঘৃণাকারী হয়, তথাপি সদাত্মাহইতে নির্ম্মল স্বভাব পাইলে পরস্পর প্রেমকারী হয়। ইহার প্রমাণ শুন, যথা, "যে জন নিজ ভ্রাতাকে ঘৃণা করিয়া আমি ঈশ্বরকে প্রেম করিতেছি, এমত কথা বলে, সে মিথ্যাবাদী।" অথচ, অন্য পদে লিখে, "যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকে প্রেম করুক, এই আজ্ঞা আমরা তাঁহাহইতে পাইয়াছি।" আর কথিত আছে, "আমরা যদি পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে থাকেন ও আমাদিগেতে তাঁহার প্রেম সিদ্ধ হয়।"

৪। অথচ, ঈশ্বরের প্রেমকারিরা তাঁহার সন্তানগণকে প্রেম করে। যোহন প্রেরিত কহেন, "যে প্রত্যেক জন জন্মদাতাকে প্রেম করে, সে তজ্জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে।" সুতরাং সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা বিশেষরূপে পরস্পর প্রেম করিয়া থাকে। দেখ, তাহারা সকলে ঈশ্বরহইতে জাত, এবং পরস্পরে পারমার্থিক ভাবে তাঁহার সাদৃশ্য দেখিতে পায়, এই জন্যে তাহারা পরস্পর প্রেমাসক্ত হয়। পূর্ব্বকালে খ্রীষ্টের শিষ্যগণ পরস্পর সম্পূর্ণরূপে প্রেম করিত। প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণেতে উক্ত আছে, "প্রত্যয়কারি লোকসমূহ একচিত্ত হইয়া থাকিল। তাহাদের মধ্যে কেহ নিজ সম্পত্তি আপনার জ্ঞান করিল না, কিন্তু তাহাদের সর্ব্বস্ব সাধারণে রহিল।" হায়২ হে প্রিয় পাঠকগণ, আমরা কি পর্য্যন্ত তাহাদের হইতে ভিন্ন হইতেছি! যদি বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পরস্পর প্রেম করিয়া ও একমনা হইয়া থাকিত, তবে তাহারা

গুরু যীশু খ্রীষ্টের যথার্থ শিষ্য হইত। তিনি কহেন, "আমি তোমাদের প্রতি যাদৃশ প্রেম করিলাম, তোমরাও পরস্পর তাদৃশ প্রেম কর, তোমাদিগকে এই এক নূতন আজ্ঞা দিতেছি।"

৩৮। বিবেচনা করিয়া দেখ, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম কেমন উত্তম। হিন্দু ধর্ম্মানুসারে যে কেহ সাধু সে অভিমানী হইয়া আপনার প্রতিবাসিকে কহে, "আমাহইতে দূর হও, আমার নিকটেও আসিও না, আমি তোমাহইতে পবিত্র।" কিন্তু সত্যধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, "প্রেম পরদ্বেষী নয়। প্রেম আত্মশ্লাঘা কি অহঙ্কার করে না।" এবং খ্রীষ্টের সত্য শিষ্যগণের মধ্যে এক জন সমাদরপূর্ব্বক অন্য জনকে প্রধান জ্ঞান করে। আর দেখ, দেবপূজকদিগের মধ্যে বিশেষ২ জাতি আছে। এবং এক জাতীয় লোক অন্য জাতীয় ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ শূদ্রকে হেয়জ্ঞান করে; ও শূদ্রদিগের মধ্যে জাতির প্রভেদ প্রযুক্ত কেহ২ পরের উপরে দর্প করে। বিচার করিয়া বুঝ, হিন্দু লোকদিগের মধ্যে জাতির যে বিশেষ, তাহা প্রেমনাশক ও অহঙ্কারজনক। আর জাতির উক্ত প্রভেদ হিন্দুশাস্ত্রে নিরূপিত আছে, সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরদত্ত নহে, ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রকাশ পাইতেছে। দেখ, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মেতে কোন বিশেষ জাতি নাই। এই বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বাক্য শুন, "তোমরা যিহুদী হও, কি অন্যদেশীয় হও, এবং মুক্ত হও, কি বন্দী হও, আর স্ত্রী হও, কি পুরুষ হও, তোমাদের পরস্পর কোন বিশেষ নাই;

যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত হওয়াতে তোমরা সকলেই এক।" খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রেমজনক বটে। যাদৃশ দেবপূজকেরা প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রেম করে না, তাদৃশ তাহাদের পরস্পরে প্রেম রাখা অসাধ্য। সদাত্মা খ্রীষ্টাশ্রিত লোক-দের অন্তঃকরণে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জন্মান, এই হেতুক তাহারা মনুষ্যদিগকেও প্রেম করে। আর তাহাদের মধ্যে যে জন প্রধান, সে অতিপ্রেমী এবং ভ্রাতৃগণের সেবক হয়। ভ্রাতৃস্নেহের বিষয়ে শাস্ত্রেতে অনেক উপ-দেশ আছে, যথা, "তোমাদের প্রেম কাপট্য রহিত হউক।" আর, "প্রেমের দ্বারা এক জন অন্যের সেবা কর, যেহেতুক 'পরকে আত্মতুল্য প্রেম কর,' এই এক আজ্ঞা পালন করিলে তাবৎ ব্যবস্থার পালন সিদ্ধি হয়।" অথচ, পিতর প্রেরিত কহেন, "পবিত্র অন্তঃকরণের সহিত দৃঢ়রূপে পরস্পর প্রেম কর।" আরও লিখে, "তোমরা পরস্পর প্রেম করিতে ঈশ্বরহইতে শিক্ষা পাই-য়াছ, তথাপি তোমরা আরও প্রেম বৃদ্ধি কর।

৬। অপর, সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোক কেবল ভ্রাতৃগণকে প্রেম করে তাহা নয়, বরং সে আপন বিপক্ষগণকেও প্রেম করে। এই বিষয়ে প্রভু যীশু নিজ শিষ্যদিগকে এক নূতন বিধি দিয়াছেন, যথা, "আপন প্রতিবাসির প্রতি প্রেম কর, কিন্তু শত্রুর প্রতি দ্বেষ কর, এই যে পূর্ব্বোক্ত কথা ইহাও তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহি-তেছি, তোমরা শত্রুদিগের প্রতি প্রেম কর, ও যাহারা তোমাদের প্রতি ঘৃণা করে, তাহাদেরও হিত কর, তাহাতে তোমাদের বড় ফল হইবে; এবং তোমরা ঈশ্বরের

সন্তান বিখ্যাত হইবা।” দেখ, আমরা পাপী অর্থাৎ ঈশ্বরের শত্রু হইলেও আমাদের নিমিত্তে ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট আপনার প্রাণ দিলেন, তাহাতে ঈশ্বর আমাদের প্রতি আপন আশ্চর্য্য প্রেম প্রকাশ করিলেন। আর খ্রীষ্ট দয়ালু হইয়া আপনার শত্রুগণের নিমিত্তেই মরিলেন, ইহা মনে রাখিয়া শত্রুগণকে প্রেম করা আমাদের উচিত কি না, এতদ্বিষয়ে বিবেচনা কর। যাহারা খ্রীষ্টের পশ্চাদ্গামী হয়, তাহারা আপনাদের নিন্দাকারিদিগকে, বিশেষতঃ প্রতিমাপূজকদিগকে প্রেম করিয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করে। যদি প্রভু যীশু মনুষ্যদিগকে রক্ষা করিতে এই জগতে না আসিতেন, তবে আমরা নিত্য২ ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র হইতাম, ইহা কখনো ভুলিও না। আর দেখ, যদি আমরা হিন্দুলোকদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্যে তাহাদের নিকটে না যাই, ও তাহাদিগকে প্রবৃত্তিজনক বাক্য না বলি, তবে তাহাদের পরিত্রাণ কিরূপে হইতে পারে? সকল মনুষ্য যেন ত্রাণ ও সত্য বাক্যের জ্ঞান পায়, এই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহা স্মরণ করিয়া আইস, আমরা হিন্দুলোকদিগকে শিখাইতে শ্রম করি, এবং সুযোগ পাইলে সকল লোকের, বিশেষতঃ বিশ্বাসকারি পরিবারের হিত করিতে সচেষ্ট হই।

৯। আর দেখ, যদি খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পরস্পর প্রকৃতরূপে প্রেম করিত, তবে তাহারা পরের উপকারার্থে নীচ কর্ম্মও করিতে সম্মত হইত। যোহনরচিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে, “যীশু প্রথমাবধি

যে আত্মীয় লোকদিগকে প্রেম করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে শেষপর্য্যন্তও প্রেম করিলেন; এবং ভোজনাসনহইতে উঠিয়া, গাত্রবস্ত্র খুলিয়া, একখান গামছা লইয়া, তদ্দ্বারা আপনার কটীবন্ধন করিলেন; পরে শিষ্যদের পা ধোয়াইয়া ঐ কটীবন্ধনের গামছাদ্বারা মুছিতে লাগিলেন। তাহার পরে তিনি কহিলেন, যদি আমি প্রভু ও গুরু হইয়া তোমাদের পা ধোয়াইলাম, তবে তোমাদেরও পরস্পর পা ধৌত করা উচিত"। বোধ হয়, এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কেবল অত্যল্প জন প্রভুর দৃষ্টান্তানুসারে ভ্রাতৃগণের পা ধোয়াইতে উদ্যত হয়। কখন২ কোন ভ্রাতা কি ভগিনী পীড়িত হইলেও তাহার খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুগণের মধ্যে কেহ২ তাহার সেবা করিতে অস্বীকার করে। কোন২ লোক নির্দয় হইয়া বলে, "আমি পীড়িত লোকের সেবা কেন করিব? আমার দুই তিন ছেলিয়া আছে; আর তাহাদেরই প্রতিপালন করা কি আবশ্যক নয়? কিছু টাকা না পাইলে আমি রোগি ব্যক্তির নিকটে থাকিব না।" ইহা বড় লজ্জাকর বটে, এবং এমত ব্যক্তি নিতান্ত প্রেমরহিত, এবং তাহার অন্তঃকরণে সদাত্মা অবশ্য থাকেন না। ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ শুন, "সাংসারিক ধনবান হইয়া আপন ভ্রাতার দীনতা দেখিলেও যদি কেহ তাহার প্রতি আপনার দয়ার রোধ করে, তবে তাহার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম কি প্রকারে থাকিতে পারে"?

৮। আর দেখ, কেহ২ আপনার ভ্রাতাকে নিন্দা করে; ও স্থানে২ গিয়া তাহার বিষয়ে দুর্ব্বাক্য কহে। এমত

অপরাধক লোক কি আপনার ভ্রাতৃগণকে প্রেম করে? তাহা নয়, সে বরং তাহাদের ঘৃণাকারী হয়। হিতোপদেশ পুস্তকে উক্ত আছে, "যাহার প্রেম গুণ থাকে, সে পরের দোষ সকল লুকায়।" এবং পিতর প্রেরিত সেইরূপ উপদেশ দেন, যথা, "আপনাদের মধ্যে পরস্পর দৃঢ়রূপে প্রেম কর, কেননা প্রেম বহুপাপের আচ্ছাদন করে।" দেখ, ভ্রাতৃগণের পরস্পর প্রেম না থাকিলে তাহাদের মধ্যে নিত্য ২ বিরোধ হইবে। সাংসারিক ধন অপেক্ষা প্রেম ভাল বটে, ও যেখানে প্রেম সেখানে আহ্লাদ ও সুখ থাকে। সলিমান রাজা যথার্থরূপে কহেন, "দ্বেষভাবে পুষ্টপশু ভোজন করা অপেক্ষা প্রেমেতে শাকমাত্র খাওয়াও ভাল।" হে বিবেচক লোক সকল, যদ্যপি কেহ ২ অন্য জন অপেক্ষা ধনী, কি জ্ঞানী, কি সুখ্যাত হইতে চেষ্টা করে, তথাপি তোমরা সুবুদ্ধি মনুষ্যের ন্যায়, অতিশয় প্রেমী হইতে উদ্যোগী হও। আর "কেবল বাচনিক ও মৌখিক প্রেম না করিয়া, কার্য্যেতে ও সত্যতাতে প্রেম কর।"

৯। অবশেষে মনে রাখ, "প্রেমের লোপ কদাচ হইবে না; এখন প্রত্যয়, ও প্রত্যাশা, ও প্রেম, এই যে তিন বর্ত্তমান আছে ইহাদের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।" অতএব হে প্রিয় পাত্রেরা খ্রীষ্টের ব্যবহার বিষয়ে বিবেচনা করিয়া, ও ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিয়া যাহাতে আমাদের সকলের নির্ব্বিরোধ ও পরস্পর প্রেম থাকে, এমত চেষ্টা কর। "প্রেম সদাত্মার ফল," এবং প্রার্থনাদ্বারা আমরা সদাত্মাকে পাইতে পারি, ইহা নিশ্চয় জানিয়া আইস

আমরা অনবরত এইরূপ প্রার্থনা করি, যথা, হে পরম প্রভো, প্রেম না থাকিলে আমাদের কার্য্য সকল নিষ্ফল, ইহা তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ; অতএব আপন সদাত্মা পাঠাইয়া অত্যুত্তম প্রেমদান অর্থাৎ সম্মিলন ও তাবৎ পুণ্যকর্ম্মের বন্ধনরূপ যে প্রেম, তাহা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্তে আমাদের হৃদয়ে স্থাপিত করহ।

গীত।

আইস প্রেম করি মোরা সকলে
যে প্রেমেতে যীশু প্রাণ দিলেন অবহেলে।

১ মর্ত্ত্যে প্রেম বৃক্ষ মূল জগৎ ব্যাপিয়া ডাল
স্বর্গে পাবে মহাফল প্রত্যয় বারি দিলে।

২ প্রেমের কি কব গুণ নির্গুণেরে দেয় গুণ
বিনাশয়ে তমোগুণ মনে উদয় হইলে।

৩ প্রেমানন্দে কর গান প্রেম সুধা কর পান
তবে পাবে পরিত্রাণ নরক অনলে।

৫ উপদেশ।

শয়তানের গুণ ও কর্ম্মের বিবরণ।

তোমাদের বিপক্ষ শয়তান সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহা অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, অতএব তোমরা জাগরিত হইয়া সাবধান থাক। ১ পিতর ৫. ৮।

এই জগতের মধ্যে পাপ আছে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পাপ কি প্রকারে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবিষয়ে কেহ২ মিথ্যা করিয়া বলে, পাপ ঈশ্বরহইতে হয়। বিচার করিয়া দেখ, পরমেশ্বর নিতান্তই পবিত্রময়, আর তাঁহাতে পাপের লেশও নাই; এবং যে জন পাপ কর্ম্ম করে, সে তাঁহার দৃষ্টিতে সমপূর্ণরূপে ঘৃণিত। ঈশ্বর পাপকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন ইহার প্রমাণ এই, তিনি পাপের বিনাশ করিবার জন্যে মৃত্যুভোগ পর্য্যন্ত আপন প্রিয় পুত্রকে প্রদান করিলেন। আর যদি সূর্য্য অন্ধকারকে জন্মাইতে পারে, তবে ঈশ্বর পাপের আকর হইতে পারেন, অর্থাৎ কোন রূপে পারেন না। এবং পাপ ঈশ্বরহইতে হয়, যে জন এই কথা বলে, সে যথার্থ যুক্তি ও

ধর্ম্মশাস্ত্র এই উভয়েতে ঈশ্বরনিন্দক খ্যাত হয়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া বুঝ, পাপকর্ম্মের এক জন উৎপাদক আছে; তাহার নাম শয়তান্। যোহন প্রেরিত কহেন, "যে কেহ পাপাচরণ করে, সে শয়তানের সন্তান হয়। শয়তান্ প্রথমাবধি পাপ করিয়া আসিতেছে।"

১। শয়তান্ কে? এবং তাহার গুণ ও কর্ম্ম কিং প্রকার? ইহার সংক্ষেপ বিবরণ কহি, নম্র ও মনোযোগী হইয়া শুন। শয়তান্ শব্দের অর্থ বিপক্ষ, এবং এই নামে খ্যাত যে দুষ্ট আত্মা, সে ঈশ্বরের ও মনুষ্যের মহাবিপক্ষ হয় বটে। শয়তান্ শক্তিমান্ ও চতুর ও দ্বেষি পাপাত্মা, এবং ধর্ম্মপুস্তকে তাহার অনেক নাম আছে, যথা, "প্রথমাবধি নরহত্যাকারী," "বিনাশক," "ভ্রাতৃগণের অপবাদক," "তাবৎ জগদ্ভ্রামক," "জগৎপতি," "অনাজ্ঞাবহ লোকদের উপরে এখন কর্ত্তৃত্ব করিতেছে যে আত্মা," "মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার উৎপাদক," ইত্যাদি। এই সকল নাম ভয়ানক বটে। এবং শয়তান বড় দুরাচার ও পরাক্রান্ত ও মনুষ্যদিগের অমঙ্গল চেষ্টাকারী, ও তাহাদের হিংসা করণেতে তুষ্ট হয়, আর দুষ্টাচরণ করণে জগৎস্থ লোকদের অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি জন্মায়, ইহার প্রমাণ উক্ত নামহইতে প্রকাশ পায়। আর ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, "শয়তানের প্রবঞ্চনাতে হবা নাম্নী আদমের স্ত্রী প্রবঞ্চিতা হইয়াছিল।" এবং প্রভু যীশুকে পরহস্তগত করিতে যিহূদা নামে এক জনের অন্তঃকরণে শয়তান কুপ্রবৃত্তি দিল। অথচ, পিতর প্রেরিত অননিয় নামে এক জন মিথ্যাবাদিকে কহিল, "হে অননিয়,

মিথ্যা কথা কহিতে শয়তান কেন তোমার অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি দিয়াছে?"

২। আর বিবেচনা কর, যেমন শয়তান প্রভু যীশুকে পরীক্ষা করিল, তদ্রূপ খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা শয়তানের আক্রমণদ্বারা বার২ ক্লেশ পায়। মথি লিখিত সুসমাচারে উক্ত আছে, "যীশু শয়তানকর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবার জন্যে আত্মাদ্বারা প্রান্তরে আকর্ষিত হইলেন।" এবং পৌল প্রেরিত কহেন, "আমরা কেবল রক্তমাংস বিশিষ্টদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া প্রধান ও পরাক্রমি ভূতদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছি।" পৌল আরও কহেন, "শয়তানের দূতস্বরূপ এক কণ্টক আমার শরীরে বিদ্ধ করিতে দত্ত হইল।" এবং আমার মূল বচনেতে লিখিত আছে, "শয়তান সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে।" আর যোহনের প্রথম পত্রে বলেন, "আমরা ঈশ্বরহইতে জাত, তদ্ভিন্ন তাবৎ জগজ্জন পাপাত্মার অধীন হইয়া থাকে।" অথচ, মনোযোগ করিয়া দেখ, শয়তান বড় খল, ও শঠ, ও আপনার ইচ্ছা সিদ্ধি করিবার নিমিত্তে নানাবিধ কল্পনা করে। কোন২ সময়ে সে গর্জ্জনকারি সিংহস্বরূপ হইয়া প্রবলরূপে ঈশ্বরের লোকদিগকে তাড়না করিতে মনুষ্যদিগকে কুপ্রবৃত্তি দেয়। আর সে কখন২ প্রতারকের বেশ ধরিয়া কোন২ লোককে বাক্ছলে বশ করিয়া বিপথে চলায়। দেখ, সে হবাকে কহিল, "তোমরা অবশ্য মরিবা না, বরং যে দিনে উদ্যানের মধ্যস্থিত বৃক্ষের ফল

খাইবা, সেই দিনে তোমাদের চক্ষুঃ প্রকাশ হইবে ঈশ্বরের ন্যায় ভাল মন্দ জ্ঞান পাইবা, ইহা ঈশ্বর জানেন।" অপর, শয়তান কখন২ মনুষ্যদের মনে ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দেহ ও নিন্দারূপ চিন্তা জন্মায়। সে কখন২ ভ্রান্তিজনক যুক্তিবাদ করে, ও কখন২ শারীরিক সুখাভিলাষের, ও চক্ষুর সুখাভিলাষের, ও ঐহিক গর্ব্বের প্রবলতাতে মন্দভাবে মনুষ্যদিগকে প্রবৃত্তি দেয়। এবং শয়তানের প্রবঞ্চনাতে মনুষ্যগণ কোন২ সময়ে মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ বলে, এবং আলোকে অন্ধকার ও অন্ধকারকে আলো, এবং মিষ্টকে তিক্ত ও তিক্তকে মিষ্ট জ্ঞান করে।

৩। অথচ, শয়তান পুনঃ২ স্বর্গীয় দূতের মূর্ত্তি ধরে। ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, "শয়তানই তেজস্বি দূতের বেশধারী হইলে, তাহার সেবকেরা যদি ধার্ম্মিক সেবকদের বেশধারী হয়, এ বড় আশ্চর্য্য নহে।" দেখ, সে দীপ্তিমান্ দূতের ন্যায় হইয়া প্রভুকে ভুলাইতে উদ্যোগ করিল। সে প্রভুর শক্তির প্রকাশ দেখিতে চাহিল, ইহা শঠতা পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে স্বীকার করিয়া সে যীশুকে কহিল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে আজ্ঞাদ্বারা এই প্রস্তর গুলাকে রুটী কর।" আর সে ভবিষ্যদ্বাক্যের সিদ্ধি দেখিতে চাহিল, ইহা প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া সে প্রভুকে পরাভব করিতে চেষ্টিত হইল। দেখ, সে যীশুকে মন্দিরের এক চূড়ার উপরে রাখিয়া কহিল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে ইহার নীচে পড়, কেননা এমন লেখা আছে, পাথরের উপরে তোমার পায়ে যেন

আঘাত না লাগে, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিতে আপন দূতগণকে আজ্ঞা করিবেন।” আর স্মরণ করিয়া দেখ, শয়তান ইস্রায়েল লোকদের প্রতিকূলে উঠিয়া তাহাদিগকে গণিতে দায়ূদকে প্রবৃত্ত করিল; তাহাতে দায়ূদ ও ইস্রায়েল লোকেরা ভারি বিপদে পড়িল, কারণ পরমেশ্বর তাহাদের উপরে মড়ক পাঠাইলেন, ও তাহাতে সত্তরি সহস্র জন মরিল। (১ বংশাবলি ২১, ১-১৪)। আর, সে পূর্ব্বকালে সাধু আয়ূবের অপবাদক হইয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে কহিল, তুমি যদি হস্ত প্রসারিয়া আয়ূবের হাড় ও মাংসের হানি কর, তবে সে কি তোমার দৃষ্টিতে তোমাকে অস্বীকার করিবে না? পরে সে ঈশ্বরের অনুমতি পাইয়া আয়ূবের পরীক্ষা লইতে তাহার আপাদমস্তকে মহাজ্বালাকারি ফোড়া জন্মাইল, তাহাতে আয়ূব অতিশয় দুঃখিত হইল। (আয়ূব ২, ৫-৭) সুতরাং শয়তান ভ্রাতৃগণের অপবাদক যথার্থরূপে খ্যাত হয়। অথচ, কেহ ২ ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া তাহা ভুলিয়া যায়, ও তাহাহইতে কোন লাভ পায় না, ইহার কারণ কি? প্রভু কহেন, “বাক্য শুনিবামাত্র শয়তান শীঘ্র আসিয়া তাহাদের মনহইতে উক্ত বাক্য হরণ করিয়া লয়।” অথচ, কোন দিনে প্রভু শিমোনকে কহিলেন, “হে শিমোন, চালুনীতে যেমন ধান্যকে নাচায়, তদ্রূপ শয়তান তোমাকে নাচাইতে চেষ্টা করে।” অতএব শয়তান বিশেষরূপে খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে জয় করিতে যত্নবান্ হয়, শিমোনের প্রতি প্রভুর উক্ত কথাদ্বারা আমরা ইহার শিক্ষা পাই। আর দেখ, পৌল প্রেরিত তিমথির প্রতি

প্রথম পত্রে বলেন, "কতক বিধবা এখনি শয়তানের পশ্চাদ্গামিনী হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা ঘরে২ ভ্রমণ করিয়া অলসা হয়; তাহা কেবল নহে, আরো ক্রমে২ কুগল্প ও অনধিকার চর্চ্চা করিয়া অনুপযুক্ত কথা কহে।"

৪। শয়তান সমস্তই খ্রীষ্টীয়ান লোকের পরীক্ষা লয়। সে কখন২ তাহাদিগকে অহঙ্কারী ও লোভী হইতে প্রবৃত্ত করে, ও বার২ প্রার্থনা সময়ে তাহাদের মনকে কাতর করিয়া পরমেশ্বরের নিকটহইতে তাহাদিগকে দূর করিতে উদ্যোগী হয়। ফলতঃ সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালে শয়তানের ফাঁদে আমরা পড়িতে পারি। এবং পথে যাইতে২ ও ঘরে থাকিতে২ ও বন্ধুগণের সহিত আলাপ করিতে২ ও পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে২ আমরা শয়তানের প্রবঞ্চনাতে বঞ্চিত হইতে পারি। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মনোযোগ করিয়া দেখ, বঙ্গদেশে শয়তানের সিংহাসন বিশেষরূপে স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিমাপূজা শয়তানের পরম উৎকৃষ্ট কর্ম্ম বটে, এবং দেবপূজকেরা তাহার ইচ্ছানুসারে মোহ জালেতে বদ্ধ হয়। সে তাহাদের অন্তঃকরণেতে কর্ত্তৃত্ব করে, ও তাহারা সম্পূর্ণরূপে তাহার বশীভূত হয়। দেখ, ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, "যাহার আজ্ঞাপালনে আপনাদিগকে সমর্পণ কর তাহারি দাস হও।" তবে দেখ, দেবপূজকেরা শয়তানের আজ্ঞা পালনে আপনাদিগকে সমর্পণ করে, অতএব তাহারা শয়তানের দাস কি না? তাহারা দাস বটে। হে প্রিয় পাঠক, যদি তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহে পুতুলাপূজাহইতে বিমুখ হইয়া সত্য ঈশ্বরের

সেবাতে আসক্ত হও, তবে দর্প করিও না, বরং নম্রতা-পূর্ব্বক তাঁহার ধন্যবাদ কর। এবং শয়তানহইতে যেন বঞ্চিত না হও, এই জন্যে প্রার্থনা কর; তাহার কল্পনা তুমি অজ্ঞাত নহ। যদ্যপি দেবপূজাহইতে পরাঙ্মুখ হও, তথাপি শয়তান তোমাকে মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে চেষ্টা করিবে। অতএব তাহাকে পরাজয় করিবার উপায় কি? ইহা বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক।

৫। দেখ মূলবচনে লেখা আছে, "জাগরিত হইয়া সাবধান থাক।" আর প্রভু আপনি শিষ্যগণকে কহিলেন, "যেন পরীক্ষাতে না পড় এই জন্যে জাগ, এবং প্রার্থনা কর, আত্মা উদ্যুক্ত বটে কিন্তু শরীর দুর্ব্বল।" যদি কোন লোক শত্রুর আগমন অপেক্ষা করে, তবে সে কি নিদ্রিত হইয়া থাকে? অথবা আপনার রক্ষা বিষয়ে অমনো-যোগী হইয়া কৌতুকে মগ্ন হইয়া রহে? তাহা নয়, বরং সচেতন হইয়া বৈরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অবশ্য সত্বর হইয়া থাকে। ইহাতে প্রভু কহেন, "কোন্ ক্ষণে চোর আসিবে, তাহা যদি গৃহস্বামী জানিতে পারে, তবে সে অবশ্য জাগরিত থাকিয়া নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দেয় না। আর দেখ, জ্ঞানি মনুষ্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করণার্থে সজ্জা গ্রহণ করে; অর্থাৎ খড়্গ, ও ঢাল, ও বড়্শা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া রণস্থলে যায়। তবে দেখ, খ্রীষ্টীয়ান লোক-দের কাছে কি অস্ত্রশস্ত্র নাই? তাহাদের নিমিত্তে ঈশ্বর আপনি উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র যোগাইয়াছেন বটে। ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, "যে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আমরা যুদ্ধ করি সে সাংসারিক নহে, কিন্তু দুর্গ ভাঙ্গিবার নিমিত্তে ঈশ্ব-

রের দ্বারা প্রবল হইতেছে”। খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা শয়তানের সহিত যুদ্ধ করিলে আপনাদের নিজ শক্তিতে জয়ী হইতে পারে না।অতএব পৌল প্রেরিত এই সুশিক্ষা দেন, যথা, “শয়তানের নানাবিধ খলতা নিবারণ করিতে পারক হইবার জন্যে ঈশ্বরদত্ত সজ্জাতে সুসজ্জ হও।” যদি বল, ঈশ্বরদত্ত সজ্জা কিরূপ? তবে শুন, আমাদের কটীবন্ধনী সত্যতা, বুকপাটা পুণ্য, যাহাতে পাপাত্মার অগ্নিবাণ সকল নিবারণ করিতে পারি এমত ঢালস্বরূপ বিশ্বাস, টুপী পরিত্রাণের প্রত্যাশা, ও খড়্গ ঈশ্বরের বাক্য। হে প্রিয় লোক, বিচার করিয়া বল, যে জন এই প্রকার সজ্জাবিশিষ্ট হয় সে জয়ী হইবে কি না? সে অবশ্যই জয়ী। কিন্তু স্মরণ কর, যদি কেহ নিশ্চিন্ত ও অবিশ্বাসী হইয়া উক্ত সজ্জা না লয়, তবে সে অবশ্যই পরাস্ত হইবে; এই হেতুক তোমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরদত্ত সজ্জাবিশিষ্ট হও; বিশেষতঃ তাঁহার বাক্যরূপ খড়্গ ধর। তাহাতে প্রভু যীশু যেমন সেই খড়্গদ্বারা শয়তানকে জয় করিলেন, তেমনি তোমরাও তাহাকে পরাজয় করিতে পারিবা। পরমেশ্বর তোমাদের পক্ষে আছেন; ও তিনি সহায় থাকিলে তোমাদের কিছু হানি হইবে না, তাহা মনে২ স্থির করিয়া সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ কর।

৬। অথচ, ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে, “শয়তানকে নিবারণ কর, তাহাতে সে তোমাদের নিকটহইতে পলাইবে।” অন্য স্থানে আমরা এই আজ্ঞা পাই, যথা, “শয়তানকে স্থান দিও না।” আর প্রভু আপনি

বলেন, "এই জগৎপতি আসিতেছে, কিন্তু আমার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই"। অতএব হে প্রিয়পাত্রেরা, তোমরা শয়তানের সহিত সন্ধি করিও না, এবং যুদ্ধ করণে বিরাম করিও না, বরং ঈশ্বরের পরাক্রম ও সাহায্যেতে ভরসা রাখিয়া ও খ্রীষ্টের ধর্ম্মে স্থির হইয়া যত্নবান্ হও, এবং এক নিমেষ পর্য্যন্ত উক্ত প্রধান শত্রুর কুপরামর্শকে মনে স্থান দিও না। দেখ, প্রভু যীশু সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাপ ছিলেন, এই নিমিত্তে তিনি অনায়াসে শয়তানকে জয় করিলেন। এবং "আমাদের সহিত শয়তানের কোন সম্বন্ধ নাই," এই কথা যদি আমরা সত্যরূপে কহিতে পারিতাম, তবে নিতান্তই জয়ী হইতাম, আর আমাদের চিন্তা ও কথা ও ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। ফলতঃ পাপের ছায়াহইতে দূরে থাকা এবং মনকে সুনিয়মে রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। যাহার মন ভালরূপে শাসিত না হয়, সে সহজে শয়তানের ফাঁদে পড়ে, আর যখন কোন লোকের মন শূন্য হয়, তখন শয়তান তাহাকে পূর্ণ করে। বিশেষতঃ অলস জনকে কুকার্য্য করাইতে সে সদা উদ্যত হয়। কিন্তু যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে সতত প্রবৃত্ত থাকে, সে শয়তানের অগ্নিবাণহইতে প্রায় রক্ষিত হয়; অথবা উক্ত বাণ তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইলেও সে অক্লেশে তাহা ভাঙ্গিতে পারে।

৭। আর মনোযোগ কর, শয়তানের শক্তির বিনাশার্থে প্রভু যীশু এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। দেখ, সত্তর জন শিষ্য আনন্দেতে তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,

"হে প্রভো আপনকার নামদ্বারা ভূতগণও আমাদের বশীভূত হয়।" তখন তিনি কহিলেন, "স্বর্গহইতে বিদ্যুতের ন্যায় শয়তানকে অধঃপতিত হইতে দেখিলাম।" (লূক ১০. ১৭,১৮) অর্থাৎ খ্রীষ্টের আগমন হওয়াতে শয়তানের বিনাশ হইবে। অতএব যদ্যপি সে কিঞ্চিৎকাল পর্য্যন্ত এই জগতে রাজত্ব করে, তথাপি তাহার সর্ব্বনাশ শীঘ্র ঘটিবে। প্রভু শয়তানকে ধরিয়া শীঘ্র অগাধ কুণ্ডের মধ্যে ফেলিবেন, ইহা মনে করিয়া ক্লান্ত হইও না। পৌল প্রেরিত কহেন, "ঈশ্বর তোমাদের পদতলে শয়তানকে অবিলম্বে দলিত করিবেন।" তিনি আরও বলেন, "ঈশ্বর তোমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত পরীক্ষাতে তোমাদিগকে পড়িতে দিবেন না। অতএব এই প্রতিজ্ঞাতে বিশ্বাস রাখিয়া আনন্দ কর। আর আমাদের আশ্বাস জন্মাইবার জন্যে যাকূব এই কথা লিখেন, যথা, "যে জন পরীক্ষা সহে সে ধন্য, কেননা পরীক্ষিত হইলে পর প্রভু আপন প্রেমকারিদিগকে যে জীবনরূপ মুকুট দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সে ঐ মুকুট পাইবে।"

৮। আমার শেষ কথা এই, যেমন আমরা শয়তানের সহিত যুদ্ধ করি, তেমন আমাদের জগন্নিবাসি ভ্রাতৃগণও তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে, ইহা মনে রাখা উচিত। বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি কোন ব্যক্তি একলা হইয়া হিংসুক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করে, তবে সে কখন২ নিরাশ হইয়া ক্ষান্ত হইতে পারে। কিন্তু বহুজন একত্র হইয়া যুদ্ধ করিলে প্রত্যেক জন পরের পুরুষার্থ দেখিয়া সাহসিক হয়। দেখ, খ্রীষ্টীয়ান লোকসমূহ সৈন্য-

স্বরূপ। প্রভু যীশু তাহাদের সেনাপতি, এবং সকলেই শয়তান ও তাহার অসংখ্য দূতগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইহা জানিয়া আইস, আমরা যীশু খ্রীষ্টের উত্তম যোদ্ধার ন্যায় ক্লেশ সহ্য করি। তাহাতে খ্রীষ্টের নিপুণতা ও পরাক্রমদ্বারা আমরা ত্বরায় জয়ধ্বনি পূর্ব্বক কহিব, যে ঈশ্বর প্রভুর দ্বারা আমাদিগকে জয়ী করিয়াছেন, তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

৬ উপদেশ।

বিশ্রাম দিনের তাৎপর্য্য।

সপ্তমদিনে ঈশ্বর আপন কৃত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া আপন কৃত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন। এবং ঐ দিন সমস্ত সৃষ্ট ও কৃত কার্য্যহইতে বিশ্রামের দিন হওয়াতে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিয়া ঐ সপ্তম দিনকে পবিত্র করিলেন। আদিপুস্তক ২.২.৩.।

পরমেশ্বর ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হইলেন। এবং সেই দিবসে সামান্য ব্যবসায় না মানিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে সমস্ত লোককে আজ্ঞা দিলেন, যথা, "ছয় দিন শ্রম করত ব্যবসায়াদি সমস্ত কর্ম্ম কর। কিন্তু সপ্তম দিনে তুমি, কি তোমার পুত্র, কি কন্যা, কি দাস, কি দাসী, কি পশু, কি দ্বারবর্ত্তি বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও না।" পরমেশ্বর মনুষ্যদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তাঁহার শক্তিতে আমরা জীবিত থাকি, এই নিমিত্তে প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু আহারাদি পাইবার জন্যে পৃথিবীস্থ লোকদিগকে অনেক শ্রম করিতে হইবে, ইহা জানিয়া পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম্ম সাধন করণার্থে ছয় দিনকে নিরূপণ করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক সপ্তম দিবসে মনুষ্যগণকে বিশ্রাম করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্যেরা সাংসারিক বিষয়ে অতিশয় ব্যস্ত হয়, সুতরাং যদ্যপি ঈশ্বর কোন বিশ্রাম দিবসকে

নিরূপণ না করিতেন, তবে প্রায় সকল লোক আপনাদের সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভুলিয়া যাইত।

১। বিশ্রাম দিন কেন নিরূপিত হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে প্রথমে বিবেচনা কর। দেখ, মনুষ্যদিগের মনে জগতের সৃষ্টির স্মরণ রক্ষা করণার্থে সে দিবস পবিত্ররূপে নিরূপিত হইয়াছে। আমরা পরমেশ্বরের সৃষ্টবস্তু, ও তাঁহার অধীন, ও তাঁহার দানে প্রতিপালিত, ও তাঁহার নিকটে আমাদিগকে হিসাব দিতে হইবে, এই ২ বিষয়ে আমরা বিশ্রামদিনে বিশেষরূপে মনে২ ভাবনা করি। প্রভুর অবতারের পূর্ব্বে ভক্ত লোকেরা সপ্তম দিন, অর্থাৎ শনিবারে বিশ্রাম করিত, যেহেতুক ঈশ্বর সে দিবসে আপন কৃত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা সপ্তাহের প্রথম দিন, অর্থাৎ রবিবারকে ধর্ম্মজ্ঞানে পালন করে, কারণ সে দিবসে প্রভু যীশু কবরহইতে উঠিয়া তাহাদের পরিত্রাণের সিদ্ধি করিলেন। অতএব খ্রীষ্টের পুনরুত্থান অবধি বিশ্রাম দিনের দ্বিগুণ তাৎপর্য্য হইয়াছে, যথা জগতের সৃষ্টির ও খ্রীষ্টের গৌরবযুক্ত পুনরুত্থানের স্মরণার্থে আমরা সেই দিনকে ধর্ম্মজ্ঞানে মানি। আর মনুষ্যদের পরিত্রাণ করিবার নিমিত্তে প্রভু যীশু যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা আমরা ঐ দিবসে বিশেষরূপে মনে করি। প্রভু কবরহইতে উঠিয়া বার২ সপ্তাহের প্রথম দিবসে আপনার শিষ্যগণের নিকটে দর্শন দিলেন। যোহন রচিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ের ১৯ পদে উক্ত আছে, "সপ্তাহের প্রথম দিবসে সন্ধ্যার সময়ে শিষ্যগণ একত্র থাকাতে, যীশু

তাহাদিগের মধ্যস্থানে দাড়াইয়া কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক।" এবং তাঁহার পুনরুত্থান অবধি এখন পর্য্যন্ত প্রায় সকল খ্রীষ্টীয়ান লোক সপ্তম দিবসের পরিবর্ত্তে সপ্তাহের প্রথম দিবসে সভা করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে। প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণের ২০ অধ্যায়ের ৭ পদে বলেন, "সপ্তাহের প্রথম দিনে শিষ্যেরা ভোজন করিতে, অর্থাৎ প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিতে একত্র হইল।" আর করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি ১ পত্রের ১৬ অধ্যায়ের ২ পদে কহেন, "তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ লাভানুসারে ধন সঞ্চয় করিয়া সপ্তাহের প্রথম দিনে আপনাদের নিকটে কিছু২ রাখ।" আর দেখ, সপ্তাহের প্রথম দিবসে প্রভুর পুনরুত্থানের স্মরণার্থে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা উৎসব করিত, এই প্রযুক্ত ঐ দিবস প্রভুর দিন নামে খ্যাত হয়, যথা যোহন প্রেরিত বলেন, "প্রভুর দিনে আমি আত্মাতে আবিষ্ট ছিলাম," (প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য ১. ১০।) আর যদ্যপি আমরা সপ্তম দিনে নয়, বরং সপ্তাহের প্রথম দিনে বিশ্রাম করি, তথাপি ঈশ্বরের অভিমতানুসারে আমাদের সময়ের সপ্তম ভাগকে আমরা তাঁহার আরাধনার্থে নিযুক্ত করি।

২। আর বিবেচনা করিয়া বুঝ, পরমেশ্বরের গৌরব যেন প্রকাশ পায় এই অভিপ্রায়ে তিনি বিশ্রামদিনকে স্থাপিত করিলেন। ঐ সময়ে সকল লোক ঈশ্বরের সেবা করণের সুযোগ পায়। এবং যদি তিনি প্রার্থনাদি করিবার জন্যে বিশেষকাল নিরূপিত না করিতেন, তবে এই

বিষয়ে মনুষ্যদের মধ্যে সম্মতি হইত না। ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য বটে, যদ্যপি বিশ্বাসিরা ইহা স্বীকার করিত, তথাপি তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক জন আপন২ ইচ্ছা ও অবকাশ অনুসারে তাঁহার উপাসনা করিত। ফলতঃ মনুষ্যগণ সভা করিয়া এক সময়ে তাঁহার আরাধনা করিত না। কিন্তু এক পবিত্র বিশেষ দিন নিরূপিত হওয়াতে সমস্ত ধার্ম্মিক লোক এক কালে ঈশ্বরের আরাধনা করে, ও ঘোষণাকারিদের মুখহইতে তাঁহার বাক্য শুনিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়; তাহা কেবল নয়, বরং এই প্রকারে ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, ও সমুদয় ভূমণ্ডলস্থ লোকের কাছে তাঁহার নাম বিখ্যাত হয়, ও ইহাতে পৃথিবীতে সত্য ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়।

৩। অথচ, মনুষ্যদিগের পরম মঙ্গলের নিমিত্তে বিশ্রাম দিন স্থাপিত হইয়াছে। দেখ, ঐ দিনে বিশ্রাম করাতে আমাদের দুর্ব্বল শরীর সবল হয়। মনুষ্যেরা শ্রম করত শীঘ্র ক্লান্ত হয়, এবং যদি তাহারা কোন বিশেষ কালে বিশ্রাম না করে, তবে ত্বরায় কার্য্য করিতে পারে না। অতএব বিশ্রামবারে সাংসারিক কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত হইলে মনুষ্যেরা শারীরিক লাভ পায়। আর বিশেষতঃ ঐ দিবসে বিশ্বাসিদের আত্মা মহাফল প্রাপ্ত হয়। কেননা তাহারা ঐ সময়ে সাংসারিক চিন্তা ছাড়িয়া পারমার্থিক বিষয়ে মনোনিবেশ করে, ও তাহাতে ঈশ্বরের সহিত তাহাদিগের মানসিক আলাপ হয়। আর তাহারা বিশ্রামবারে ভক্ত লোকদের জন্যে স্বর্গেতে যে বিশ্রাম

থাকে, তাহা মনে করিয়া আনন্দিত হয়। সপ্তাহের ছয় দিনে নানা প্রকার কর্ম্ম প্রযুক্ত ভক্ত লোক স্বর্গীয় বিশ্রাম বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবেচনা মাত্র করিতে পারে. কিন্তু প্রভুর দিবসে সে স্বর্গীয় বিশ্রাম বিশেষরূপে মনে করিয়া সাহস পায়। "আমি এই জগতে বিদেশী; আমি স্বর্গহইতে দূরে আছি; এবং যাবৎ আমি এই বনরূপ জগতে থাকি, তাবৎ আমাকে নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, ইহা আমি জানি, কিন্তু পৃথিবীহইতে গেলে, আমি শীঘ্র স্বর্গেতে বিশ্রাম পাইব, ও যে স্থানে দুষ্টগণ ক্লেশ দেয় না, ও শ্রান্তেরা বিশ্রাম পায়, সে স্থানে আমি ত্বরায় পৌঁছিব," প্রত্যেক সাধু লোক বিশ্রামবারে এই আশ্বাসদায়ক বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হয়।

৪। বিশ্রাম দিনে কোন সামান্য কর্ম্ম করিতে ঈশ্বর আমাদিগকে বারণ করিয়াছেন, যথা, "সপ্তম দিবসে তুমি কোন প্রকার কর্ম্ম করিবা না। যেহেতুক পরম প্রভু ছয় দিবসের মধ্যে স্বর্গ ও সমুদ্র ও তাহাদের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন।" যাহারা আপনাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান লোক বলে, তাহাদের মধ্যে কেহ২ ঐ দিবসে বাজারে গিয়া কোন২ দ্রব্য কিনে, ও ঘরে আইলে প্রায় সমস্ত দিনে রন্ধন করিয়া আহার করে, ও তামাকু আদি খায়, আর কিছু করে না। যাহারা এইরূপ কুব্যবহার করে, তাহারা ঈশ্বরের উক্ত আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী বটে। কোন২ মহাজন ঐ দিবসে আপনার খাতা দেখিয়া লাভালাভের বিষয়ে

চিন্তা করে। আর২ লোক আপন২ বন্ধুগণকে কোন সমাচার দিবার জন্যে পত্র লিখে। কেহ২ মিত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐহিক বিষয়ে গল্প করে। আর২ জন কৌতুক দেখিবার জন্যে ঐ দিবসে গাড়ীতে চড়িয়া সাংসারিক সুখস্থানে যায়। এই২ সকল লোক বিশ্রামবারকে অশুচি করাতে ঈশ্বরের ক্রোধ জন্মায়। আর দেখ, বিশ্রামবারে সাংসারিক চিন্তাও করা অনুপযুক্ত। আমি কি প্রকারে ধন পাইব? আমি কালি কোন কার্য্য পাইবার জন্যে অমুক স্থানে যাইব ইত্যাদি, যে জন বিশ্রামবারে এই সকল বিষয়ে ব্যস্ত হয়, সে নিষিদ্ধ ব্যবহার করে, আর যে কেহ ঐ দিনে কোন সাংসারিক বিষয়ক ইতিহাস পড়ে, বা সামান্য কথোপকথন করে, সেও ধর্ম্মজ্ঞানে বিশ্রামবারকে মানে না।

৫। প্রভুর দিনে যে২ সৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখি, মন দিয়া শুন। প্রথমে ঈশ্বরের প্রতি প্রচুর প্রার্থনা করিতে হয়। প্রতিদিনই প্রার্থনা করা আবশ্যক বটে, কিন্তু প্রভুর দিনে প্রচুর প্রার্থনা করা বিশেষরূপে উপযুক্ত। ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ি প্রত্যেক লোক ঐ দিনে নির্জ্জন স্থানে তাঁহার সাক্ষাতে প্রার্থনা করে। দেখ ধর্ম্মপুস্তকে বলেন, "প্রার্থনার অবকাশ চেষ্টা করিয়া ধন্যবাদ করত তাহাতে নিত্য২ প্রবৃত্ত হও।" আর ধার্ম্মিক মনুষ্য বিশ্রামবারে আপনার ও আপনার পরিবারের নিমিত্তে, বিশেষতঃ আপন ধর্ম্মোপদেশকের জন্যে ঈশ্বরের স্থানে বিনতি করে। পৌল প্রেরিত খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে বিনয় পূর্ব্বক বলেন, " হে ভ্রাত-

গণ, আমাদিগের নিমিত্তে প্রার্থনা কর।” তিনি অন্য সময়ে কহেন, “ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের মধ্যে যেরূপ চলিতেছে, এমনি অবাধিত রূপে যেন সর্ব্বত্র চলিত ও মান্য হয় এই প্রার্থনা কর।” তিনি আরো বলেন, “তোমাদের প্রার্থনাদ্বারা এই সকল বিপদহইতে আমার উদ্ধার হইবে ইহা আমি জানি।” অতএব, হে প্রিয় পাঠকবর্গ, ধর্ম্মোপদেশকেরা যেন উপযুক্তরূপে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করিতে পারেন, এই জন্যে বিশ্রামদিনে গোপনে তাঁহার প্রতি প্রার্থনা কর।

৬। প্রভুর দিবসে আর একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই, আত্ম-পরীক্ষা করা, ও আত্মার ও ধর্ম্মের বিষয়ে ধ্যান করা। সপ্তাহের ছয় দিনে আমরা ব্যস্ত হইয়া থাকি, এই জন্যে আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে বিবেচনা করিবার অত্যল্পমাত্র অবকাশ থাকে। কিন্তু আত্মপরীক্ষা করা, ও ধর্ম্মের বিষয়ে ধ্যান করা অত্যাবশ্যক। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত আজ্ঞা শুন, “আপনারা বিশ্বাসী আছ কি না, এতদ্বিষয়ে তোমরা আপনাদের পরীক্ষা কর।” আরো লেখা আছে, “পরমেশ্বরের কথা এই, তোমরা আপনাদের আচরণের বিষয়ে বিবেচনা কর।” আর সলিমান রাজা কহেন, “আপনার হৃদয়কে রক্ষিত করিও, যে হেতুক সে জীবনের উৎপত্তি স্থল বটে।” যে ব্যক্তি আত্মপরীক্ষা করে, এবং আপন বাক্য ও ক্রিয়ার বিষয়ে ভাবিত হয়, সেই আপনার হৃদয়কে রক্ষা করে। “আমি কি ঈশ্বরের অভিমতানুসারে প্রতিদিন সদাচরণ করিয়া থাকি? আমি কি উত্তরোত্তর পুণ্যবান হইয়া থাকি? আমার মনে কি

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম অনবরত বৃদ্ধি পাইতেছে? আমি কি উপযুক্তরূপে ভ্রাতৃস্নেহ করিয়া থাকি? আমি কি এই দেশে খ্রীষ্টের রাজ্যস্থাপনের জন্যে উৎসাহশীল হইয়া থাকি? আমি কি ঈশ্বরের দৃষ্টিগোচরে দাঁড়াইবার জন্যে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া থাকি? আমি কি ন্যায়পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বনে দেবপূজকদিগের সাক্ষাতে চলিতেছি? এবং দেহ ছাড়িয়া খ্রীষ্টের সহিত সহবাস করিতে আমার বাঞ্ছা আছে কি না?" হে প্রিয় পাঠকেরা, যে কেহ প্রভুর দিবসে এই২ মতে গুপ্তভাবে আপনার পরীক্ষা লয় তাহার দৃঢ় ভক্তি হইবে।

৭। অথচ, ঐ দিবসে ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে হয়। ঈশ্বরের বাক্য অতি মনোযোগ পূর্ব্বক অভ্যাস করা নিতান্ত উচিত, কেননা যে কেহ তদ্বিষয় জ্ঞাত নয়, সে পরিত্রাণের উপায় ও ধর্ম্মের ব্যবস্থা না জানিয়া কেবল বিপথগামী হয়। প্রভুর আজ্ঞা এই, "তোমরা ধর্ম্মপুস্তকের কথা আলোচনা কর"। এবং পৌল প্রেরিত তিমথির প্রতি দ্বিতীয় পত্রে বলেন, "ঈশ্বরের সেবক যেন সিদ্ধ হয়, ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হয়, এই নিমিত্তে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, এবং সে শাস্ত্র উপদেশে ও অনুযোগে ও শাসনে ও ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়।" আর ১ গীতের ২ পদে উক্ত আছে, "যে জন পরমেশ্বরের শাস্ত্রেতে সন্তুষ্ট থাকে, এবং দিবারাত্রি ঐ শাস্ত্র ধ্যান করে, সে ধন্য।" এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কেহ২ ঈশ্বরের বাক্য না জানিয়া বিপথে চলাতে তাঁহার অপমান করে ইহা আশ্চর্য্য নয়,

কেননা প্রভু যীশু সিদূকীদিগকে কহিলেন, "তোমরা ধর্ম্মপুস্তক না বুঝিয়া ভ্রান্ত হইতেছ।" অতএব হে প্রিয় পাত্রেরা, প্রভুর দিনে ধর্ম্মশিক্ষা পাইবার জন্যে, ও সুপথে চলিবার উপায় জানিতে ঈশ্বরের বাক্যে মনোযোগ কর।

৮। অধিকন্তু, প্রভুর দিবসে প্রকাশরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিবার জন্যে ভজনালয়ে একত্র হওয়া খ্রীষ্টীয়ান লোকদের নিতান্ত আবশ্যক। মনুষ্যদের সৃষ্টি-কাল অবধি এখন পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের সেবকেরা তাঁ-হার উপাসনা করিতে নিরূপিত সময়ে সভা করিয়া থাকে। অথচ, প্রভু যীশু আপনি এতদ্বিষয়ে আমাদিগকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যথা, লূক রচিত সুসমাচারে বলেন, "তিনি (অর্থাৎ খ্রীষ্ট) বিশ্রামবারে আপন ব্যব-হারানুসারে ভজনালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন।" আর, ইহার বিষয়ে পৌল প্রেরিতের বাক্য শুন, "কতক লোকের ন্যায়, সভা করণ ত্যাগ করিও না।" এবং প্রভু খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞা এই, "যে স্থানে দুই তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে থাকি।" আর তাঁহার অন্য অঙ্গীকারও শুন, "পৃথিবীতে তোমাদের মধ্যে যদি দুই জন একপরামর্শ হইয়া কিছু প্রার্থনা করে, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতাহইতে তাহা পাওয়া যাইবে।" দেখ, যাঁহার নিমিত্তে আমরা সৃষ্ট হইয়াছি এমন পিতাস্বরূপ আমা-দের কেবল এক ঈশ্বর আছেন; এবং আপন বহুমূল্য রক্ত ব্যয় করাতে আমাদিগকে মুক্ত করেন যে যীশু খ্রীষ্ট,

তিনি আমাদের এক প্রভু আছেন; অতএব ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে ও খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের স্বীকার করিতে আমাদের একত্র হওয়া উচিত বটে। খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ সভাস্থ হইয়া প্রার্থনা করিলে পরস্পরের আশ্বাস ও ভরসা জন্মে। ইহার দৃষ্টান্ত কথা শুন, একখানি জ্বলন্ত অঙ্গার যদি অন্য জ্বলন্ত অঙ্গারহইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে তাহা ত্বরায় শীতল হয়; কিন্তু অনেক তপ্ত অঙ্গার একত্র থাকাতে প্রত্যেক অঙ্গার পরস্পরের উত্তাপের দ্বারা উষ্ণ থাকে, তদ্রূপে প্রার্থনাদি করিবার জন্যে লোকসমূহ এক স্থানে মিলিত হইলে পরস্পর পারমার্থিকভাবে উত্তাপ দেওয়া লওয়া যায়। আর, সভাস্থ হইয়া বার২ ভ্রাতৃগণকে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে দেখিলে আমাদেরও অন্তরে প্রার্থনাদি করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। অথচ, আমরা ভজনালয়ে খ্রীষ্টের সুসমাচার শুনি, ও সেখানে ধর্ম্মোপদেশকেরা ঈশ্বরের বাক্যের অর্থ করিয়া সাধারণ লোককে বুঝাইয়া দেন, তাহাতেই সকলের ধর্ম্মবিদ্যার বৃদ্ধি হয়। ফলতঃ যে জন মনোযোগ ও নম্রতা ও সরলতাপূর্ব্বক ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করে, সে তাঁহার সাক্ষাতে গ্রাহ্য সেবক হইয়া অবশ্যই আশীর্ব্বাদ পায়। খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কোন২ জন প্রায় কখন ঈশ্বরের গৃহে যায় না। এমত লোক ছল করিয়া বলে, আমার কএক সন্তান আছে, তন্নিমিত্তে যাইতে পারি না। কেহ২ কহে, আমার ভাল কাপড় নাই, তবে কেমন করিয়া যাইব? অন্যান্য লোক বলে, আমি গেলে কে ঘর রক্ষা করিবে? আর২ মানুষ বলে, আমার

ঘর দূরে আছে, আমি কিরূপে হাঁটিয়া যাইব। অন্যান্য মনুষ্য কহে, আমি নিজ বাটীতেই ঈশ্বরের সেবা করিতে পারি, তবে কেন উপদেশকের কাছে যাইব। হে বিবেচক পাঠকেরা, এই২ রূপ ছল কেমন অনর্থক! মনোযোগ করিয়া বুঝ, যাহারা ঈশ্বরের গৃহে যাওনের বিষয়ে এই২ ছল করিয়া থাকে, তাহারা যদি সেখানে গিয়া কোন সাংসারিক লাভ পাইতে পারিত, তবে শীঘ্র দৌড়িয়া যাইত। হায়২ এমত ব্যক্তি কি জন্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ক্ষুদ্রজ্ঞান করে? হে ভ্রাতৃগণ এমত অজ্ঞান লোকদের পশ্চাদ্‌গামী না হইয়া ভজনালয়কে প্রিয় জ্ঞান কর। প্রত্যেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরের সেবা করিতে ভাল বাসে। ইহাতে সাধু দায়ূদ রাজার কথা শুন, "হে পরমেশ্বর, তোমার বাসস্থান কেমন প্রিয়! আমার মন পরমেশ্বরের মন্দিরে লালসা করিয়া মোহিত হয়, এবং মন ও শরীর ঈশ্বরের নিমিত্তে সর্ব্বদা হাহাকার করে।" তিনি ১২২ গীতে বলেন, "আইস, আমরা পরমেশ্বরের মন্দিরে যাই, লোকেরা আমাকে এ কথা কহিলে আমি আনন্দিত হইলাম।" তিনি আরও কহেন, "অন্য সহস্র দিন অপেক্ষা ঈশ্বরের মন্দিরে এক দিনও ভাল।" তিনি ৬৩ গীতে বলেন, "মন্দিরে তোমার যে রূপ দর্শন করিয়াছি, তদ্রূপে শুষ্ক ও নির্জ্জল ভূমিতে তোমার মহিমা দেখিতে আমার মন আকাঙ্খী আছে।" এই প্রকার বাক্য প্রত্যেক বিশ্বাসি লোক কহে, ও যাহার এমন ইচ্ছা হয়, সে কোন আপত্তি না করিয়া ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যোগী হয়।

হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা কি ঈশ্বরের অভিমতা-

নুসারে বিশ্রাম দিবসকে পবিত্ররূপে মানিয়া থাক? যদি তোমরা ঐ দিনকে সামান্য দিন জ্ঞান করিয়া তাহাতে সাধারণ ব্যবসায়াদি কর্ম্ম কর, তবে কেবল তোমাদের পারমার্থিক ও শারীরিক ক্ষতি হইবে এমত নয়, বরং তোমরা অপরাধী হইয়া অবশ্যই শেষে উপযুক্ত শাস্তি পাইবা। কিন্তু যে জন ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিয়া বিশ্রামবারকে পবিত্র দিবস জ্ঞান করে, সে ভক্ত বটে। যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বাক্যের ৫৬ অধ্যায়ের ২ পদে উক্ত আছে, "যে মনুষ্য বিশ্রামবারকে মানিয়া তাহাকে অশুচি না করে, সে ধন্য।" এবং ৫৮ অধ্যায়ের ১৩ পদে কথিত আছে, "যদি বিশ্রামবারে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও, ও আমার পবিত্র দিনে আপনাদের সুখাভিলাষ না কর, এবং বিশ্রামবারকে আদরণীয় ও পবিত্র দিন বলিয়া আপন পথে গমন, ও আপন সুখাভিলাষের চেষ্টা, ও বৃথা গল্প, এ সকল কর্ম্ম না করিয়া যদি তাহাকে মান, তবে তোমরা পরমেশ্বরেতে সন্তুষ্ট হইবা।" সেই দিনকে ধর্ম্মজ্ঞানে মানিলে মহাফল হয়, ইহা জানিয়া আইস আমরা ঐ দিবসে প্রচুররূপে প্রার্থনা করি, ও ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাদের পরীক্ষা করি, ও আত্মার বিষয়ে ভাবনা করি, ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করি, ও ভজনালয়ে আদরপূর্ব্বক যাইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করি, ইহাতে আমরা তাঁহাকে তুষ্ট করিব, ও আমাদের বড় উপকার হইবে। আর ইহকাল ছাড়িয়া পরকালে খ্রীষ্টের দ্বারা পাপমোচন পাইয়া, সাধু লোকের জন্যে যে স্বর্গীয় বিশ্রাম থাকে, তাহা আমরা প্রাপ্ত হইব।

গীত।

প্রভুর বিশ্রামদিন করিয়া পালন
সুখে মগ্ন হও আমার মন।

১ যীশু খ্রীষ্টের এই মহাদিন ইতে হও ঐহিক কার্য্যহীন
পাল মন এই দিন নাহি করিও হেলন।

২ সচৈতন্য হয়্যা আমার মন হৃষ্টচিত্তে কর রে ভজন
স্তব স্তুতি তাহার প্রতি কর সদা সর্ব্বক্ষণ।

৩ বিশ্রামদিন মহাপবিত্র গাও খ্রীষ্টের গুণ চরিত্র
তাহে মন হও নিপুণ নাহি ভুলিও কখন।

৪ অন্য অন্য অনীতি কার্য্য সে সকল করিয়া ত্যজ্য
যীশুর মরণ অমূল্য ধন তাহে কর রে যতন।

৭ উপদেশ।

জিহ্বার দমনের উপায়।

যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ আপনাকে ধার্ম্মিক করিয়া মানে, এবং আপন জিহ্বাকে শাসন না করিয়া অন্তঃকরণকে বঞ্চনা করে, তবে তাহার সে ধর্ম্মই বৃথা হয়। যাকূবের পত্র ১.২৬।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। খ্রীষ্টীয়ান লোকের প্রভুতে যে বিশ্বাস তাহা সৎকর্ম্মের মূলকারণ। আমরা বিশ্বাস মাত্রতেই পরিত্রাণ পাই বটে, কিন্তু বিশ্বাসহইতে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। যাকূবের পত্রের ২ অধ্যায়ের ২৬ পদে উক্ত আছে, "আত্মা ব্যতিরেকে যেমন শরীর মৃত, তেমন কর্ম্ম ব্যতিরেকে প্রত্যয়ও মৃত হয়।" যাদৃশ উত্তম বৃক্ষে উত্তম ফল হয়, তাদৃশ বিশ্বাসহইতে সদ্ব্যবহার জন্মে। এইহেতুক যীশু কহেন, "যাহারা আমাকে প্রভু২ করিয়া বলে, তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইষ্টক্রিয়া করে, সেই পাইবে।" হে পাঠকেরা,

বোধ করি, যাহারা সৎক্রিয়াতে উদ্যোগী হয়, তোমাদিগের মধ্যে এমন কোন২ লোক আছে। অতএব জিহ্বার দমন বিষয়ে আমার উপদেশ বাক্যে মনোযোগ কর।

১। জিহ্বার শাসন করা অন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অপেক্ষা দুষ্কর, এই নিমিত্তে যাকূবের পত্রের ৩ অধ্যায়ের ২ পদে কহেন, "যদি কাহারও বাক্যেতে কোন ত্রুটি না হয়, তবে সে সিদ্ধ পুরুষ হইয়া সকল অঙ্গকে বশে রাখিতে পারে।" আর যে কেহ জিহ্বাকে দমন না করে, তাহার ভক্তি নাই, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মূলবচনেতে লেখা আছে। অথচ, প্রভু যীশু আপনি বলেন, "তুমি আপনার কথাদ্বারা নির্দ্দোষ কিম্বা সদোষ গণিত হইবা।" বিবেচনা কর, জিহ্বাকে শাসন করণের অনেক প্রয়োজন আছে। দেখ, যাকূব আরও কহেন, "জিহ্বা অগ্নিস্বরূপ, ও সে অতি ক্ষুদ্রাঙ্গ বটে, কিন্তু অতি গুরুতর কথা কহে। জন্তু সকলেই মনুষ্যের বশীভূত আছে, কিন্তু মৃত্যুজনক গরলেতে পরিপূর্ণ যে দুষ্ট অদম্য জিহ্বা তাহাকে কোন কেহ বশীভূত করিতে পারে না।" যে জন জিহ্বাকে শাসন না করে তাহার জিহ্বা আগুণের ন্যায়, এবং পাগলের হাতের খড়্গস্বরূপ। দেখ, যেমন অগ্নিতে অনেক বহুমূল্য বস্তু দগ্ধ হয়, তেমন অবাধ্য জিহ্বাতে প্রেম ও আনন্দ প্রভৃতি নষ্ট হয়। এবং যেমন পাগলের হাতের খড়্গদ্বারা কেহ২ খণ্ড২ হইতে পারে, তেমন অবশ্য জিহ্বাতে ঐক্য ও মিত্রতা ইত্যাদি ভগ্ন হয়। সলিমান রাজা কহেন, "যে কর্ণেজপ হয় সে সুহৃদ্ভেদ জন্মায়, আর কর্ণেজপ না থাকিলে বিরোধের শেষ হয়।"

২। অথ, দুষ্ট লোকদের মুখ পুনঃ২ অভিশাপে ও কটুবাক্যে পরিপূর্ণ হয়। "আমরা আপন২ জিহ্বাদ্বারা জয় করিব; আমাদের ওষ্ঠ আমাদেরই আছে; আমাদের উপরে কর্ত্তা কে? এই কথা দুষ্টেরা কহে।" আমরা যেন তাঁহার প্রশংসা প্রকাশ করিতে পারি, ঈশ্বর এই আশয়ে আমাদিগকে যে জিহ্বা দিয়াছেন, তাহাদ্বারা-তেই অনেক লোক তাঁহার নাম মিথ্যা উল্লেখ করে। যে জন আপন জিহ্বাকে দমন করে, সে এমন ব্যবহার না করিয়া বরং তাহাতে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করে। "আমার জিহ্বা প্রতিদিন ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রকাশ করিবে, আমার মুখ প্রতিদিন তাঁহার কৃত পরিত্রাণের বর্ণনা করিবে, গান করণের সময়ে আমার ওষ্ঠাধর উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিবে," যে জন জিহ্বাকে শাসন করে, সে ঐ বাক্য বলিয়া থাকে।

৩। আর দেখ, স্বভাবতঃ সকল দেশীয় লোক, বিশেষতঃ বাঙ্গালী লোক মিথ্যাবাদী হয়। সাংসারিক লাভ পাই-বার জন্যে, কিম্বা দোষ লুকাইবার জন্যে, অথবা কোন মা-নুষকে ভুলাইবার নিমিত্তে, কিম্বা পরের অপকার করিবার জন্যে এই দেশে অসংখ্য ব্যক্তি মিথ্যাকথা কহে। এবং খ্রীষ্টীয়ান লোকদেরই মধ্যে যাহারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কেবল সত্যবাক্য বলে, তাহারা অত্যল্প। কখন২ লোভি মহাজন অধিক লাভ পাইবার জন্যে মন্দবস্তুকে উত্তম বলিয়া থাকে। আর সামগ্রী ভাল নয় ২ ক্রেতারা ক্রয়কালে বলে বটে, কিন্তু তাহারা ঘরে গেলে পর, তাহা অতি অল্পমূল্যে পাইয়াছি বলিয়া দর্প করে। কেহ২ বন্ধুগণকে স্তব

স্তুতি করত মিথ্যা কথা কহে। এবং কেহ২ ছলপূর্ব্বক দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া আপন২ ধর্ম্মের বিষয়ে মনুষ্যদিগকে ভুলায়। এই সকল লোক মিথ্যাবাদী হওয়াতে অবশ্যই দণ্ড ভোগ করিবে। মিথ্যাকথা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণিত হয়, অতএব সমস্ত মিথ্যাবাদী অগ্নিতে প্রজ্বলিত হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইবে। "মিথ্যাকথা ছাড়িয়া তোমরা প্রত্যেকে প্রতিবাসির সহিত সত্য আলাপ কর;" আর "তোমরা একজন অন্যের প্রতি মিথ্যাবাক্য কহিও না; তোমরা সর্ব্বপ্রকার ছল ও কাপট্য ও কদালাপহইতে ক্ষান্ত হও।" যে জন এই২ ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধি মানিয়া জিহ্বাকে বশ করে, সে কোন কারণেই মিথ্যা কথা বলে না।

৪। অথচ, দুষ্টেরা বিরোধী হইয়া বার২ নির্দয়রূপে কটুবাক্য কহে। এই দেশীয় লোকেরা পরস্পর গালাগালি দিয়া যে কটু বাক্য বলে, তাহা অবক্তব্য বটে। বিশেষতঃ কুন্দলিয়া স্ত্রীলোকেরা পরস্পর অবাচ্য ও ঘৃণাজনক কথা বলে। "তাহাদের ওষ্ঠহইতে কালসর্পের বিষ ক্ষরে, ও তাহাদের জিহ্বা শাণিত খড়্গের ন্যায়।" হায়২ এমন কটুবাক্যহইতে যত দুঃখ ও হিংসা জন্মে, তাহা কে বলিতে পারে? সলিমান রাজা বলেন, "যেমন কাষ্ঠেতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তেমনি কুন্দলিয়া লোক উপস্থিত হইলেই বিরোধের বৃদ্ধি হয়। বর্ষাকালীন অনবরত যে বৃষ্টি পড়ন, এবং নিত্য২ কলহকারিণী যে স্ত্রী, এই উভয়েই লোকের সমান ক্লেশদায়ক হয়।" কোন২ ব্যক্তি বিরোধহইতে প্রায় কখন নিবৃত্ত হয় না, এবং

তাহাদের অবাধ্য জিহ্বা কখন স্থির থাকে না। হে প্রিয় পাঠকেরা, যদি তোমরা বিরোধ নিবারণ করিতে চাহ, তবে জিহ্বাকে দমন করিতে যত্নবান্ হও। হে স্ত্রীলোকেরা, শাস্ত্রীয় হিতোপদেশ বাক্য শুন, "গুণবতী নারী আপন মুখ প্রসারিলে কেবল জ্ঞানের কথা বলে, এবং সে সর্ব্বদাই পরের হিতবাক্য কহিয়া থাকে।" "ধীরে ২ প্রত্যুত্তর করিলে কুপিত ব্যক্তির কোপ নিবৃত্তি পায়, কিন্তু কর্কশ কথা কহিলে তাহার আরও ক্রোধ জন্মে," ইহা নিশ্চয় জানিয়া, হে খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল, "যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর," এবং কটুবাক্য কহন, ও নিন্দাহইতে ক্ষান্ত হইয়া থাক।

৫। আর বিবেচনা কর, অনেক ব্যক্তি কুৎসিত কথা বলে, ও উন্মত্তের ন্যায় অনর্থক বাক্য ও অনুচিত হাস্য পরিহাস্যাদি করে, কিন্তু যে জন জিহ্বাকে দমন করে, সে এমত কুব্যবহার করে না। ইহাতে প্রভুর বাক্য শুন, "মনুষ্যেরা যত আলস্যবচন কহে, তাহার উত্তর বিচার দিবসে তাহাদিগকে দিতে হইবে।" সলিমান রাজাও কহেন, "অনেক বচনে পাপের অভাব নাই।" কেহ ২ অনিয়মে যাহা মনে পড়ে তাহাই কহাতে ঈশ্বরকে অতুষ্ট করে, এবং পুনঃ ২ প্রতিবাসিদিগের হানি জন্মায়। হিতোপদেশ পুস্তকে উক্ত আছে, "অনেক কথনেতে অজ্ঞানের বাক্য জানা যায়," ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অনেক বাক্য বলে না। কোন ২ ব্যক্তি সঙ্গিগণের তুষ্টি জন্মাইবার জন্যে ব্যঙ্গ করাতে বার ২ তাহাদিগকে মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্তি

দেয়। শ্লেষ করা অপেক্ষা নিতান্ত চুপ করাই ভাল, ও নিতান্ত চুপ করিয়া থাকা বার২ আমাদের জ্ঞানসূচক ক্রিয়া, এবং যে জন আপনার মুখ চাপিয়া রাখে সে সুবুদ্ধি বটে। চুপ করা ও কথা কহার কাল আছে, ইহা যে ভুলিয়া যায় সে আপনার অল্পবুদ্ধিমাত্র প্রকাশ করে। অনেক গল্প করাতে পরের সন্তোষ হয়, বাচাল ব্যক্তি এমন অনুমান করে বটে, কিন্তু উপযুক্ত ও হিতজনক অল্প বাক্যেতে ভদ্র মনুষ্যের আহ্লাদ জন্মে। সুতরাং হে প্রিয় লোকেরা, শ্রবণে উদ্যুক্ত হও, ও কথনে ধীর হও, ও জিহ্বাকে দমন করিয়া বহুভাষী হইও না, বরং শ্রোতৃগণের ধর্ম্মের বৃদ্ধিজনক সদালাপ কর।

৬। অথচ মনোযোগ কর, যে জন কর্ণেজপ হয়, তাহারও জিহ্বা অবশ। সকল মনুষ্য কর্ণেজপকে অবহেলা করে। হায়২ এই দেশেতে বিস্তর কর্ণেজপ আছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এমত অপকারকেরা প্রতিবাসিগণের মধ্যে বিবাদ জন্মায়। এবং তাহারা গুপ্ত কথা প্রকাশ করাতে অন্য লোকের অধিক ক্লেশ জন্মায়। ১৫ গীতের ৩ পদে উক্ত আছে, যে জন জিহ্বাতে কাহারও গ্লানি করে না, ও প্রতিবাসির অপবাদ করে না, সে কদাচ বিচলিত হইবে না। যে কর্ণেজপ হয়, সে অবশ্যই গ্লানিকারী। এবং দায়ূদ রাজা কর্ণেজপের ব্যবহারকে অতিঘৃণা করিয়া বলেন, "যে জন গোপনে নিজ প্রতিবাসির গ্লানি করে, আমি তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব।" কখন২ কোন২ অধম

ব্যক্তি পরের বিষয়ে গ্লানি শুনিতে ভাল বাসে, তা-হাতেই উক্ত অপবাদকেরা সাহস পায়। অতএব হে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকসমূহ, পরের কলঙ্ক করিও না, তাহা কে-বল নয় বরং কখন নিন্দকের বাক্য শুনিও না। পৌল প্রেরিত ঈশ্বরদ্বেষকের দলে কর্ণেজপ ও অপবাদিকে গণনা করেন, অতএব হে ভ্রাতৃগণ, এই বিষয়ে সাবধান হও; আর পরের কার্য্যেতে হাত দিও না, এবং পরস্পর-কে দোষাদোষী করিও না।

৭। দুষ্ট লোকদিগের মধ্যে কেহ২ নির্লজ্জ হইয়া দুর্ব্বাক্য বলে, ও মন্দ গীত গান করে, বিশেষতঃ হিন্দু লোকেরা দেবতার উৎসবের কালে বার২ কুকথা বলে, ও অশ্রাব্য গীত গায়। দেবপূজকদের গলার নলি খোলা কবর স্বরূপ, অর্থাৎ যেমন ঐ কবরহইতে অতি দুর্গন্ধ নির্গত হয়, তেমনি তাহাদিগের মুখহইতে কুবাক্য শুনা যায়। যাহাদের মনে মন্দ চিন্তা থাকে, তাহাদের মুখে মন্দ কথা জন্মে। দেখ প্রভু কহেন, মন্দ মনুষ্য অন্তঃকরণরূপ মন্দ ভাণ্ডারহইতে মন্দ বিষয় বাহির করে, যেহেতুক অন্তঃকরণের ভাবানুসারে মুখহইতে বাক্য নির্গত হয়। সুতরাং, যদি কোন দেবপূজক দুর্ব্বাক্য বলে, তবে তাহাতে কাহারো আশ্চর্য্য জ্ঞান হয় না, কিন্তু কোন খ্রীষ্টীয়ান লোক অবাচ্য কথা কহিলে সকলেরই চমৎকার বোধ হয় বটে। যাহাদিগের অন্তঃকরণ সদাত্মাকর্ত্তৃক পরিষ্কৃত হয়, তাহারা কিমতে দুর্ব্বাক্য কহিতে পারে? এক জিহ্বাতে আমরা কি পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, এবং তাঁহার মূর্ত্তিস্বরূপ সৃষ্ট মনুষ্য-

কে শাপ দিই আমাদের এক মুখহইতে কি আশীর্ব্বাদ ও শাপ দুই নির্গত হয়? এমত ব্যবহার নিতান্ত অনুচিত বটে। বিবেচনা করিয়া বুঝ, উনুই এক ছিদ্র দিয়া মিষ্ট ও তিক্ত দুই প্রকার জল নির্গত করে না। আর খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য দুর্ম্মুখতা ও কুৎসিত আলাপ ছাড়িয়া কেবল সুবাক্য কহে, এবং কখন অশ্রাব্য গীত গায় না। এই বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত উপদেশ শুন, "গীত ও ধন্যবাদগান ও পারমার্থিক কীর্ত্তনে পরস্পর আলাপ করিয়া প্রভুর উদ্দেশে মনের সহিত সুস্বরে গান কর। এবং পারমার্থিক সংকীর্ত্তনদ্বারা পরস্পর সমুদায় জ্ঞানের উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া মনের কৃতজ্ঞতাতে প্রভুর উদ্দেশে গান কর।" বিচার করিয়া দেখ, যে জিহ্বাতে আমরা ঈশ্বরের স্তব করি, তাহাতেই কি প্রকারে অশ্রাব্য গীত গাইতে পারি? হে প্রিয় পাঠকেরা, পথে যাইতে২ কিম্বা ঘরে বসিতে২ কাহারো সন্তোষ করিবার জন্যে, কিম্বা অন্য কোন কারণে কুবাক্য কহিও না, এবং মন্দ গীত গাইও না।

৮। শেষে, এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কোন২ লোক অবিবেচক হইয়া ধর্ম্মোপদেশকহইতে কার্য্য ও টাকা পাইতে অপেক্ষা করে, ও তাহা পাইবার জন্যে বার২ তাহাকে নিবেদন করে, এবং তাহা না পাইলে বিরক্ত হইয়া উপদেশকের অপবাদ করে। হে পাঠকেরা, বিবেচনা করিয়া বল, ধর্ম্মোপদেশকেরা কি রূপে সমস্ত খ্রীষ্টীয়ান লোককে ভরণ পোষণ করিতে পারেন? তাহারা সাধ্যানুসারে আপন২ শিষ্যগণকে অবশ্য সাহায্য করিতে চাহেন, কিন্তু সকল শিষ্যকে

কর্ম্ম দিতে তাহাদের শক্তি নাই। অতএব যে কেহ কর্ম্মের অভাব প্রযুক্ত আপনার উপদেশকের দুর্নাম করে, তাহার ব্যবহার নিতান্ত অনুপযুক্ত। উপদেশ দেওয়া ও সুসমাচার ঘোষণা করা প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশকের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু সবল ও সুস্থ লোকদিগকে আহারাদি দেওয়া, ও তাহাদের জন্যে বাটী নির্ম্মাণ ও কর্ম্মের চেষ্টা করা উপদেশকের কর্ত্তব্য নহে। স্মরণ করিয়া দেখ, পূর্ব্বকালে দিবসিক দান বিতরণের বিষয়ে বিবাদ হইলে দ্বাদশ প্রেরিত সমস্ত শিষ্যকে একত্র ডাকিয়া কহিল, "ঈশ্বরের কথা প্রচার করণ ছাড়িয়া, ভোজনের তত্ত্বাবধারণ করা আমাদের উচিত নহে; আমরা প্রার্থনা করণ, ও কথা প্রচার করণে নিত্য প্রবৃত্ত থাকিব।" অতএব হে প্রিয় খ্রীষ্টীয়ান লোক, যদ্যপি ধর্ম্মোপদেশকেরা তোমাদের অযথার্থ ইচ্ছানুসারে আহারাদি না দেন, তথাপি তাহাদিগকে দোষী করিও না। আর এই বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ মনে রাখ, "তোমরা উপদেশকদিগকে মানিয়া তাহাদের আজ্ঞার বশীভূত হও, এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা পরিশ্রমপূর্ব্বক তোমাদিগকে উপদেশ দেন, তাহাদিগকে মান্য কর, আর প্রেম প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের কর্ম্ম প্রযুক্ত অত্যন্ত সমাদর কর।" সুতরাং, যে জন কোন কারণে অনাদর পূর্ব্বক উপদেশকের বিষয়ে অহিত বাক্য বলে, সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে অপরাধী হয়। এই হেতুক বিশ্বাসিরা আপনাদিগের জিহ্বাকে শাসন করিয়া অবজ্ঞারূপে উপদেশকের বিষয়ে আলাপ না করুক।

এখন হে পাঠকেরা, যে মনুষ্য জিহ্বাতে ঈশ্বরের অসম্ভ্রম করে না, ও মিথ্যাবাক্য বলে না, ও নির্দয়রূপে কটুবাক্য ও কুৎসিত কথা কহে না, ও কর্ণেজপ হয় না, ও মন্দ গীত গায় না, ও ধর্ম্মোপদেশককে অন্যায়রূপে নিন্দা করে না, সেই আপনার জিহ্বাকে বশে রাখে। তোমরা প্রতিদিন আপনাদের জিহ্বাকে দমন করিয়া থাক কি না, ইহা জানিবার জন্যে আপনাদিগকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা কর। যে জন আপন জিহ্বাকে উপযুক্তরূপে বশীভূত করে, সে ব্যক্তি ধার্ম্মিক বটে, এবং তাবৎ ইন্দ্রিয়কে অনায়াসে বশে রাখিতে পারে। কিন্তু আমরা নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে এই দুষ্কর কর্ম্ম করিতে পারি না, কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে পারিব। এবং প্রার্থনা করিলেই জিহ্বার শাসন করিবার শক্তি পাইব। অতএব, "হে পরমেশ্বর, আমার মুখের উপরে এক প্রহরিকে ও ওষ্ঠাধরের দ্বারে এক রক্ষককে নিযুক্ত কর," এইরূপ নিবেদন করা প্রতিদিবসে আমাদের উচিত কর্ম্ম বটে, তাহা কেবল নয়, কিন্তু সর্ব্বদা সাবধান হওয়াও আবশ্যক। দায়ূদ রাজা কহেন, জিহ্বা হইতে যেন কোন অপরাধ না জন্মে, এই নিমিত্তে আমি আপন পথে সাবধান হইয়া চলিব। হে প্রিয় লোক সকল, দায়ূদের পশ্চাদ্গামী হইয়া তোমরাও সচেতন হও, এবং তোমাদের মুখের কথা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেন গ্রাহ্য হয়, এই জন্যে তিনি তোমাদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করুন।

সদাত্মাতে পরিপূর্ণ হওনের ফল।

যাহাহইতে দুষ্টাচরণ জন্মে এমন সুরাপানে মত্ত হইও না, বরং আত্মাতে পরিপূর্ণ হও। ইফিষীয় ৫, ১৮.

এই দেশীয় লোকদের মধ্যে অনেক জন মদে মত্ত হয়, ও মত্ততাপ্রযুক্ত পশুবৎ হইয়া নানাপ্রকার পাপকর্ম্ম করে, আর পুনঃ২ বহুবিধ আপদে পড়ে। আর যাহারা মদ্যপানে আসক্তনহে, তাহাদের মধ্যে কেহ২ গাঁজা আফিম সিদ্ধি গুলি প্রভৃতি খাইয়া থাকে, এবং এই রূপ মন্দ বস্তুতে রত হওয়াতে মাতালের দলে নিতান্ত গণ্য হয়, যেহেতুক তাহারাও মাতালের ন্যায় অচেতন হইয়া উপযুক্ত রূপে কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিতে পারে না। আর যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে খ্রীষ্টের শিষ্য বলে, তাহাদিগের মধ্যেও কেহ২ মদ্য পান করিতে ও গাঁজা প্রভৃতি খাইতে ভাল বাসে. এবং এই দোষের নিমিত্তে কখন২ কোন২ লোককে মণ্ডলীহইতে বাহির করা গিয়াছে। কিন্তু যাহারা খ্রীষ্টীয়ান নামের যোগ্য, তাহারা মদ্যপান করে না, আরো উক্ত মাদক বস্তুতে আসক্ত নহে। ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, "মাতালেরা কদাচ ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।" আর, "যাহারা মত্ত হয় তাহারা রাত্রিতেই মত্ত হয়, কিন্তু আমরা দিবসের সন্তান হইয়া অমত্ত থাকি।" অথচ, পৌল প্রেরিত কহেন. "কোন জন যদি ভ্রাতৃনামে খ্যাত হইয়া মত্ত হয়. তবে

তাহার সহিত আহার ব্যবহার করিও না।" আর, প্রভু যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, "অসঙ্গত পানে তোমাদের মন যেন মত্ত না হয়, এতদ্বিষয়ে সাবধান হও।" মদ্য পান করাতে সুস্থতা, ও ধন, ও মনের শান্তি প্রভৃতি নষ্ট হয়। হিতোপদেশ পুস্তকে উক্ত আছে, "যে মাতাল হয় সে নিতান্ত ক্ষীণধন হইয়া উঠিবে।" যে জন মাতাল সে সাধারণ লোকের হাস্যাস্পদ বটে। দেখ, আদিপুস্তকের ৯ অধ্যায়ের ২০ পদে কথিত আছে, "নোহ কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিল। তাহাতে সে দ্রাক্ষারস পান করাতে মত্ত হইয়া তাম্বুর মধ্যে উলঙ্গ হইয়া পড়িল।" ইহাতে তাহার বড় লজ্জা হইল। অথচ, সলিমান রাজা বলেন, "মদিরার বিদ্যুতের ন্যায় ঝলকনে তুমি নিরীক্ষণ করিও না। সেই পানপাত্রে যখন বুদ্বুদ্ হইয়া উঠে, তখনও তুমি তাহাতে তাকিয়া রহিও না, কারণ শেষে তাহাতে সর্পের তুল্য দংশন বোধ হইবে, আর সে তোমার পীড়াজনকমাত্র হইবে।" যে কেহ সলিমানের এই উপদেশ মানে, সে নানাপ্রকার বিপদহইতে রক্ষা পায়।

যাহারা মদ্যপানে আসক্ত, তাহারা বলে, মদ্য কি গাঁজা না খাইলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়, এবং ঐ সকল সামগ্রী ভোগ করিলে আমাদের মন ও শরীর উত্তমে সুখেতে প্রফুল্ল হয়। হায় ২ এমন পশুবৎ লোকেরা সত্য আনন্দের আকর অর্থাৎ সদাত্মাকে জানে না, কিন্তু যাহারা সরলরূপে খ্রীষ্টের আশ্রিত, তাহারা সদাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া সত্য ও নিত্যস্থায়ি সুখ ভোগ করে, যেহেতুক সেই সদাত্মা প্রকৃত সুখের আকর বটেন। অতএব

আইস, আমরা সম্প্রতি মদ্যপানের কথা ছাড়িয়া সদাত্মা বিষয়ক শাস্ত্রীয় আদেশে বিবেচনা করি।

১। দেখ মূলবচনে বলেন, "আত্মাতে পরিপূর্ণ হও, সদাত্মা বিশ্বাসিদের অন্তঃকরণে বাস করেন। ইহাতে প্রভু আপন শিষ্যগণকে কহিলেন, "আমি পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি নিরন্তর তোমাদের সহিত থাকিতে. অন্য এক সহায়কে অর্থাৎ সত্যময় আত্মাকে তোমাদের কাছে পাঠাইবেন। তিনি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।" আর লিখিত আছে, "তোমাদের শরীর পবিত্র আত্মার মন্দিরস্বরূপ।" অথচ যিহূদা নামে এক জন প্রেরিত দুষ্ট লোকদের বিবরণ করিয়া বলেন, "তাহারা আত্মা (অর্থাৎ সদাত্মা) রহিত হয়।" মনুষ্যের সুচিন্তা ও সৎক্রিয়ার আকর কেবল সদাত্মা, এবং যে জন তাঁহাতে পরিপূর্ণ, সে নিতান্ত সদাচারী। মনোযোগ করিয়া বুঝ, প্রভু কহেন, "সত্যময় আত্মা আসিয়া, তাবৎ সত্যতাতে তোমাদিগকে শিখাইবেন, ও আমার বিষয়ের কথা লইয়া তোমাদিগকে বুঝাইবেন।" অতএব যে ব্যক্তি সদাত্মাতে পরিপূর্ণ, সে তাবৎ সত্য বিষয় জ্ঞাত হইয়া খ্রীষ্টের সমস্ত কথা বুঝিতে পারে। আরও দেখ, "আত্মা আমাদের দুর্ব্বলতার সহায় আছেন। আর কিসের জন্যে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা বুঝিতে না পারাতে আত্মা আপনি আমাদের নিমিত্তে সাধনা করেন।" সুতরাং, যে কেহ সদাত্মাতে পরিপূর্ণ, সে কি নিমিত্তে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য তাহা জানে, এবং তাহার প্রার্থনা ঈশ্বরের তুষ্টিজনক বটে। ধর্ম্মপুস্তকের অন্য

পদে কথিত আছে, "প্রভুর আত্মা যে স্থানে সে স্থানেই মুক্তি। দেখ, যাহার অন্তঃকরণে সদাত্মা থাকেন, সে পাপহইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে ২ প্রভুর সদৃশ তেজোময় মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়; আর সে ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিতে উদ্যোগী হয়, এবং তাঁহার সেবা করণে তৃপ্তি পায়।

২। অথচ, ঈশ্বরের পুস্তকে আরও লেখা আছে, "প্রেম ও আনন্দ, ও শান্তি, ও ধৈর্য্যাবলম্বন, ও প্রণয়, ও দাতৃত্ব, ও বিশ্বস্ততা, ও মৃদুতা, এবং পরিমিত ভোগ, এই ২ সকল আত্মার ফল।" অতএব যে জন সদাত্মাতে পরিপূর্ণ, সে প্রেমাসক্ত হইয়া আনন্দ করে, ও শান্ত ও ধৈর্য্যাবলম্বী ও প্রণয়ী ও দানশীল ও বিশ্বাসী ও মৃদু এবং পরিমিতাচারী হয়। আর, প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণের ১১ অধ্যায়ের ২৪ পদে বলেন, "বর্ণব্বা নামক এক ব্যক্তি সল্লোক, এবং বিশ্বাসেতে ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া, মনের নিষ্ঠাদ্বারা প্রভুতে আসক্ত থাকিতে সকলকে উপদেশ দিল।" সেই রূপ এই দেশস্থ খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে যে জন সদাত্মাতে পরিপূর্ণ, সে বর্ণব্বার ন্যায় সাধু ও বিশ্বাসী হইবে; এবং সুযোগ পাইলে, প্রভুতে আসক্ত থাকিতে ভ্রাতৃগণকে নম্রতা ও বিনয়পূর্ব্বক শিক্ষা দিবে। অথচ ৯ অধ্যায়ের ৩১ পদে উক্ত আছে, "মণ্ডলী সকল প্রভুর প্রতি ভয়েতে এবং পবিত্র আত্মার সান্ত্বনাতে কালক্ষেপণ করত বহুসংখ্যক হইতে লাগিল।" এতদ্রূপ যদি বঙ্গদেশীয় সমস্ত খ্রীষ্টীয়ান লোক সদাত্মাতে পরিপূর্ণ হয়, তবে তাহাতে অবশ্যই খ্রীষ্টের মণ্ডলীর অতিশয় বৃদ্ধি হইবে। দেখ পূর্ব্বকালে বিশ্বাসিদিগের মধ্যে এক সাধু ব্যক্তি ছিলেন, তাহার

নাম স্তিফান। তিনি পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হওয়াতে পরম ভক্ত ছিলেন। দুষ্ট লোক উঠিয়া তাহার সঙ্গে বাদানুবাদ করিলে তিনি জ্ঞানেতে ও পবিত্র আত্মাতে প্রবোধের কথা কহিলেন। এই হেতুক উক্ত বিপক্ষগণ কোন আপত্তি করিতে পারিল না। তৎপরে তাহারা স্তিফানের অনুযোগ কথা শুনিয়া তাহার প্রতি দন্তঘর্ষণ করিল। আর তিনি পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হইয়া আকাশের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের তেজঃ এবং তাঁহার দক্ষিণে দণ্ডায়মান যীশুর দর্শন পাইলেন,এবং অন্তিম কালে আপনার হত্যাকারিদিগের নিমিত্তে এই প্রার্থনা করিলেন, যথা "হে প্রভো, ইহাদিগের এই পাপের দণ্ড দিও না।" হে প্রিয় পাঠক, যদি আমরা স্তিফানের ন্যায় সদাত্মাতে পূর্ণ হই, তবে প্রতিবাদিদের কথা বারণ করিতে পারিব, তাহাতেই তাহারা অবাক ও লজ্জিত হইবে। আর আমরা বিশ্বাসরূপ চক্ষুতে যীশুকে দেখিলে তাঁহার আজ্ঞানুসারে, যাহারা আমাদিগকে শাপ দেয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব, ও যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের উপকার করিব, এবং যাহারা আমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, তাহাদের জন্যে প্রার্থনা করিব।

৩। অধিকন্তু, রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্রের ৫ অধ্যায়ের ৫ পদে লিখিত আছে, "পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ ঈশ্বরের প্রেমে প্রফুল্ল হয়।" সুতরাং, যে জন সদাত্মাতে পরিপূর্ণ, সে পরমেশ্বরকে প্রেম করিয়া তাঁহার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয়। সদাত্মারহিত যে ব্যক্তি সে ঈশ্বরকে প্রেম করে না, তজ্জ-

প্রযুক্ত সে তাঁহার আজ্ঞা মানে না, এবং তাঁহার সন্তোষ জন্মাইতে যত্ন করে না। দেখ, প্রভু যীশু বলেন, "তুমি সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্তের সহিত প্রভু পরমেশ্বরে প্রেম কর, এই প্রথম মহাজ্ঞা। এবং তাহার সদৃশ দ্বিতীয় আজ্ঞা এই, তোমার প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর। এই দুই আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাক্যের সার আছে।" অতএব যে জন সদাত্মাতে পরিপূর্ণ, সে উক্ত দুই আজ্ঞা মানিয়া ঈশ্বরকে ও আপন প্রতিবাসিকে প্রেম করে। দেখ, যাহারা খ্রীষ্টীয়ান নাম ধরে, তাহাদের মধ্যে কেহ২ ঈশ্বরের ও প্রতিবাসির প্রেমকারী না হইয়া এই জগতের বিষয়ে আসক্ত হয়, এবং সাংসারিক লাভের চেষ্টা করে। এমত সুখাভিলাষি ও লোভি ব্যক্তিরা অবশ্য সদাত্মারহিত, এবং প্রভু যীশুর সেবক নহে। হে বিবেচক পাঠকবর্গ, যে ব্যক্তি মাতাল সে ইহলোকে বুদ্ধিমান মনুষ্যদের হাস্যাস্পদ হয়, এবং পরলোকে শাপগ্রস্ত হইবে। আর তদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি সদাত্মাতে পরিপূর্ণ, সে ইহকালে জ্ঞানি লোকদিগের স্নেহের পাত্র হয়, এবং পরকালে স্বর্গরাজ্যে অধিকার পাইয়া নিত্য সুখী হইবে। অতএব বিচার করিয়া বল, যে সুরাপানে মত্ত হয়, ও যে সদাত্মাতে পরিপূর্ণ হয়, এমন দুই জনের মধ্যে কে ধন্য, ও কাহার অবস্থা প্রশংসার যোগ্য? কি বোধ কর? যে মনুষ্য সদাত্মাতে পরিপূর্ণ সেই ধন্য বটে, তাহা তোমরা অবশ্যই স্বীকার কর। অতএব হে প্রিয় খ্রীষ্টীয়ান লোক, সুরাপান হইতে বিমুখ হইয়া বাহুল্যরূপে সদাত্মাকে পাইবার জন্যে যত্নবান হও।

৪। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, সদাত্মা তোমাদের অন্তরে থাকিলে তোমাদের অত্যন্ত উপকার হইবে, যথা, প্রথমে তোমরা ধর্ম্মরীতিহইতে অধিক লাভ পাইবা। এই বিষয়ে উপমাকথা শুন, মৌমাছি প্রায় সকল ফুলহইতে মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু বোল্‌তা অতিসুগন্ধি গোলাপ ফুল-হইতেও কখন মধু লইতে পারে না। তদ্রূপে যদ্যপি সদাত্মাহীন ব্যক্তি বিশ্রামদিন ও ধর্ম্মপুস্তক ও গুপ্ত প্রার্থনা ও সাধারণ প্রার্থনা ও সুসমাচার প্রচার ইত্যাদিহইতে কোন ফল না পায়, তথাপি যে ব্যক্তি সদাত্মার পাত্র, সে উক্ত ধর্ম্মবিধিহইতে মহাফল প্রাপ্ত হয়, তাহা কেবল নয়, বরং ঐ সকল নিয়মহইতে তাহার বড় আহ্লাদ জন্মে। অথচ যে ব্যক্তি সদাত্মাতে পরিপূর্ণ, সে কখন ২ দেবপূজকদের প্রবোধ জন্মায়। খ্রীষ্টীয়ানদের সদ্‌ব্যবহার দেখিয়া কোন ২ দেবপূজক আপনার ভ্রান্তি বুঝিয়া হিন্দু-দিগের দেবদেবীকে মিথ্যা জ্ঞান করে, আর পাপের জন্যে খেদিত হইয়া প্রভু যীশুর শরণ লইয়া পরিত্রাণ পায়। আর যাহার অন্তরে সদাত্মা থাকেন, সে আপন ভ্রাতৃগণকে প্রেমে ও সৎক্রিয়াতে প্রবৃত্ত করিয়া তাহাদের ধর্ম্মের বৃদ্ধি করে। সুতরাং, যে ব্যক্তি সদাত্মাতে পরিপূর্ণ, সে সর্ব্বপ্রকারে পরের উপকারক ও সত্য খ্রীষ্টীয়ান বটে।

৫। যদি কেহ বলে, সদাত্মাতে পরিপূর্ণ হওনের উপায় কি? তবে আমি কহি, শুন। আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা সদাত্মাকে পাইতে পারি ইহা জানিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে হয়। এবং যাহারা ঈশ্বরের অভিমতানু-সারে সরলরূপে যাচ্ঞা করে, তাহারা সদাত্মাকে প্রাপ্ত হয়।

ইহাতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা এই, "তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপনং বালকদিগকে উত্তম সামগ্রী দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা কি আপন যাচকদিগকে পবিত্র আত্মা দিবেন না?" কেবল প্রার্থনা করা উচিত, তাহা নয়; অন্তঃকরণহইতে সকল বাধা দূর করাও আবশ্যক। দায়ূদ ৬৬ গীতের ১৮পদে বলে, "যদি মনের মধ্যে দুষ্টতা মানিতাম, তবে প্রভু কখন শুনিতেন না।" সদাত্মা কোমল ও শিষ্ট ও প্রেমি স্বভাবের আকর আছেন। এবং যে কেহ বেশ্যাগমন ও অশুচি ক্রিয়া ও অবিহিত স্নেহ ও কুঅভিলাষ ও দেবপূজাস্বরূপ লোভ প্রভৃতি দমন করিয়া, আন্তরিক দয়া ও অনুগ্রহ ও নম্রতা ও মৃদুতা ও ধৈর্য্যাবলম্বনে বিভূষিত হয়, তাহারই অন্তঃকরণ সদাত্মার বাসস্থান হয়। আর যে জন অহঙ্কার ও দ্বেষ ও ঈর্ষ্যা, কিম্বা আর২ কোন মন্দ চিন্তা আপন মনেতে থাকিতে দেয়, সে সদাত্মার পাত্র হইতে পারে না। দেখ, যিশয়িয়ের ৬৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "ইস্রায়েল বংশ অত্যাচার করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে শোকাকুল করিল, তাহাতে তিনি তাহাদের শত্রু হইয়া আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।" এবং পৌল প্রেরিত ইফিষীয় মণ্ডলীকে সচেতন করিয়া কহেন, "যে পবিত্র আত্মাদ্বারা মুক্তির দিন পর্য্যন্ত চিহ্নিত হইয়াছে, তাঁহার অতুষ্টিজনক কোন কর্ম্ম করিও না।" আর থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি বলেন, "পবিত্র আত্মাকে নির্ব্বাণ করিও না।" অতএব যে জন সদাত্মাতে পরিপূর্ণ হইতে চাহে, সে কুব্যবহারদ্বারা যেন সদাত্মাকে শোকাকুল না করে ইহাতে সাবধান হউক।

৮। আর দেখ, সদাত্মাতে পরিপূর্ণ হইবার জন্যে কার্য্যহইতে নিবৃত্ত হইয়া, গুপ্তস্থানে ঈশ্বরের সহিত পারমার্থিক আলাপ করা অত্যাবশ্যক। কোন২ লোক সর্ব্বদা ব্যস্ত, এবং এক কার্য্য সমাপ্ত করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং গোপনে প্রার্থনাদি ধর্ম্মসেবা করিতে ক্ষণকালমাত্র ক্ষেপ করে। এমত ব্যস্ত ও বিবেচনাহীন লোকেরা সাংসারিক বিষয়ে সম্ভ্রান্ত হইলেও পারমার্থিক বিষয়ে কখন নিপুণ হইবে না।

৯। অথচ, অমত্ত থাকা ও পরিমিতাচরণ করা নিতান্ত আবশ্যক। যে জন মদ্যপানে রত হয়, তাহার নিকটহইতে সদাত্মা দূরে থাকেন। ফলতঃ যাহারা অধিক ভোজনকরে, কিম্বা অপরিমিতরূপে দেহপুষ্ট করে, কিম্বা অতিশয়রূপে ঘুমাইতে ভাল বাসে, অথবা অবিহিত মতে ইন্দ্রিয়সুখের চেষ্টা করে, তাহারা সদাত্মাতে পরিপূর্ণ হইতে পারে না। বিবেচনা করিয়া বুঝ, শরীর আত্মার দাসস্বরূপ। অতএব শরীরকে আত্মার অধীনে রাখা উচিত। আর যে কেহ পেটুক কিম্বা মাতাল বা কামুকসে আপনার শরীরকে আত্মার বশীভূত না রাখিয়া বরং আত্মাকে শরীরের বশীভূত রাখে, ইহাতে সে ঈশ্বরের নিয়মের বিরুদ্ধাচারী হইয়া সদাত্মাকে অতুষ্ট করে। অতএব যে জন সদাত্মাকে পাইতে চাহে, সে আপনার ইন্দ্রিয়কে দমন করুক, এবং মনের প্রতিকূলে যুদ্ধকারি শারীরিক সুখাভিলাষহইতে নিবৃত্ত হউক।

হে প্রিয় পাঠকবর্গ, কোন২ ব্যক্তি কহে, বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা অন্য বিশ্বাসিদের অপেক্ষা দোষী, ও সৎকর্ম্মে অনুদ্যোগী। এই রূপ নিন্দা করণের কারণ

কি? এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কেবল অত্যল্প জন সদাত্মাতে পরিপূর্ণ, তন্নিমিত্তে বঙ্গদেশীয় মণ্ডলী কলঙ্কযুক্ত ও অপবাদগ্রস্ত হয়। হে বিশ্বাসি লোক সকল, উক্ত অখ্যাতি মুচিয়া ফেলিতে যত্ন কর, ও তোমাদের সৎক্রিয়া দ্বারা উক্ত অপবাদকে মিথ্যা কর। সদাত্মাতে পরিপূর্ণ হইতে চেষ্টা করা তাবৎ লোকের কর্ত্তব্য বটে, এবং যে জন এই কর্ম্ম না করে, সে সদাত্মাকে অবজ্ঞা করে, ও অত্যন্ত উপকারকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করে, ও ঈশ্বরের সুস্পষ্ট আজ্ঞাকে অমান্য করে। মূলবচনেতে ঈশ্বরেরই আদেশ আছে যথা, "সদাত্মাতে পরিপূর্ণ হও।" অতএব হে প্রিয় পাঠকগণ, তোমরা প্রত্যেকে আপন ২ মনকে জিজ্ঞাসা কর, আমি ঈশ্বরের উক্ত আজ্ঞা মানিতেছি কি না? আমি কি বিশ্বাস, ও উদ্‌যোগ, ও অপেক্ষা পূর্ব্বক সদাত্মাকে পাইতে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করিয়া থাকি, এবং তাঁহাকে পাইবার সমস্ত উপায় গ্রহণ করিতেছি? আমি কি সর্ব্বপ্রকারে সদাত্মাতে পরিপূর্ণ হইতে প্রয়াস করিতেছি? যদি তুমি এখন পর্য্যন্তও এই বিষয়ে মনোযোগ কর নাই, তবে অদ্যাবধি ইহাতে যত্ন করিতে আরম্ভ কর, এবং যে পর্য্যন্ত তুমি সদাত্মাতে পরিপূর্ণ না হও, তদবধি অনবরত ঈশ্বরের প্রতি যাচ্ঞা কর। সদাত্মা তোমার শরীরে বাস করিলে তুমি সদ্ব্যবহার করিতে পারিবা, এবং পূর্ব্বকালীন ভক্ত লোকদের ন্যায় অত্যন্ত আহ্লাদে পূর্ণ হইবা। অতএব যদ্ব্যতিরেকে আমরা ঈশ্বরের সন্তোষ জন্মাইতে পারি না, সেই সদাত্মা সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বকালে সমস্ত বিশ্বাসির অন্তঃকরণকে উপদিষ্ট ও শাসিত করুণ।

৯ উপদেশ।

লোভের বিষয়ে সাবধান হওনের প্রয়োজন।

লোভের বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাক। লূক ১২। ১৫।

কোন দিবসে এক ব্যক্তি প্রভু যীশুকে বলিল, "হে গুরো, আমার সহিত পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে আমার ভ্রাতাকে আজ্ঞা করুন।" ঐ ব্যক্তি পারমার্থিক বিষয় অপেক্ষা সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত ছিল, এবং লোভ প্রযুক্ত খ্রীষ্টের নিকটে উক্ত নিবেদন করিল; ইহা জানিয়া যীশু তাহার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলেন। প্রভু আপনার শিষ্যগণকে উপদেশ দিতে সর্ব্বদা উদ্যত ছিলেন, এবং সেই সময়ে তাহাদের মঙ্গলার্থে কহিলেন, "লোভের বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাক।" এই ভাবি কথা বিবেচনা করিলে আমরা সুশিক্ষা পাইব, অতএব যাবৎ আমি এই বাক্যের অর্থ করি, তাবৎ যথাশক্তি মনোযোগ কর।

১। সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোক ব্যতিরেকে প্রায় সকল মনুষ্য লোভী, অর্থাৎ ধন ও সুখ পাইতে অতিশয় ব্যগ্র হয়।

দেখ, ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে "লোভ দেবপুজাস্বরূপ। সুতরাং যে জন লোভী, সে যদ্যপি প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম না করে, ও ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা না দেয়, তথাপি সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে দেবপুজকস্বরূপ হয়। বিবেচনা করিয়া বুঝ, লোভিরা ঈশ্বরকে প্রেম না করিয়া, ও তাঁহার সেবাতে তুষ্ট না হইয়া, ও তাঁহার অনুগ্রহে ভরসা না রাখিয়া, বরং ধনকে প্রেম করে, ও তাহাতেই আনন্দিত হয়। ফলতঃ তাহারা ঈশ্বরকে আপন বলস্বরূপ না করিয়া আপন প্রচুর ধনে প্রত্যাশা করিয়া দুষ্টতাতে সাহস বাঁধে। পৌল প্রেরিত এমত লোকদিগের বিবরণ করিয়া কহেন, "তাহারা উদরকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া লজ্জার বিষয় শ্লাঘ্য করিয়া মানে।" তবে বিচার কর, যে কেহ আপন উদরকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া মানে, সে কি দেবপুজকের ন্যায় হয় না? আর, পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন, যথা, "আপন প্রতিবাসির গৃহে লোভ করিও না, এবং আপন প্রতিবাসির ভার্য্যাতে, কি দাসেতে, কি দাসীতে, কি গরুতে, কি গাধাতে, কি আর কোন বস্তুতে লোভ করিও না।" হিন্দু লোকেরা ধন পাইবার জন্যে প্রায় দিবারাত্রি যত্ন করে, তাহা কেবল নয়, আরো তাহারা ধনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে মিথ্যা কথা কহে, ও অন্যায় ব্যবহার করে। এবং যাহারা খ্রীষ্টীয়ান লোক বিখ্যাত হয়, তাহাদের মধ্যেও কেহ২ লোভী আছে, অর্থাৎ পারমার্থিক বিষয়ে চেষ্টা না করিয়া শারীরিক বিষয়ে রত হয়, ও ধনার্জ্জনে অতিশয় পরিশ্রম করাতে ঈশ্বরের উক্ত আজ্ঞার লঙ্ঘনকারী হয়।

২। আরও দেখ, কোন২ লোক অনেক বার ধর্ম্মোপদেশকের কাছে আসিয়া টাকা চাহে, এবং তাহা না পাইলে বিরক্ত হয়। আর কখন২ যখন ধর্ম্মোপদেশক কোন গ্রামে যান, তখন সে গ্রামস্থ খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কেহ২ সাংসারিক উপকার পাইতে প্রত্যাশা করে, এবং যদি ধর্ম্মোপদেশক সেই উপকার না করেন, তবে ঐ লোকেরা ভগ্নাশ হইয়া তাহাকে নিন্দা করে, ও তাহার শিক্ষাবাক্য শুনে না, এবং সাংসারিক লাভ পাওনার্থে অন্য উপদেশকের নিকটে গিয়া বলে, আমরা আপনকার মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে চাহি, আপনি কি আমাদিগকে লইবেন না? দেখ, এমত কপটি লোকেরা ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা সাংসারিক লাভকে প্রিয় জ্ঞান করে, তৎপ্রযুক্ত আমি তাহাদিগকে লোভী বলি।

৩। ধর্ম্মপুস্তকে অনেক লোভি ব্যক্তির বৃত্তান্ত লেখা আছে, যথা, পূর্ব্বকালে আখন নামক এক জন লোভী ছিল। তাহার বিবরণ কহি শুন, যিরীহো নগর ইস্রায়েল লোকদের হস্তগত হইলে পর, ঈশ্বর আখনের পাপপ্রযুক্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে যিহোশূয় অন্বেষণ করিয়া আখনের অপরাধ জানিলে, সে আপনার দোষ স্বীকার করিয়া কহিল, "লুটিত দ্রব্যের মধ্যে উত্তম এক বস্ত্র, এবং দুইশত থান রূপা, এবং এক থান স্বর্ণ দেখিয়া আমি লোভেতে তাহা লইলাম।" তাহাতে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত ইস্রায়েল লোক আখনকে পাথরেতে মারিয়া ফেলিল (যিহোশূয় ৭, ১০–২৫)। অথচ, "হে পরম গুরো, অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে আমাকে কি২ সৎকর্ম্ম করিতে

হইবে?" যে যুবা ব্যক্তি খ্রীষ্টের নিকটে আসিয়া এই নিবেদন করিল, সে লোভপ্রযুক্ত খ্রীষ্টের অনুগ্রহের পাত্র হইল না। কেননা "যদি সিদ্ধ হইতে চাহ, তবে গিয়া আপন সর্ব্বস্ব বেচিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে তুমি স্বর্গেতে ধন পাইবা, এবং আইস আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও।" খ্রীষ্টের এই আজ্ঞা শুনিবামাত্র সে যুবা আপনার যথেষ্ট সম্পত্তি প্রযুক্ত বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল (মথী ১৯. ২০-২২)। আর, দীমা নামক এক জন শিষ্য লোভী হওয়াতে সত্যতাহইতে বিমুখ হইল। সে প্রথমে পৌলের সঙ্গী হইয়াছিল, তৎপরে এই বর্ত্তমান্ সংসারকে ভাল বাসিয়া তাহার সঙ্গ ছাড়িল (তিমথিয় ৪, ৯, ১০)। অধিকন্তু যীশুর বারো শিষ্যের মধ্যে যিহূদা নামক এক জন লোভী হইয়া প্রধান যাজকদিগের নিকটে গিয়া কহিল, "যদি যীশুকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করি, তবে কি দিবা?" তখন তাহারা তাহাকে ত্রিশ টাকা দিতে স্থির করিল। দেখ, সে ব্যক্তি লোভের বলেতে মুগ্ধ হইয়া আপনার প্রভুকে বিক্রয় করাতে সর্ব্বতোভাবে শাপগ্রস্ত হইল। অথচ, পুর্ব্বকালীন মণ্ডলীস্থ লোকদের মধ্যে অননীয় নামক এক লোভি মানুষ আপনার অধিকার বেচিয়া তাহার দামের এক ভাগ লুকাইয়া অন্য ভাগমাত্র আনিয়া প্রেরিতদের পায়ে রাখিল। আর সে আপন দোষ লুকাইবার জন্যে ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা কথা কহিয়া তাঁহাহইতে ভয়ানক দণ্ড পাইল, যথা, সে পিতরের অনুযোগ কথা শুনিবামাত্র ভূমিতে পড়িয়া মরিল (প্রেরিতদের ক্রিয়া ৫. ১-১০)। লোভিরা ইহকালে ও পরকালে ঈশ্বরের

দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ ও শাপগ্রস্ত, উক্ত বিশেষ২ দৃষ্টান্তহইতে আমরা ইহার শিক্ষা পাই।

৪। আরও দেখ, লোভহইতে মহাপাপ জন্মে। প্রথমতঃ যে জন লোভী সে অবিশ্বাসী। ঈশ্বর অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ ও দানশীল হইয়া আপনার সেবকদিগকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেন, ও যাহাতে তাহাদের মঙ্গল হয়, এমত নিরূপণ করেন, যে কেহ ইহা বিশ্বাস করে, সে ঈশ্বরের ইচ্ছার অন্যথা করিতে চাহে না। যদি আমরা কোন উত্তম বস্তু পাইতে না পারি. কিম্বা কেবল অন্যায়রূপে পাইতে পারি, তবে তাহা পাইতে বাঞ্ছা করিলে ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়াতে আমাদের সন্দেহ করা হয়। পুনশ্চ লোভিরা কৃতজ্ঞ নহে। মনুষ্যেরা ঈশ্বরহইতে কত২ বড় উপকার পাইয়া থাকে; তাহা প্রকৃতরূপে বিবেচনা না করিয়া, যে কেহ কোন বিশেষ বস্তুর অভাবপ্রযুক্ত অতুষ্ট হয়, সে কৃতজ্ঞ নহে। বিশেষতঃ ঈশ্বর আপনার সন্তানদিগকে যে অনন্ত পরমায়ুঃ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাকে যথেষ্ট বোধ না করিয়া যে জন ধনাকাঙ্ক্ষা করে, সে সম্পূর্ণরূপে কৃতঘ্ন বটে। অথচ, লোভি মনুষ্য অহঙ্কারী। আমরা অপরাধের নিমিত্তে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কি২ প্রকার দুঃখ ভোগ করণের যোগ্য হই, ইহা স্মরণ করিয়া যে জন নম্র হয়, সে কিরূপে লোভী হইতে পারে? সে কি ঈশ্বরের নিরূপণে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না? অবশ্যই পারে। অতএব যে জন ঈশ্বরের দয়া ও নিজ অধর্ম্ম ভুলিয়া আপনাকে কোন বিশেষ লাভের যোগ্যপাত্র বোধ করে. সে অহঙ্কারী বটে। অথচ, যে লোভ করে, সে অনন্ত-

কালস্থায়ি অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বরং ক্ষণ-কালস্থায়ি প্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করে। যে মনুষ্য ধার্ম্মিক হইয়া যথার্থরূপে নিত্যস্থায়ি পারমার্থিক বিষয় মানে, সে অচিরস্থায়ি সাংসারিক বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে। পৌলের কথাহইতে ইহার প্রমাণ প্রকাশ পাইতেছে, যথা, "আমার যে২ লাভ ছিল, খ্রীষ্টের নিমিত্তে সে সমস্তই ক্ষতি জ্ঞান করিলাম। ফলতঃ আমি আপন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উত্তম জ্ঞানের নিমিত্তে সমস্তই ক্ষতি-মাত্র জ্ঞান করি।" লোভিরা তদ্বিপরীত আচরণ করিয়া ধনার্জ্জনের নিমিত্তে খ্রীষ্টের উত্তম জ্ঞান, এবং আর ২ সমস্ত পারমার্থিক উপকারকে ক্ষতিমাত্র বোধ করে।

৫। আর মনোযোগ করিয়া বুঝ, লোভের অতিশয় মন্দ ফল আছে। ধনাকাঙ্ক্ষী মানুষ পরিত্রাণ বিষয়ে কোন চেষ্টা করে না, এবং সে ঈশ্বরের গৃহে আইলেও কিছু ফল পায় না। পূর্ব্বকালে যিহূদীয় লোকদের মধ্যে অনেক লোভী ছিল। তদ্বিষয়ে পরমেশ্বর যিহিস্কেল ভবিষ্যদ্বক্তাকে কহিলেন, "লোকেরা যেমন আইসে, তেমন তাহারা তোমার নিকটে আইসে, ও আমার লোকদের মত তোমার সম্মুখে বসে, ও তোমার কথা শুনে, কিন্তু তাহা মানে না, যেহেতুক মুখে অনেক প্রেম প্রকাশ করিলেও তাহাদের মন লোভেরঅনুগামী হয়।" (যিহিস্কেল ৩৩,৩১।) অথচ, পূর্ব্বকালে লোভ প্রযুক্ত ঈশ্বর যিহূদীয় বংশকে শাস্তি দিলেন। যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্যের ৫৭. অধ্যায়ের ১৭ পদে লিখিত আছে, "সে আপন মনোনীত পথে অবাধ্য হওয়াতে আমি

তাহার লোভরূপ পাপেতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিলাম ও আপন মুখ লুকাইয়া ক্রোধ করিয়া থাকিলাম।" যিহুদীয়েরা উক্ত দোষপ্রযুক্ত ঈশ্বরহইতে কঠিন শাস্তি পাইল, এবং সমস্ত লোভি মনুষ্য অতিশয় দুঃখ ভোগ পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধের শক্তি জানিবে।

৬। অথচ, লোভিরা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেও কোন উত্তর পাইবে না। তাহারা প্রার্থনা করিতে গেলে তিনি তাহাদিগকে কহিবেন, "তোমরা কি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ? আমি তোমাদের কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইব না।" দায়ূদের ১০ গীতের ৩ পদে উক্ত আছে, "লোভি মনুষ্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক ঘৃণিত;" তবে সে লোকের প্রার্থনারূপ উৎসর্গ কি তাঁহার সাক্ষাতে ঘৃণিত হয় না? আর দেখ, যে লোভ করে, সে কখন সন্তুষ্ট হয় না, বরং ক্রমে২ আরও ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া উত্তরোত্তর লোভরূপ শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হয়। বিশেষ উত্তম বস্তু কিম্বা অধিক ধন পাইলেও অভিলাষের নিবৃত্তি হইবে, কেহ২ এমত কথা বলিয়া থাকে; কিন্তু তাহা ভ্রান্তিজনকমাত্র, যেহেতুক বাঞ্ছনীয় বস্তু কিম্বা ধন পাইলেও কি লোভের নিবৃত্তি হইবে? তাহা দূরে থাকুক, বরং তাহার বৃদ্ধিই হইবে। বিবেচনা করিয়া দেখ, মাসে২ কেবল অল্প টাকা পাইলে লোভি ব্যক্তি বলে, এমন অল্প বেতনে আমার ভরণপোষণ কিরূপে হইতে পারে? আমার অমুক বন্ধু অন্য লোকের নিকটে অধিক টাকা পাইয়া থাকে। আমি এই কার্য্য ছাড়িয়া অন্যস্থানে গিয়া যাহাতে কিছু অধিক পাই,

এমন কর্ম্ম চেষ্টা করিব, ও যে পর্য্যন্ত তাহা না পাই, সে পর্য্যন্ত ক্ষান্ত থাকিব না। দেখ, বাঞ্ছিত টাকা পাইলেও এমত ব্যক্তির বাঞ্ছা পুর্ণ হয় না, বরং সে কেবল সম্পত্তির চেষ্টা প্রযুক্ত ব্যাকুল হইয়া থাকিবে। তিমথির প্রতি পৌলের ১ পত্রের ৬ অধ্যায়ের ১০ পদে বলেন, "তাবৎ অনিষ্টের মূল ধনাশা; তাহাতে ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কতক লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আপনাদিগকে নানা দুঃখেতে বিদ্ধ করিয়াছে।" হায়২ লোভের কি পর্য্যন্ত শক্তি! দেখ, কোন২ সময়ে খ্রীষ্টের নূতন মতাবলম্বি জন সত্য পথে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়; এবং তাহাতে ভক্ত লোকেরা আনন্দিত হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে। আর ধর্ম্মোপদেশকেরা ঐ লোককে বাস্তবিক শিষ্য জ্ঞান করেন। কিন্তু কালক্রমে তাহার মন খ্রীষ্টের প্রতি সরলতাহইতে ভ্রষ্ট হয়, এবং সে শিষ্য বিষয়চিন্তাতে, কি ধনার্জ্জনেতে, কি ঐহিক সুখে মগ্ন হইয়া কণ্টকবনের মধ্যে পতিত বীজের ন্যায় উপযুক্ত ফলেতে ফলবান্ হয় না। হায়২ কত২ বার উপদেশকেরা আপন২ শিষ্যকে ধর্ম্মচ্যুত দেখিয়া ভগ্নাশ হইয়া অতিশয় দুঃখ পান! ইহাতে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই।

৭। আরো দেখ, ধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রায় সমস্ত মন্দ কর্ম্ম করিতে উদ্যত হয়। সে কখন২ উক্ত অননীয় নামক জনের তুল্য মিথ্যা কথা কহে, অথবা পুর্ব্বোক্ত বিশ্বাসঘাতক যিহূদার ন্যায় আপন পরমবন্ধুকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করে। ফলতঃ লোভহইতে ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ, বধ, কলহ, চুরি, ও মিথ্যাসাক্ষ্য প্রভৃতি জন্মে, হে প্রিয় পাঠকেরা, স্মরণ কর, ধন পাইতে মনুষ্যের

মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে। অতএব আমরা যেন লোভরূপ জালে বদ্ধ না হই, এই জন্যে সাবধান হওয়া উচিত। "লোভের বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাক," প্রভু এই কথা অকারণে কহেন নাই। লোভ মনুষ্যদিগের মধ্যে অতিশয়রূপে চলিত আছে, ইহা জানিয়া ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিত কহেন, "লোভের উল্লেখ তোমাদের মধ্যে না হউক, ইহাই পবিত্র লোকদের উচিত।" আর যদি কেহ ইহাতে সাবধান ও সতর্ক না হয়, ও এই কুকর্ম্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা না করে, তবে সে লোভের বশীভূত হইবে।

৮। অথচ, বিবেচনা করিয়া দেখ, সাংসারিক ধন হইতে প্রকৃত সুখ হয়, যে কেহ এমত বোধ করে, সে অতিশয় ভ্রান্ত। প্রভু কহেন, "বহু সম্পত্তি পাওয়াতে মনুষ্যের আয়ুঃ হয় না।" ধনের বৃদ্ধি হইলে সুখের বৃদ্ধি হয় না, বরং তাহার হ্রাস হয়, এবং এই সংসারের মধ্যে যত ধন আছে, কোন মনুষ্য তাহা সমস্তই পাইলেও অতিশয় দুঃখী হইতে পারে। আর মনুষ্যেরা যাহাতে লোভ করে, এমত ধনাদি অচিরস্থায়ী বটে। হিতোপদেশ পুস্তকে উক্ত আছে, "কেহ অস্থায়ি ধন দেখিতে২ও তাহাকে আর দেখা যায় না, অর্থাৎ সে আকাশ পথে উড্ডীয়মান উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় সপক্ষ হইয়া অদৃশ্য হয়।" অতএব যে কেহ ধন হইতে প্রকৃত সুখ পাইবার অপেক্ষাতে থাকে, সে বঞ্চিত হয়, তাহা কেবল নয়, আরো সে নিতান্ত অজ্ঞান. কেননা শেষে তাহার সমস্ত অচিরস্থায়ি ধনের লোপ হইলে সে নিত্যস্থায়ি ধন বিহীন

হইবে। ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ শুন, "যে তিত্তির পাখী পরের ডিম্বের উপর বসিয়া তাহা ফুটায়, যে ব্যক্তি অন্যায়েতে ধন সঞ্চয় করে, সে তাহার ন্যায় হইয়া মধ্যম বয়সে তাহা হারাইয়া অন্তিমকালে মূর্খ হইবে (যিরি-মিয় ১৭। ১১)। লোভ মনুষ্যের আত্মার মানহানি ও সকল সদ্ভাবকে ক্ষয় করে, এবং তাবৎ কুস্বভাবকে সবল করে। তাহাতেই মনুষ্যের অন্তঃকরণ কঠিন হয়। এবং মহাবিচার দিবসে সমস্ত লোভির দুর্গতি হইবে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

৯। যদি বল, লোভ নিবারণ করণের উপায় কি? তবে শুন। লোভহইতে অত্যন্ত মন্দ ফল ও পাপ জন্মে, তাহা যথার্থরূপে বিবেচনা করিতে হয়। কত২ জন লোভেতে নষ্ট হইয়াছে ও এখনই হইতেছে, ইহা মনে রাখা উচিত। অথচ, খ্রীষ্ট আপনার লোকদিগকে বোধের অগম্য পারমার্থিক ধন দিবেন, ইহাও মনে২ স্থির করা কর্ত্তব্য। "ঈশ্বর প্রত্যয়রূপ ধনেতে ধনবান্ করিবার জন্যে জগৎস্থ দরিদ্র লোককে মনোনীত করেন," তাহাও স্মরণ কর। আর, তিনি সমস্ত খ্রীষ্টীয়ান লোককে কহেন, "সকলই তোমাদের, কি জগৎ, কি জীবন, কি মরণ, কি বর্ত্তমান বিষয়, কি ভবিষ্যদ্বিষয়, সকলই তোমাদের, এবং তোমরা খ্রীষ্টের ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।" যে লোক ইহাতে সত্য জ্ঞান করে, সে কি রূপে সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত হইতে পারে? অথচ তোমরা যাবজ্জীবন এই বর্ত্তমান্ সংসারে অনেক সুখভোগ করিতে আশা করিও না। "স্ত্রীগর্ভজাত মনুষ্যের পরমায়ুঃ অল্প ও দুঃখময়; সে

ফুলের ন্যায় বাড়ে এবং কাটা যায়, সে ছায়ার ন্যায় অস্থির, ও এক স্থানে কখনো থাকে না।” পৃথিবীতে যে সকল কুশল ভোগ করা যায় তাহা অস্থায়ী ও তৃপ্তিজনক নয়। আর কর্ম্মের প্রতিফল দিবার সময়ে ধন কি লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে পারে? এবং ধনবান্ মানুষ আপনার অর্থ সঙ্গে লইয়া কি এই জগৎহইতে যাইতে পারে? কোন প্রকারে যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি মনে২ এই প্রকার ভাবনা করিয়া থাকে, সে লোভ নিবারণের এক প্রধান উপায় পায়।

১০। অধিকন্তু হে প্রিয় পাঠকেরা, আমরা জীবিত থাকিয়াও মৃত্যুগ্রস্ত আছি, এবং এক নিমিষে ঈশ্বর অকস্মাৎ আমাদিগকে পৃথিবীহইতে লইতে পারেন, ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য। ইহাতে প্রভু যীশুর উপমা কথা শুন, “এক জন ধনবানের ভূমিতে অধিক শস্যাদি জন্মিলে সে মনে২ ভাবিয়া কহিল, আমার এ সমস্ত দ্রব্য রাখিবার স্থান নাই; কি করিব? আপন গোলা সকল ভাঙ্গিয়া বড়২ গোলা বানাইয়া তন্মধ্যে তাবৎ ফল ও সামগ্রী রাখিব। এবং আপন মনকে কহিব, ও মন, বহুবৎসরের নিমিত্তে নানা সামগ্রী সঞ্চিত আছে, বিশ্রাম কর, ও ভোজন পান করিয়া কৌতুকে থাক। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, ও রে নির্ব্বোধ, অদ্য রাত্রিতে তোমার প্রাণ তোমাহইতে নীত হইবে। তাহাতে এই যে সকল সামগ্রী আয়োজন করিলা সে কাহার হইবে?” এই উপমা কথাহইতে আমাদের সুশিক্ষা জন্মে বটে। এবং প্রভু উক্ত দৃষ্টান্ত দিয়া আরো কহিলেন, “যে ব্যক্তি

ঈশ্বরের নিকটে ধন সঞ্চয় না করিয়া কেবল আপনার নিকটে ধন সঞ্চয় করে, সেই তদ্রূপ।" অতএব মনোযোগ করিয়া সাবধান হও, পাছে ঈশ্বর তোমাদিগকে উক্ত ধনবান্ মনুষ্যের ন্যায় বুঝিয়া নির্ব্বোধ বলেন, এবং অকস্মাৎ তোমাদের প্রাণ গ্রহণ করেন।

শেষে, প্রভু যীশুর শারীরিক অবস্থা কি প্রকার, তাহা মনে২ বিবেচনা করা আবশ্যক। তিনি লোভ, ও ধনাকাঙ্ক্ষা, এবং সাংসারিক সুখ পাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই। অতএব যাহারা তাঁহার পশ্চাদ্গামী হয়, তাহারা অতি অল্প বিষয়ের অধিকারী হইয়াও পরিতৃপ্ত হয়। দেখ তিনি কহেন, "গুরু হইতে শিষ্য বড় নহে, এবং কর্ত্তা হইতে দাসও বড় নহে। শিষ্য আপন গুরুর, ও দাস আপন কর্ত্তার তুল্য হইলেই যথেষ্ট।" এইহেতুক, খ্রীষ্টের শিষ্য লোভী হইতে পারে না, ইহার নিতান্ত নিশ্চয় আছে। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, যদি তোমরা আপনাদিগকে প্রভু যীশুর শিষ্য বল, তবে তাঁহার অনুগামী হইয়া সাংসারিক সুখে লোভ করিও না, বরং "ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে পলাইয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বরসেবা ও প্রত্যয় ও প্রেম ও ধৈর্য্য ও মৃদুতা এই সকলের পশ্চাদ্গামী হও।" ইহাতে যে স্থানে কীট ও মর্চ্চ্যা কোন বস্তুকে ক্ষয় করে না, এবং চোরেরাও সিঁধ কাটিয়া চুরি করিতে পারে না, এমত স্বর্গেতে প্রকৃত ও নিত্যস্থায়ি ধন সঞ্চয় করিবা।

১০ উপদেশ।

বিশ্বাসিরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ।

তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ। পর্ব্বতোপারস্থ নগর গুপ্ত হইতে পারে না। আর মনুষ্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, বরং দীপাধারের উপরেই রাখে। তাহাতে সে দীপ গৃহস্থিত সকল লোককেই দীপ্তি দেয়। মথী ৫. ১৪,১৫।

এই জগৎস্থ লোকেরা নিজ জ্ঞানে সুখের পথ ও পরিত্রাণের উপায় না জানিয়া অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে। মনুষ্যের আত্মার অমরতা, ও শরীরের পুনরুত্থান, ও ঈশ্বরের একত্ব, ও পাপের ফল, ও নরকযন্ত্রণা, ও স্বর্গীয় সুখ, ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি, ও ঈশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলন করণের উপায়, এই সকল বিষয় ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ ব্যতিরেকে পৃথিবীস্থ লোক জ্ঞাত হইতে পারে না। দেখ, বঙ্গদেশীয় লোকদের কি পর্য্যন্ত অজ্ঞানতা! তাহারা সত্যধর্ম্মের কিছু নিশ্চয় জানে না। হে মহাশয়, কিরূপে পরিত্রাণ হয়? কেহ কোন ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া এই নিবেদন করিলে উপযুক্ত উত্তর পায় না। ব্রাহ্মণেরা সাধারণ লোককে ধর্ম্মবিষয়ে সদুপদেশ দিতে পারে না। তাহারা নিজে অন্ধ হইয়া কি প্রকারে অন্ধ লোকের পথদর্শক হইতে পারে? কোন প্রকারে পারে না। সুতরাং হিন্দু লোকেরা তাহাদের স্থানে সর্ব্বদা শিখিলেও তত্ত্বজ্ঞান পায় না, তাহা কেবল নয়, বরং ভ্রান্তির বক্র পথে চলিয়া শেষে হতজ্ঞানমাত্র হয়. ইহা আশ্চর্য্য

নহে। বিচার করিয়া দেখ, যদি অন্ধ লোক অন্ধকে পথ দেখায়, তবে উভয়ই কি গর্ত্তে পড়িবে না? হিন্দুজাতীয় গুরুরা আপনাদের জ্ঞান ও বিদ্যাতে সামান্য লোকদিগের মঙ্গলার্থে কি নিষ্পন্ন করিয়াছেন? কিছুই না। এবং যাহারা সংস্কৃত ভাষা জানিয়া পুরাণাদি পাঠ করিয়া থাকে, তাহারা কি সাধারণ লোক অপেক্ষা ধার্ম্মিক? তাহা নয়। এই দেশীয় অনেক২ ব্যক্তি পুণ্য পাইবার জন্যে নানা প্রকার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জনও পুণ্যবান্ নহে। হায়২, হিন্দুলোকেরা সত্য অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে অস্বীকার করিয়া বহু কল্পিত মিথ্যা দেবপূজাতে আসক্ত হয়। আর, এই দেশের নগর ও গ্রাম প্রায় প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া সমস্ত ভক্তলোক উত্তপ্তচিত্ত হয়। অথচ, দেবপূজকেরা অন্তিমকালে হতাশ হইয়া মরে। পরন্তু যদি তাহাদের কোন প্রত্যাশা থাকে, তবে সে কি প্রকার? গুরুরা বলে, মরণের পর দেহপরিবর্ত্ত হয়, অর্থাৎ মনুষ্যের আত্মা শরীরহইতে নির্গত হইয়া পশুপক্ষ্যাদির দেহকে আশ্রয় করে। আর, কোন২ ব্যক্তি মহাপরাধী হইয়া কেবল বারম্বার জন্ম গ্রহণ করাতে অপরাধের মার্জ্জনা পাইয়া থাকে। দেখ, যে জন এই মিথ্যা কথাকে সত্য জ্ঞান করে, সে কিরূপে মরণকালে শান্তি পাইতে পারে? পুনশ্চ, প্রতিমাপূজকেরা পর্ব্বসময়ে অতিশয়রূপে মন্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা তৎকালে জ্ঞানরহিত অত্যন্ত জড়পুত্তলিকাদিগকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া পূজা করে। বিশেষতঃ তাহারা ধর্ম্মজ্ঞানে মুখবাদ্য কক্ষবাদ্য অঙ্গুলিধ্বনি ও ভূমিতে পদাঘাত ও করতালি করে, এবং নিন্দিত

গীত গায়, ও কুৎসিতরূপে অঙ্গভঙ্গিমা করে। পুত্তলিকা-পূজকদের কুব্যবহার বিষয়ে, আমার আর কহিবার প্রয়োজন নাই, কেননা তাহা তোমাদের দৃষ্টিগোচরে আছে।

১। বিচার করিয়া দেখ, যদি এই দেশীয় লোকেরা অন্ধকারময় না হইত, তবে তাহারা উক্ত লজ্জাকর ক্রিয়া করিত না। অন্ধকার এই দেশকে ও ঘোর অন্ধকার এই দেশীয় লোকদিগকে অবশ্য ঢাকিতেছে। দেখ, ৭৪ গীতের ২০ পদে বলেন, "পৃথিবীর অন্ধকারময় স্থান উপদ্রবির বসতিতে পরিপূর্ণ হইয়েছে," বঙ্গদেশেই এই কথার দৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপে দেখা যায় বটে। দেখ, পূর্ব্বকালে ঐ দেশে অনেকানেক বিধবা আপনাদের মৃত স্বামির সহিত চিতাতে পুড়িয়া মরিত। এবং বর্ত্তমান্ কালেও অনেক পীড়িত লোক গঙ্গাতীরে আনীত হইয়া আত্মীয়দের ক্রূরতাপ্রযুক্ত অকালে প্রাণত্যাগ করে। আর লক্ষ২ স্ত্রীপুরুষ জগন্নাথকে দেখিতে ধর্ম্মজ্ঞানে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করে, ও যাওন কালে ঐ পথিকদের মধ্যে অসংখ্য লোক স্থানের দূরত্ব ও আহারের কষ্টতা প্রযুক্ত পথের পার্শ্বে মরিয়া থাকে। আর দেখ, এই দেশীয় লোকদের মধ্যে অনেকেই বেশ্যাগামী ও লোভী, ও মিথ্যা সাক্ষী, ও চোর, ও পরস্পর ঘৃণাকারী হয়। পৌল প্রেরিত দেবপূজকদের বিবরণ করিয়া কহেন," তাহারা আপনাদের মনে ঈশ্বরকে স্থান দিতে অসম্মত হওয়াতে ঈশ্বর তাহাদিগকে দুষ্টমনা হইতে ও অসঙ্গত ক্রিয়া করিতে দিলেন। অতএব তাহারা তাবৎ অন্যায়, ও ব্যভিচার, ও দুষ্টতা, ও লোভ, ও জিঘাংসা; এবং ঈর্ষ্যা, ও বধ, ও বিবাদ, ও চাতুরী, ও

কুরীতি ইত্যাদি দুষ্কর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।" পৌল সত্য সাক্ষ্য দেন, ইহা আমরা হিন্দুদের দুষ্টাচরণ দেখিয়া নিশ্চয়রূপে জানিতে পারি।

৮। এখন মনোযোগ করিয়া বুঝ, পূর্ব্বোক্ত ঘোর অন্ধকার কি রূপে নষ্ট হইতে পারে? প্রভু আপন শিষ্যগণকে কহেন, "তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ।" দেখ, যথার্থরূপে কেবল প্রভু যীশু আপনি জগতের দীপ্তিস্বরূপ হন। ইহাতে তিনি কহেন, "আমি জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ, যে ব্যক্তি আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়, সে অন্ধকারে না চলিয়া জীবনরূপ দীপ্তি পাইবে।" অর্থাৎ যাদৃশ সূর্য্যের কিরণ দ্বারা জগৎস্থ বস্তু দেখা যায়, তাদৃশ খ্রীষ্টের দত্ত দীপ্তিদ্বারা আমরা পারমার্থিক বিষয় বুঝিতে পারি। আর দেখ, যদি সূর্য্যের উদয় না হইত, তবে পৃথিবীস্থ কোন প্রাণী জীবিত থাকিত না; বরং সমুদয় জগৎ অরণ্যস্বরূপ হইত। তেমনি মনুষ্যের মনে ধর্ম্মরূপ সূর্য্য অর্থাৎ খ্রীষ্টের উদয় না হইলে মন সদ্গুণী হয় না, বরং সে কাননস্বরূপ হইয়া কেবল কণ্টক ও শ্যাকুল জন্মায়। কেবল প্রভু তাবৎ পারমার্থিক দীপ্তির আকর হইলেও তিনি মূলবাক্যে আপন শিষ্যগণকেই বলেন, "তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ।" ইহার অভিপ্রায় এই, যথা, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁহাহইতে দীপ্তি পাইয়া জগজ্জনকে দীপ্তিরূপ ধর্ম্মোপদেশ দেয়। বিশ্বাসিরা আপনাদের নিজ দীপ্তিতে উজ্জ্বল নয়, বরং খ্রীষ্ট তাহাদিগকে দীপ্তি দেন। ইহাতে দৃষ্টান্ত বাক্য শুন, চন্দ্র এবং আর২ গ্রহেরা নিজ তেজোদ্বারা শোভা পায় না, বরং সূর্য্যহইতে

প্রাপ্ত যে দীপ্তি তাহাদ্বারাই তেজস্বী হয়। তদ্রূপে প্রকৃত জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি তিনি আপন শিষ্যদিগকে যে দীপ্তি দেন তাহাদ্বারাই তাহারা সুশোভিত হয়। দেখ, আদিতে ঈশ্বর কহিলেন, "দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল।" ইহা মনে করিয়া পৌল প্রেরিত কহেন, "যীশু খ্রীষ্টের মুখে প্রকাশ পাইতেছে যে ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ তেজঃ, তাহা দেখাইতে অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ পাইতে আজ্ঞা দিলেন যে ঈশ্বর, তিনি আমাদের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিলেন।" এই হেতুক বিশ্বাসিরা জগৎস্থ লোকদিগকে দীপ্তি দিতে উপযুক্ত হয়। ঈশ্বর তাহাদিগকে শিখাইয়াছেন, তন্নিমিত্তে তাহারা অজ্ঞান লোকদিগকে শিখাইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখ, খ্রীষ্টীয়ান লোক ধর্ম্ম শাস্ত্রে শিক্ষিত হওয়াতে এবং সদাত্মাহইতে চেতনা পাওয়াতে এই দেশীয় তাবৎ সুপণ্ডিত অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ হয়। ফলতঃ প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ান বালক প্রাচীন হিন্দু গুরুদিগকেও উপদেশ দিতে যোগ্য হয়। "হে ঈশ্বর, তোমার প্রমাণ বাক্য ধ্যান করাতে তাবৎ গুরু অপেক্ষা জ্ঞানবান্ হই," খ্রীষ্টের প্রত্যেক শিষ্য সত্যরূপে এই কথা বলিতে পারে। আর, যদি সমস্ত বিশ্বাসি লোক পৃথিবীহইতে নীত হইত, তবে অবশিষ্ট মনুষ্যগণ গাঢ় অন্ধকারে মগ্ন হইত। এবং তাহাদিগকে আগামি কোপহইতে পলাইতে কেহ চেতান দিতে থাকিত না।

৩। আরও দেখ, প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান লোক লুক্কায়িত হইতে পারে না। দেখ, কোন নগর মাঠের মধ্যে থাকিলে যে জন পথে যায়, সম্ভবে সে তাহা দেখিতে পায় না.

কিন্তু উচ্চস্থ যে নগর তাঁহা নিকটস্থ সকল লোকের দৃষ্টি-গোচরে থাকে। প্রভুও কহেন, "পর্ব্বতোপরিস্থ নগরী গুপ্ত হইতে পারে না।" তদ্রূপে খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্যগণ দুষ্টদল হইতে পৃথক্ হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে আসক্ত হওয়াতে উচ্চস্থ নগরের ন্যায় তাবৎ মনুষ্যের সাক্ষাতে সুপ্রকাশিত হয়। তাহারা আপনাদের প্রার্থনার সংখ্যা, বা সৎকর্ম্মের যোগ্যতা, কিম্বা পুণ্যের শক্তি সর্ব্বত্র প্রচার করে এমন নয়, বরং তাহারা নম্রতাপ্রযুক্ত ঐ সকল বিষয়ে কিছু না বলিলেও তাহাদের অত্যুত্তম ব্যবহারই সাক্ষ্য দেয়। এবং তাহাদের ভক্তি দেখিয়া সাধারণ লোকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রশংসা করে।' প্রভু আরও কহেন, " মনুষ্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, বরং দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে সে দীপ গৃহস্থিত সকল লোককেই দীপ্তি দেয়।" তদ্রূপে যদি কোন পরিবারের মধ্যে এক জন ভক্ত হয়, তবে সে ঐ পরিবারের অন্য লোকদিগকে ধর্ম্মরূপ দীপ্তি দেয়। ঈশ্বর কোন২ লোককে কি জন্যে অন্ধকারহইতে আপনার আশ্চর্য্য দীপ্তির মধ্যে ডাকেন? পিতর প্রেরিত ইহার উত্তর দেন, যথা, "তোমরা যেন ঈশ্বরের প্রশংসা প্রকাশ কর, এই জন্যে তোমরা মনোনীত বংশ, ও রাজকীয় যাজককুল, ও পবিত্র প্রজা, ও ক্রীত লোক হইয়াছ।" প্রভু কহেন, "যাহাতে মনুষ্যেরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ধন্যবাদ করে, তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি এমত সপ্রকাশ হউক।" কেহ২ মনুষ্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে তাহাদের গোচরেই প্রার্থনাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করে, যথা, পূর্ব্বকালে কপটি ফিরুশির

দানকরণ সময়ে মনুষ্যদের হইতে সুখ্যাতি পাইবার জন্যে ভজনালয়ে ও রাজপথের কোণে দাঁড়াইয়া তুরী বাজাইয়া লোক দেখান প্রার্থনাদি করিত। দেখ, এমত আত্মশ্লাঘিরা আপনাদেরই প্রশংসার চেষ্টা করিয়া ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণে অমনোযোগী হইয়া তাঁহার হইতে কোন ফল পাইল না, ইহা স্মরণ করিয়া আইস আমরা নিজ ধর্ম্মের প্রকাশ না করিয়া খ্রীষ্টের পদচিহ্ন দিয়া নম্রতাপূর্ব্বক গতি করি, এবং সর্ব্বদা ঈশ্বরের অভিমত কর্ম্ম করিতে যত্নবান্ হই। তাহাতে মনুষ্যগণ আমাদের কোন অহঙ্কার সূচক কথা না শুনিয়া ও আমাদের সৎক্রিয়াদ্বারা বিচার করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিবে

৪। আর দেখ, আমরা সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে উদ্যোগী হইলেই আপনাদের অপবাদকদিগকে লজ্জিত করিতে পারি। ইহাতে পিতর প্রেরিত কহেন, "তোমরা যেন সৎকর্ম্ম করিয়া নির্ব্বোধ মনুষ্যদের অজ্ঞানতাকে জড় করিয়া রাখ, এই ঈশ্বরের অভিমত।" দেখ, প্রতিমাপূজকদিগের আচার ব্যবহার অতিশয় মন্দ, অতএব আমাদের ব্যবহার উত্তম দেখিলে তাহারা লজ্জিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিবে। আর, ফিলিপীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল এই উপদেশ দেন, যথা, "যাহাদের নিকটে জীবনরূপ বাক্য প্রকাশ করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ হও, এমন কুটিল ও বিপথগামি লোকদের মধ্যে তোমরা যেন নির্দোষ ও নিষ্কপট ও ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও, এই জন্যে বচসা ও বিবাদ ছাড়িয়া যাবৎ কর্ম্ম কর।" নির্দোষ ও নিষ্কপট হইতে যত্ন করা বিশ্বাসিদের কর্ত্তব্য

বটে, কিন্তু তদ্ব্যতিরেকে দেবপূজকদিগকে খ্রীষ্টের তত্ত্ব জানাইতে বিশেষ শ্রম করাও আবশ্যক। দেখ, পূর্ব্ব-কালে তাড়না প্রযুক্ত যিরূশালম নগরের মণ্ডলীস্থ লোকেরা যিহূদিয়া ও শোমিরোণ দেশের নানা স্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সর্ব্বত্র সুসমাচার প্রচার করিল। যাহারা উপদেশকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল কেবল তাহারাই ভ্রমণ করত সুসমাচার ঘোষণা করিল তাহা নয়, বরং সমস্ত লোকই খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য প্রেমদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সকল স্থানে যথাসাধ্য তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। আর ইহাতেই ঈশ্বরের তুষ্টি হইল তাহা প্রত্যক্ষ আছে, কেননা প্রভুর হস্ত তাহাদের সহায় থাকাতে অনেকানেক লোক বিশ্বাস করিয়া প্রভুর প্রতি মন ফিরাইল।

৫। অথচ মনোযোগ করিয়া দেখ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্য শ্রেষ্ঠরূপে জগতের দীপ্তিস্বরূপ হইল, কারণ তাহাদেরই অধিক শ্রম ও ঘোষণা ও লেখাদ্বারা সুসমাচাররূপ দীপ্তি দেশে২ অতিবেগে ব্যাপিয়া গেল। এবং এই সময়ে খ্রীষ্টের উক্ত প্রেরিতগণের লিখিত পত্রদ্বারা প্রায় সকল দেশীয় লোক ধর্ম্মরূপ দীপ্তি দেখিতে পাইতেছে। কিন্তু যদ্যপি যোহন, পিতর, পৌল, প্রভৃতি প্রেরিত ব্যক্তিরা জগৎস্থ লোকদিগকে প্রধানরূপে দীপ্তি দিল, তথাপি খ্রীষ্ট আপন সমস্ত শিষ্যকেই কহেন, "তোমরা জগতের জ্যোতিস্বরূপ।" আর, পৌল ইফিষীয় মণ্ডলীস্থ তাবৎ লোকেরই প্রতি লিখেন, "তোমরা পূর্ব্বে অন্ধকারময় ছিলা, কিন্তু এখন প্রভুদ্বারা দীপ্তিময় হই-

য়াছ।" অথচ, তিনি ফিলিপীয় মণ্ডলীস্থ সকলের প্রতি কহেন, "তোমরা বিপথগামী লোকদের নিকটে জ্যোতিঃস্বরূপ হও।" আর, শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হউক বা না হউক, দেবপুজকের সাক্ষাতে সৎকর্ম্ম করাতে ও উপদেশ দেওয়াতে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করা প্রত্যেক বিশ্বাসি লোকের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৬। শেষে আমি উপদেশকের পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি। "আমরা পুর্ব্বে পারমার্থিক বিষয়ে অন্ধ ছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতে পাই," সুসমাচার প্রচার করণে হে আমার সহকারি ভ্রাতৃগণ, যদি তোমরা সরলরূপে এই কথা বলিতে পার, তবে ঈশ্বরের আনুকূল্যদ্বারা স্বদেশীয় লোকদের জ্ঞানচক্ষুঃ প্রকাশ করিতে এবং অন্ধকারহইতে দীপ্তির প্রতি, অর্থাৎ শয়তানহইতে ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের মতি ফিরাইতে সযত্ন হও। ইহাতে পৌলের দৃষ্টান্তে অবধান কর। সুসমাচার ঘোষণা করণে তাহার অতিশয় উৎসাহ হওয়াতে তিনি লোকদিগকে শিখাইবার জন্যে সমুদ্র পারে গিয়া অনেক দেশে পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি আপনার শ্রম ও দুঃখভোগের বৃত্তান্ত করিয়া বলেন, "আমি যিহুদীয়দের হইতে পাঁচবার ঊনচল্লিশ প্রহার, এবং তিনবার বেত্রাঘাত, এবং একবার প্রস্তরাঘাত ভোগ করিলাম। আর তিনবার জাহাজ ডুবিতে ঠেকিলাম। এবং অগাধ জলে এক দিন এক রাত্রি ছিলাম। এই রূপে অনেক ২ বার যাত্রাতে, ও নদীসঙ্কটে, ও দস্যুসঙ্কটে, ও স্বদেশীয়দের সঙ্কটে, ও বিদেশীয়দের সঙ্কটে, ও নগরসঙ্কটে, ও বনস-

ঙ্কটে, ও সমুদ্রসঙ্কটে, এবং বেশধারি ভ্রাতৃগণের সঙ্কটে, এবং পরিশ্রমে, ও ক্লেশে, ও বার ২ জাগরণে, ও ক্ষুধাতে, ও তৃষ্ণাতে, ও অনেক বার অনাহারে, ও শীতে, ও উলঙ্গতাতে কাল ক্ষেপ করিলাম।" হায় ২ হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, পৌলের আশ্চর্য্য উৎসাহে বিবেচনা করিয়া আমাদের মধ্যে কে অধোমুখ না হয়? এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে প্রায় কেহই উৎসাহশীল নহে। যদি সকলে খ্রীষ্টের রাজ্যের বৃদ্ধি করণে উদ্যোগী হইত, তবে সত্বরে শয়তানের প্রতিমাপূজারূপ মন্দির শীঘ্র উচ্ছিন্ন হইত, ও সকল দেবালয় ভূমিসাৎ হইত। অতএব যদি ঈশ্বর তোমাদিগকে জীবনরূপ দীপ্তি দিয়াছেন, তবে অন্ধকারে মগ্ন হিন্দুর বংশকে দীপ্তি দিতে আয়াসপূর্ব্বক সচেষ্ট হও। এই পৃথিবীতে আমাদের শ্রম করণের সময় উপস্থিত হইল ইহাও মনে কর। এবং যদ্যপি সুসমাচার ঘোষণা করণপ্রযুক্ত ক্লেশ ও অপমান সহ্য করিতে হয়, তথাপি তাহাতে ক্ষান্ত হইও না। তীমথির প্রতি পৌলের কথা শুন, "যদি ক্লেশ সহ্য করি, তবে খ্রীষ্টের সহিত রাজত্ব করিব। কিন্তু আমরা তাঁহাকে অস্বীকার করিলে তিনিও আমাদিগকে অস্বীকার করিবেন।" অতএব বেতনের বৃদ্ধি, বা পদের উন্নতি, বা সাংসারিক সুখভোগে মনোযোগ না করিয়া পৌলের পশ্চাদ্বর্ত্তী হও। যদ্যপি তোমরা স্বদেশীয় বহু লোক অপেক্ষা বিজ্ঞ, তথাপি অভিমান ত্যাগ করিয়া গ্রামবাসি অতিক্ষুদ্র লোকদিগকেও শ্রমপূর্ব্বক শিখাইতে সম্মত হও। যদি পৌল প্রেরিত অতিশয় যত্নপূর্ব্বক আপনার ঘৃণাকারিদিগকে উপদেশ দিতে

উদ্যোগী ছিলেন, তবে বিচার করিয়া বল, স্বদেশীয় দীন-হীন লোকদিগকে উপদেশ দেওয়া কি তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়? পৌল কহেন, “কোন প্রকারে কতক লোকের যেন পরিত্রাণ হয়, এই আশয়ে যাহার যেমন ব্যবহার তাহার নিকটে তদনুসারে ব্যবহার করিলাম।” আর এইরূপ ব্যবহার করা তোমাদেরও উচিত বটে

শেষে হে প্রিয় লোকেরা, তোমরা যেন জগতের দীপ্তি স্বরূপ হও, এই নিমিত্তে বিশ্বাসপূর্ব্বক খ্রীষ্টেতে থাক। যদি কেহ দীপ্তি পাইবার জন্যে প্রভুর কাছে না যায়, এবং তাঁহার সহিত প্রার্থনা ও ধ্যানদ্বারা নিত্যং আলাপ না করে, তবে সে অন্ধকারে থাকিয়া কোন প্রকারে অন্ধব্যক্তিদিগকে দীপ্তি দিতে পারিবে না। ইহাতে খ্রীষ্ট কহেন, “যে জন আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সে প্রচুর ফলেতে ফলবান্ হয়; কিন্তু আমাভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।” অতএব যেন প্রচুররূপে ফলবান্ হওয়াতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ কর, এই জন্যে তোমরা তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই পারমার্থিক ভাবে আলাপ করিতে যত্ন কর। তাহাতে তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ হইবা, এবং যে সময়ে যীশু প্রকাশিত হইবেন, তৎকালে তোমরাও লজ্জিত না হইয়া সাহসপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবা।

গীত।

এমন আশ্চর্য্য প্রেম প্রকাশিলে
প্রভু শত্রুলাগি প্রাণ দিলে।

১ প্রভু জগতে ছিলে নরেতে মিলে হে নরমেধ হইলে
প্রভু নরের নরক জ্বালা আপনি নিবারিলে।

২ প্রভু দিয়া নিজ প্রাণ হইলে বলিদান হে প্রভু অতি দয়াবান
কত অন্ধ খোড়া গোঙ্গা আদি মৃতকে বাঁচাইলে

৩ শত্রু হস্তে প্রাণ করি সমর্পণ করিলে কবরে শয়ন
তিন দিনের দিনে প্রভু আপনি হে উঠিলে।

৪ পিতা ঈশ্বর সদনে আছ তাঁর দক্ষিণে হে স্থান প্রস্তুত কারণে
ওহে নিজ আশ্রিত জনে তুমি রাখিবে সে অতুলে।

১১ উপদেশ।

ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণের বিধি।

ঈশ্বরের সেবক যেন সিদ্ধ হয়, ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হয়, এই নিমিত্তে ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত। এবং উপদেশে ও অনুযোগে ও শাসনে ও ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়। ২ তীমথিয় ৩. ১৬,১৭।

ঈশ্বরের বাক্য অভ্যাস করা অপেক্ষা আর২ কোনই কর্ম্ম মনুষ্যদিগের মঙ্গলজনক নহে। পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আপনার ইচ্ছা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আর আমাদের বিষয়ে তাঁহার কি২ প্রকার অভিমত, তাহা ধর্ম্মপুস্তকে স্পষ্টরূপে লেখা আছে। আর ভক্ত জনেরা অনেক শ্রমপূর্ব্বক আদিভাষায় রচিত ধর্ম্মপুস্তক বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদিত করিয়াছেন। অতএব বঙ্গদেশীয় লোকদের মধ্যে যাহারা লেখা পড়া জানে, তাহারা অনায়াসে নিজ ভাষাতে ঈশ্বরের মহৎ কর্ম্মের বিবরণ পড়িতে পারে। ঐ পুস্তকের তর্জমাকারিরা হিন্দুলোকদের উপকারক বটে, এবং সেই তর্জ্জমাদ্বারা

এই দেশীয় ব্যক্তিরা প্রচুর ধর্ম্মজ্ঞান পাইতে পারে। কিন্তু যে জন উক্ত শাস্ত্রে মনোযোগ না করে, সে তাহাহইতে কোন শিক্ষা পায় না। এবং যদ্যপিও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ধর্ম্মপুস্তক সকলের কাছে আছে, তথাপি আলস্য কিম্বা অনভিলাষপ্রযুক্ত সম্ভবে কেহ২ তাহাহইতে কোন লাভ পায় না। অতএব ঈশ্বরের শাস্ত্র অভ্যাস করা কি জন্যে কর্ত্তব্য? আর, সে শাস্ত্র কি২ মতে পাঠ করা উচিত? এবং তাহা উপযুক্তরূপে অধ্যয়ন করিলে কি২ ফল হয়? এই তিন বিষয়ে আমি কিছু২ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হই। তাহা ভক্তিপূর্ব্বক শুনিতে দয়ালু পরমেশ্বর তোমাদিগকে অনুগ্রহ করুন।

১। ধর্ম্মপুস্তক অভ্যাস করা আমাদের কর্ত্তব্য কেন? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ, ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত। ধর্ম্মপুস্তকের লেখকগণ নিজ জ্ঞানে তাহার রচনা করেন নাই। পিতর প্রেরিত বলেন, "ভবিষ্যদ্বাক্য মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা প্রবৃত্তি পাইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল।" হিন্দুশাস্ত্র ঈশ্বর দত্ত নহে ইহার প্রমাণ এই, তাহাতে অনেক বিপরীত ও অযুক্তিসিদ্ধ ও অসম্ভব কথা লেখা আছে। বিশেষতঃ দেবদেবীর কুব্যবহারের বিষয়ে অনেক ঘৃণাজনক বাক্য আছে। আর হিন্দুশাস্ত্র পড়িলেও কেহ ধার্ম্মিক হইতে পারে না, বরং তাহাতে অধার্ম্মিক হইয়া উঠে। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে সমুদায় কথার ঐক্য আছে, ও তাহাতে কোন বিরুদ্ধ বাক্য নাই। অথচ, তাহার উক্তি নির্দ্দোষ,

১২ গীতে বলেন, "ঈশ্বরের বাক্য মৃত্তিকা মুচিতে সাতবার পরিষ্কৃত রূপার ন্যায় নির্ম্মল।" এবং যে ব্যক্তি উপযুক্তরূপে তাহা ধ্যান করে, সে উত্তরোত্তর পুণ্যবান্ হয়। ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের বাক্য, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই, এইহেতুক তাহা পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। বিচার করিয়া দেখ, যদি বালক আপন পিতার কথা শুনিয়া মানে, তবে সৃষ্টিকর্ত্তার বাক্য পাঠ ও মান্য করা কি সৃষ্ট বস্তুর, অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্য নয়? নিতান্ত কর্ত্তব্য বটে।

২। আর ধর্ম্মপুস্তক সদুপদেশে ফলদায়ক হয়, তন্নিমিত্তেও তাহা পাঠ করা উচিত। পরমেশ্বরের ও পরিত্রাণের বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান কেবল উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে, এবং যে কেহ তাহাতে শিক্ষিত হয়, সে কি২ কর্ম্ম করা উচিত, ও কি২ অনুচিত তাহা নিশ্চয়রূপে জানে। আর, যে জন তাহা জানে না, সে ভ্রান্ত হইয়া কুপথে চলে। আর সেই শাস্ত্র অনুযোগে ও শাসনে ফলদায়ক হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের নিরূপিত পথ ছাড়িয়া বিপথে গেলে ধর্ম্মপুস্তক আমাদিগকে সুপথে পুনর্ব্বার চলাইতে পারে। আর, প্রয়োজন থাকিলেও তাহাই আমাদিগকে অনুযোগ ও শাসন করে। ১১৯ গীতে কহেন," যুবমানুষ কিপ্রকারে আপন পথ পরিষ্কার করিবে? তোমার বাক্য অনুসারে সতর্ক হইয়া করিবে।" ধর্ম্মগ্রন্থ আমাদের ব্যবহারের উপযুক্ত নিরূপক বটে, এবং যাহারা তদনুসারে চলে, তাহারা শেষে অবশ্য স্বর্গরাজ্যে পঁহুছিবে। অথচ, ঐ শুদ্ধশাস্ত্র ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়। আমাদের কি২ কর্ম্ম ত্যাজ্য, ও কি২ বিষয় বিশ্বাস্য, ও কোন্২ ব্যক্তি প্রেমযোগ্য, এবং পরকালে

ভিন্ন ২ মনুষ্যের ভিন্ন ২ গতি হইবে, এই সকলই ঐ পুস্তকে বিস্তারিত আছে। আর, পরমেশ্বরহইতে তাবৎ বস্তু সৃষ্ট হইয়া রক্ষিত হইতেছে; এবং এক সত্য পরমেশ্বরেতে পিতা, ও পুত্র ও সদাত্মা, এই তিন ব্যক্তি আছেন; আর, ঈশ্বর স্বভাবতঃ কি পর্য্যন্ত উত্তম; আর মনুষ্যগণ দুষ্ট ও দুঃখিত, এই ২ সকল আমরা উক্ত পুস্তকহইতে অবগত হইতেছি। আর মনুষ্যদিগের পরিত্রাণের নিমিত্তে যে কিছু আবশ্যক তাহাও ঐ পুস্তকে সম্পূর্ণরূপে লেখা আছে। ফলতঃ তাবৎ মনুষ্য অর্থাৎ রাজা কি প্রজা, স্বামী কি স্ত্রী, পিতা কি পুত্র, মনির্ব কি চাকর হউক, সকলেই ঈশ্বরের শাস্ত্রে আপন ২ উচিত ব্যবহারের বিধি জানিতে পারে। অতএব সে শাস্ত্র পাঠ করা সমুদয় লোকের কর্ত্তব্য বটে।

৩। অধিকন্তু বিবেচনা কর, ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। প্রভু যীশু যিহূদীয়-দিগকে কহিলেন, "ধর্ম্মপুস্তকের কথা আলোচনা কর। সে কথাদ্বারা তোমরা অনন্ত পরমায়ুঃ পাইবা তোমাদের এমত বোধ আছে। সে পুস্তকও আমার বিষয়ে প্রমাণ দিতেছে।" সুতরাং, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য পাঠ না করে, সে তাঁহার আজ্ঞাবহ নহে, ইহা সপ্রমাণ আছে। আর দেখ, দায়ূদের প্রথম গীতে বলেন, "যে জন পরমে-শ্বরের শাস্ত্রেতেই সন্তুষ্ট থাকে, এবং দিবারাত্রি তাহা ধ্যান করে সেই ধন্য।" আর পিতর প্রেরিত কহেন, "তোমরা তাবদ্দ্বেষ, ও সর্ব্বপ্রকার ছল, ও কাপট্য, ও ঈর্ষ্যা, ও তাবৎ কদালাপ ছাড়িয়া বৃদ্ধি পাইবার জন্যে নব-

শিশুদের ন্যায় প্রকৃত বাক্যরূপ দুগ্ধ পাইতে ইচ্ছা কর।' দেখ, যেমন নবশিশু আপনার মাতার দুগ্ধ খাইয়া বাড়ে, তেমনি যাহারা ঈশ্বরের বাক্যরূপ দুগ্ধ খাইয়া থাকে, তাহারা পারমার্থিক বিষয়ে বৃদ্ধি পায়। আর যাদৃশ অতি শিশু মাতার দুগ্ধ না পাইলে ক্ষীণ হইয়া উঠে, তাদৃশ যে কেহ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও ধ্যান না করে, সে প্রকৃত বাক্যরূপ দুগ্ধকে অধম জ্ঞান করিয়া কোন প্রকারে বর্দ্ধিষ্ণু হইতে পারে না। আর দেখ, প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণে উক্ত আছে, বিরয়া নগরস্থ ব্যক্তিরা থিষলনীকীয়দের অপেক্ষা মহাত্মা ছিল, কেননা তাহাঁরা প্রতিদিন ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করিয়া স্বচ্ছন্দে তাহার কথা গ্রহণ করিত। এবং এই নিমিত্তে তাহারা প্রায় সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। হে প্রিয় পাত্রেরা, স্মরণ কর, ধর্ম্মগ্রন্থ ঐশ্বরিক জ্ঞানে দত্ত, এবং আমাদের অতিশয় মঙ্গলজনক, ও তাহা ধ্যান করিতে ঈশ্বর তাবৎ লোককে আদেশ দিয়াছেন, এই ২ হেতুক ঐ পুস্তক অভ্যাস করা সর্ব্বতোভাবে আমাদের উচিত কর্ম্ম বটে।

৪। এখন ঈশ্বরের শাস্ত্র কি ২ মতে পাঠ করিতে হয়? তাহাতে মনোযোগ করিয়া দেখ, ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে গেলে তাহা ঈশ্বরের বাক্য বটে, এমত নিশ্চয় জ্ঞান করা আবশ্যক। কেহ ২ তাহা ভুলিয়া অসাবধান হইয়া ঐ পুস্তকের কথা পড়িলেও তাহা মানে না। ভক্ত জনেরা আদরপূর্ব্বক ঈশ্বরের বাক্য পড়িয়া মান্য করে। দেখ, খিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিত কহেন, "তোমরা যে সময়ে আমাদের মুখহইতে ঈশ্বরের

বাক্য শুনিয়াছ, তৎকালে মনুষ্যের কথার ন্যায় তাহা না লইয়া সর্ব্বকার্য্য সাধক যে ঈশ্বরের বাক্য তাহা সত্য জ্ঞান করিয়া লইয়াছ।" অতএব যখন আমরা পড়িবার জন্যে ধর্ম্মপুস্তকের পত্র খুলি, তখন, "প্রভু পরমেশ্বর যাহা কহিবেন, আমি তাহাই শুনিব," এই কথা মনে২ কহা উচিত। অথচ, পরিশ্রমপূর্ব্বক পাঠ করিতে হয়। দেখ, কেহ কোন সামান্য বিদ্যাতে নিপুণ হইতে চাহিলে সে তাহাতে কি পর্য্যন্ত চেষ্টা করে! আর, যে জন পৃথিবীর মধ্যস্থলহইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ইত্যাদি ধাতুকে বাহির করিয়া লইতে চাহে, সে কোন যত্নকে অধিক জ্ঞান করে না। এতদ্রূপ শ্রম করা ধর্ম্মজ্ঞানের চেষ্টাকারিদেরও অতি আবশ্যক। ইহাতে সলিমান রাজার বাক্য শুন, তিনি কহেন, "যদি জ্ঞানকে আহ্বান কর, ও বুদ্ধির জন্যে চীৎকার কর, এবং যদি রূপার ন্যায় তাহার অন্বেষণ কর, ও গুপ্ত ধনের ন্যায় তাহার অনুসন্ধান কর, তবে পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় বুঝিতে পারিবা, ও ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান পাইবা।" আর, যেমন ক্ষুধিত ও পিপাসিত মনুষ্য যত্নপূর্ব্বক খাদ্য সামগ্রী ও জল পাইতে চেষ্টা করে, তেমনি যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হয়, সে আপন খাদ্যহইতেও ঈশ্বরের কথা অধিক ভাল বাসে।

৫। অথচ, নম্রতা ও আদরপূর্ব্বক ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। কেহ২ গর্ব্বী হইয়া বিতণ্ডা ও ঠাট্টা করিবার জন্যে ঐ পুস্তক পড়ে। আর কোন২ ব্যক্তি তাহাকে সামান্য পুস্তক বুঝিয়া কেবল পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তে

পড়িয়া থাকে। যাহারা এই২ ভাবে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে, তাহারা কখনো ধর্ম্মজ্ঞানে শিক্ষিত হয় না। স্মরণ করিয়া দেখ, পূর্ব্বকালে যোশিয় নামক অতিধার্ম্মিক এক রাজা ছিলেন। তাহার রাজত্ব সময়ে মূসা লিখিত পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপুস্তক মন্দিরে পাওয়া গেল। তাহাতে এক জন লেখক রাজার সাক্ষাতে তাহা পাঠ করিল। তখন রাজা সেই পুস্তকের কথা শুনিয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া দাসগণকে এই আজ্ঞা দিলেন, যথা, "তোমরা যাইয়া ঐ প্রাপ্ত পুস্তকের কথার বিষয়ে পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর, কেননা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার বাক্য মানে নাই, এবং আমাদের প্রতি ঐ পুস্তকে লিখিত কথানুসারে কর্ম্ম করে নাই, এই জন্যে আমাদের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের অতিশয় ক্রোধ জন্মিয়াছে।" দেখ, উক্ত রাজা নম্রতাপূর্ব্বক ঐশ্বরিক বাক্য শুনিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, "তোমার অন্তঃকরণ কোমল হইল, ও তুমি আমার সাক্ষাতে নম্র হইয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া আমার সম্মুখে কাঁদিলা, এই জন্যে আমিও তোমার কথা শুনিলাম, ও তুমি শান্তিতেই আপন কবরে সংগৃহীত হইবা (২ বংশাবলি ৩৪,১৪-২৮)। কেবল নম্র লোকেরা ঐশ্বরিক বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে ইহার নিশ্চয় আছে। দেখ দায়ূদ ২৫ গীতে বলেন, "ঈশ্বর নম্র লোকদিগকে আপন পথে শিক্ষা দেন।" অতএব হে প্রিয় পাঠকেরা, নম্রতা ও আদরপূর্ব্বক ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন কর। এবং তোমরা কোন বচন কঠিন জ্ঞান করিলে উপদেশকের কাছে গিয়া ইহার অর্থ জিজ্ঞা

এই জিজ্ঞাসা কর, তাহাতে তোমরা তাহা জানিতে পারিবা। যে২ লোক ঈশ্বরের বাক্য বুঝিতে চেষ্টা করে, তিনি তাহাদিগকে অবশ্য সাহায্য করেন। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, পূর্ব্বকালে কূশদেশীয় এক জন অধ্যক্ষ ভজনা করণার্থে যিরুশালম নগরে আসিয়া পুনর্ব্বার গাড়ীতে চড়িয়া যিশয়িয় নামে ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ পড়িতে২ ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে ফিলিপ নামক ঘোষণাকারী নিকটে গিয়া অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসিল, যাহা পড়িতেছ, তাহা কি বুঝিতে পার? তাহাতে সে কহিল, কেহ আমাকে বুঝাইয়া না দিলে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব? পরে ফিলিপ গাড়ীতে চড়িয়া যীশুর চরিত্র তাহার কাছে কহিতে লাগিল। দেখ, ঐ গাড়ীর কাছে যাইতে পরমেশ্বরই ফিলিপকে আজ্ঞা দিলেন। এবং যদি কেহ ঐ অধ্যক্ষের ন্যায় ধর্ম্মপুস্তক বুঝিতে যত্ন করে, তবে ঈশ্বর তাহার নিকটে অবশ্য কোন শিক্ষককে পাঠাইবেন, নতুবা তিনি আপনি সদাত্মাদ্বারা তাহাকে উপদেশ দিবেন।

৬। অথচ, কোন২ লোক প্রায় প্রতিদিন ঈশ্বরের শাস্ত্র পড়িলেও ধর্ম্মের বৃদ্ধি পায় না, ইহার কারণ কি? তাহারা সেই শাস্ত্রের সহিত আপনাদের ব্যবহারের তুলনা করে না, ও তাহার দ্বারা আপনাদের পরীক্ষা করে না, এই নিমিত্তে ঐ শাস্ত্র পাঠ করণে তাহাদের শ্রম বৃথা মাত্র হয়। এই বিষয়ে যাকূব প্রেরিতের কথা শুন, "যে কেহ বাক্যানুসারে কর্ম্ম না করিয়া শ্রোতামাত্র থাকে, সে দর্পণে মুখদর্শনকারি মনুষ্যের সদৃশ, অর্থাৎ যেমন স্বাভাবিক মুখদর্শক আপনার মূর্ত্তি দর্পণে দেখিলেও আপনি

কেমন, তাহা সে স্থানহইতে গিয়া ভুলিয়া যায়, সেও তদ্রূপ। কিন্তু যে কেহ মুক্তিজনক ব্যবস্থাকে দেখিয়া তাহাতে থাকে, সে বিস্মারক শ্রোতা না হইয়া কর্ম্মকরণপূর্ব্বক আপন কার্য্যেতে ধন্য হয়।" আমরা যেন পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবহার করি, এই অভিপ্রায়ে ধর্ম্মপুস্তক অনবরত অভ্যাস করা আমাদের কর্ত্তব্য। পুনশ্চ ঐ পুস্তক পড়িতে গেলে প্রার্থনা করিতে হয়, কারণ আমরা নিজ জ্ঞানে বা বুদ্ধিতে তাঁহার অর্থ জানিতে পারি না। ইহাতে পৌলের কথা শুন, "সাংসারিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মাসম্বন্ধীয় উপদেশকে মূঢ়তাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ্য করে, এবং তাহার তত্ত্বও বুঝিতে পারে না, যেহেতুক কেবল পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারা তাহা বোধগম্য হয়।" ঈশ্বরহইতে বিশেষ বুদ্ধি না পাইলে কেহই তাঁহার উক্তির তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, ইহা জানিয়া দায়ূদ রাজা এই প্রার্থনা করেন, যথা, "আমার চক্ষুঃ প্রসন্ন কর, তাহাতে তোমার শাস্ত্রে আশ্চর্য্য দর্শন করিব।" আর প্রভু যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহেন, "পিতা আমার নামে সহায় অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে পাঠাইলে তিনি তাবৎ কথার শিক্ষা দিয়া আমার উক্ত সমস্ত বাক্য তোমাদিগকে স্মরণ করাইবেন।" ধর্ম্মপুস্তকের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্যে অনেক বিদ্যা আবশ্যক হয় না; বরং যাহারা নম্রতা ও যত্নপূর্ব্বক তাহা জানিতে চেষ্টা ও প্রার্থনা করে, সদাত্মাই তাহাদিগকে প্রকৃত অর্থ জানান। যদ্যপিও তোমরা বার২ পড়িয়াও বুঝিতে না পার, তথাপি তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া পুনঃ২ পড়িতে ও

প্রার্থনা করিতে ও জ্ঞানি শিক্ষকের নিকটে যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত থাক। এইরূপে তোমরা শেষে সমস্ত আবশ্যক জ্ঞান পাইয়া পরমাহ্লাদে পরিপূর্ণ হইবা।

৭। এখন ধর্ম্মশাস্ত্র উপযুক্তরূপে অভ্যাস করিলে কিং লাভ হয়, এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ কথা লিখি। দেখ, মূলবচনে উক্ত আছে, "ঈশ্বরের সেবক যেন সিদ্ধ হয়, ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হয়, এই নিমিত্তে ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত।" অর্থাৎ যে জন তাহাতে যথার্থরূপে মনোযোগ করে, সে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি জানিতে পারে। আর, যেমন অন্নজলাদিদ্বারা ক্ষুধিত ও পিপাসিত লোক তৃপ্ত হয়, তেমনি যাহারা ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে ও তাঁহার আজ্ঞা মানিতে চাহে, তাহারা ঐ পুস্তকের পাঠ ও শ্রবণ ও মনন ও উদ্দেশ করা হইতে তৃপ্তি পায়। আর যে মনুষ্য ধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞাত হয়, সে আপন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম নিশ্চয়রূপে জানে। এবং যেমন উত্তম আহারদ্বারা শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়, তেমন ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা আত্মার মঙ্গল হয়। ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মপুস্তক আত্মার স্বর্গীয় খাদ্য বস্তুস্বরূপ। অতএব তাহার পড়ন ও পালনদ্বারা আমরা বৃদ্ধি পাই। আর তাহা আমাদের চলনের নিমিত্তে তেজোময় প্রদীপ হইয়া পরিত্রাণের দৃঢ় উপায় হইয়াছে। আর, তাহা নত লোকদিগকে বুদ্ধি দেয়, এবং মনের প্রবোধ ও আহ্লাদ দিয়া তাহাদিগকে আপ্যায়িত করে। তাহা স্বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এক রত্ন ও অমূল্য ধনস্বরূপ; আর মধু ও মধুর চাকহইতেও

মিষ্ট হয়। ধর্ম্মপুস্তকের বাক্যকে অনন্ত জীবনের কথাই কহা যায়, কেননা তাহা ঐশ্বরিক কর্ম্মের উপায় হইয়া তাহারই নিমিত্তে নিরূপিত হইয়াছে। আর তাহা বিশ্বাসির অন্তঃকরণে গৃহীত হইলে পারমার্থিক ফলকে জন্মায়। হে প্রিয় পাঠকগণ, তোমরা ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে ভাল বাস কি না, এতদ্বিষয়ে বিবেচনা কর। এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কেহ ২ ধর্ম্মশাস্ত্রে শিক্ষিত নহে। তবে দেখ, এমত অজ্ঞান ব্যক্তিরা যদি খ্রীষ্টকে স্বীকার করে, তবে তাঁহার শিক্ষা না জানাতে কেন লজ্জিত না হয়? মনুষ্যদের মধ্যে যে২ ব্যক্তি আপন ২ কর্ম্মের বিদ্যা না জানে, তাহারা অবশ্য লজ্জিত হয়। আর, যে মনুষ্য কোন শাস্ত্র পড়ে নাই, সে আপনাকে পণ্ডিত বলিলে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হয়; তেমনি যাহারা খ্রীষ্টের উপদেশ কথা যথাসাধ্য পাঠ ও শ্রবণদ্বারা যথার্থ বোধ করিতে যত্ন না করে, তাহারা আমরা খ্রীষ্টকে ও তাঁহার ধর্ম্মকে মানি, এই কথা বলিলে কেন লজ্জিত না হয়?

বিচার করিয়া দেখ, ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে অনেকানেক উপকার দেন বটে, কিন্তু সে সকলের মধ্যে ধর্ম্মপুস্তকই বহুমূল্য। এই বিশেষ অতুল্য দানের নিমিত্তে আইস আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, এবং ঐ পুস্তক পরিশ্রম পূর্ব্বক পাঠ করাতে আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যদ্যপি অন্যান্য লোক অলস হইয়া নিষ্ফল গল্প করত কাল যাপন করে, তথাপি তোমরা যত লোক ঈশ্বরকে মান ও তাঁহাতে বিশ্বাস ও ভরসা রাখ, সকলেই একান্তরূপে পাঠ ও শ্রবণদ্বারা তাঁহার বাক্য জানিতে ও

তদনুসারে চলিতে চেষ্টা কর। ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও নিত্য সান্ত্বনা পাইবা, এবং স্বর্গীয় পুণ্যবান্ ব্যক্তিদের সহিত বাস করিতে প্রস্তুত হইবা। ১১৯. গীতে লেখা আছে, "যাহারা ঈশ্বরের শাস্ত্রকে প্রিয়জ্ঞান করে, তাহাদের পরমমঙ্গল হয়, ও কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।" অধিকন্তু প্রভু যীশু কহেন, "যে কেহ আমার সকল কথা শুনিয়া মানে, পাষাণের উপরে ঘর নির্ম্মাণকারি জ্ঞানবানের সহিত তাহার তুলনা দি। কেননা বৃষ্টি বর্ষিয়া বন্যা আসিয়া বাতাস্ বহিয়া সে ঘরে লাগিলেও পাষাণের উপরে তাহার ভিত হওন প্রযুক্ত সে পড়ে না।" হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত, ও তাহা পাঠ করিতে তিনি আজ্ঞা দেন; আর, তাহা উপদেশে ও অনুযোগে ও শাসনে ও ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়, এই২ নিমিত্তে তাহা অধ্যয়ন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর, যে কেহ ঐ শাস্ত্রকে ঐশ্বরিক বাক্য বুঝিয়া নম্রতা ও আদর ও প্রার্থনাপূর্ব্বক পাঠ করে, সে সিদ্ধ হইবার ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম করিবার এক সফল উপায় গ্রহণ করে। এইহেতুক আইস আমরা সকলেই স্বর্গীয় পিতার দত্ত এই উপায় আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করি, এবং খ্রীষ্টের সকল ধর্ম্মরীতি ও বিধি ও ব্যবস্থা শুনিয়া ও পড়িয়া জ্ঞাত হই। আর ঈশ্বরের বাক্যকে ভয় ও সমাদরপূর্ব্বক অন্তঃকরণে রাখিয়া দিবারাত্রি তদ্বিষয়ে ধ্যান করি। আর আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অপূর্ব্ব অনুগ্রহ আছে, ইহা বিবেচনা করিয়া আপন২ শরীরকে সজীব ও পবিত্র ও গ্রাহ্য বলিরূপে তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করি, এই আমাদের উপযুক্ত সেবা বটে।

১২ উপদেশ।

ঈশ্বরসেবার ফল বিবরণ।

"শারীরিক যে যত্ন সে যৎকিঞ্চিৎমাত্র ফলদায়ক হয়। কিন্তু ঈশ্বরসেবা ইহকালে ও পরকালেও প্রতিজ্ঞাযুক্ত হইয়া সকল বিষয়ে ফলদায়ক হয়।" ১ তীমথিয় ৪.৮।

যে ব্যক্তি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শরণাগত হয়, সে ঈশ্বর-সেবা করে, অর্থাৎ বিশ্বাসকারিরা সদাত্মাহইতে জাত হইয়া অধর্ম্ম ও কুঅভিলাষাদি ছাড়িয়া সংসারে সদাচার করত কাল যাপন করে; এবং তাহাতে তাহারা ইহ-কালে ও পরকালে ধন্য হয়। ফলতঃ ঈশ্বরসেবা করা মনুষ্যদিগের অতিশয় মঙ্গলজনক, এবং সকল বিষয়ে ফলদায়ক হয়। যে জন খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়া ধার্ম্মিক হয়, সে অবশ্য পরলোকে বাহুল্যরূপে সুখী হইবে, তাহা কেবল নয়, সে এই পৃথিবীতেও অন্য সকল লোক অপেক্ষা ভাগ্যবান্ হয়, ইহার প্রমাণ পশ্চাৎ লেখা যাই-তেছে, যথা।

১। যে ঈশ্বরসেবা করে, সে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া আপন শরীরকে বশীভূত রাখিয়া কুশল লাভ করে। কিন্তু অধার্ম্মিক ব্যক্তি আপনার অভিলাষের অধীন হইয়া অতিশয় দুঃখী হয়, ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পর-মেশ্বরের বাক্যেতে ও মনুষ্যদের আচরণেতে জানা যায়। বিশেষতঃ কামুক মনুষ্য পুনঃ২ ভীত ও ব্যস্ত

ও অতৃপ্ত ও বঞ্চিত ও ঘৃণাযুক্ত ও রাগী ও দুর্ব্বল, এবং কোন২ সময়ে ভারি রোগগ্রস্তও হয়। বিবেচনা করিয়া দেখ, জগতের মধ্যে যত দুঃখ আছে তাহার কারণ কেবল পাপ। যদি মনুষ্যেরা পাপকর্ম্ম না করিত, তবে তাহাদের কোন দুর্দশা হইত না। অহঙ্কার ও ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ ও ক্রোধ ও প্রতিহিংসাহইতে কতই বিপদ হয়, তাহা কে বলিতে পারে? আর লোভ ও সম্ভ্রমাকাঙ্ক্ষা ও কাম ও আত্মশ্লাঘাহইতে অনেক অপবাদ ও ক্লেশ জন্মে ইহার নিশ্চয় আছে; অতএব যে জন কামাভিলাষ ও ইন্দ্রিয়গণকে দমন করে সে মহাফল পায়। যাকূবের পত্রের ৪ অধ্যায়ের ১ পদে উক্ত আছে, "তোমাদিগের মধ্যে যুদ্ধ ও সংগ্রাম কাহাহইতে হয়? তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে বিপরীতকারি সুখাভিলাষ, তাহাহইতে কি নয়?" পূর্ব্বোক্ত কুঅভিলাষহইতে মনঃপীড়া ও শারীরিক কষ্ট জন্মে বটে, কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া নম্র ও ভদ্র ও মৃদু হয়, তাহারা নিতান্ত ধন্য।

২। অথচ, পৌল প্রেরিত যে বাক্য কহেন, তাহা প্রত্যেক ধার্ম্মিক লোকও বলে, যথা, "যে কোন অবস্থাতে থাকি, তাহাতেই তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছি।" কিন্তু অধার্ম্মিক ব্যক্তি তৃপ্ত না হইয়া, ধন ও যশঃ ও সুখ্যাতি ও সাংসারিক সুখ ও স্তবস্তুতি ইত্যাদি পাইতে চেষ্টা করে, এবং তাহা না পাইলে নিরাশ হইয়া দুঃখী হয়। লোভিরা হৃষ্টচিত্ত হইতে পারে না, কিন্তু যে ধার্ম্মিক সে সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হয়। আর "বহু সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়াতে মনুষ্যের আয়ুঃ হয় না" ইহা

জানিয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরসেবা করে, সে সাংসারিক বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয় না। "আমরা কোন বস্তু লইয়া এই জগতে আসি নাই, এবং এই স্থানহইতে কিছু লইয়া যাইতেও পারিব না ইহার নিশ্চয় আছে; অতএব অন্নবস্ত্র থাকিলেই আমাদিগের সন্তুষ্ট থাকা উচিত," যে জন এই শাস্ত্রীয় বিধি মানিয়া অন্নবস্ত্রমাত্র থাকিলেই সন্তুষ্ট থাকে, সে ভাগ্যবান্ বটে। "যাহারা ধনলোভী হয়, তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে পড়ে, এবং যাহাতে লোকেরা নরকে মগ্ন হয়, এমত কুঅভিলাষের বশীভূত থাকে।" অতএব এই জগতেই ধার্ম্মিকেরা লোভী না হওয়াতে উক্ত পরীক্ষা ও ফাঁদহইতে মুক্ত হইয়া সুঅবস্থায় থাকে। আর, "নীচস্থ ঐহিক বিষয়ে মনকে আসক্ত না করিয়া উপরিস্থ বিষয়ে আসক্ত করিও," সাধু ব্যক্তিরা ইহা মানিয়া জগতের যৎকিঞ্চিৎ বস্তুতেও পরিতুষ্ট থাকে। অতএব ঈশ্বরসেবা ইহকালেও ফলদায়ক হয়।

৩। আর দেখ, হিন্দুদিগের মধ্যে কোন ২ ব্যক্তি অলস হইয়া ইষ্ট দেবতার নাম জপ করত বহুকাল পর্য্যন্ত এক স্থানে বসিয়া থাকে। অন্যান্য লোক তপস্বী হইয়া ভিক্ষা করে। আর ২ জন ধর্ম্মজ্ঞানে শরীরে গঙ্গামৃত্তিকা অথবা ছাই মাখিয়া স্থানে ২ ভ্রমণ করে। এমত ব্যবহারকারিরা সুখ্যাত হয়, এবং হিন্দুরা তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলিয়া সাধু জ্ঞান করে। কিন্তু হে পাঠকেরা বিবেচনা কর, ঐরূপ লজ্জাকর ব্যবহার সত্য ধর্ম্মে নিতান্ত নিষিদ্ধ আছে, এবং যে জন ঈশ্বরসেবা করে সে পরিশ্রমী হয়। ইহার বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে কহেন, "কার্য্যেতে নিরালস্য ও মনেতে

উদ্যোগী হইয়া প্রভুর সেবা করিও।" ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপনার স্ত্রী পুত্ত্রাদিকে প্রতিপালন করিবার জন্যে ও দুঃখিলোকদের উপকার করিবার জন্যে, ও অজ্ঞানদিগকে শিখাইবার নিমিত্তে ও ঈশ্বরের বিষয়ে আরো বিদ্যা পাইবার জন্যে পরিশ্রম করে। এবং তাহার সে সকল পরিশ্রমের ফল এই, স্ত্রী পুত্ত্রাদি অন্নবস্ত্রাদি পাইয়া সুখে থাকে, আর দরিদ্রদিগের মন সান্ত্বনাযুক্ত হয়। আর ধার্ম্মিক ব্যক্তি পরিশ্রম করাতে পরমেশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্ট ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয়ে সুশিক্ষা পায়, তাহাতে সে শয়তানের মায়াতে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু যে অলস সে শয়তানের জালে পড়িয়া দুঃখেতে বিদ্ধ হয়। আর দেখ, কর্ম্মশীল মনুষ্য বিবাদ করে না। অলস ব্যক্তি আপনার পরিজন কিম্বা প্রতিবাসির সহিত অনেকবার কলহ করে, তাহাতে তাহার অতিশয় দুঃখ জন্মে। আর সেই ব্যক্তির পরিজনেরাও পুনঃ২ আহারাদির অভাব প্রযুক্ত অতি দীনহীন হয়। সলিমান রাজা কহেন, "অলস ব্যক্তি সদা ক্ষুধায় থাকে।" আর দেখ, সেই মনুষ্যের বাটী ও ক্ষেত্রাদি সুপরিষ্কৃত হয় না। হিতোপদেশ পুস্তকে উক্ত আছে, "আমি কোন সময়ে অলস ব্যক্তির ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলাম; তাহাতে আমি দেখিলাম সে প্রায় কণ্টক বৃক্ষে পরিপূর্ণ আছে।" কিন্তু যে পরিশ্রম করে, তাহার বাটী ও ক্ষেত্রাদি এমতরূপ নয়, ও তাহার পরিবার আহারাদি পাইয়া সুখে থাকে। "পরিশ্রমিদিগের হস্তক্রিয়াদ্বারা ধনার্জ্জন হয়। অলস ব্যক্তি খাইতে চাহিলেও তাহার খাদ্য সামগ্রী হয় না, কিন্তু

শিশুমিরা উত্তম আহার করাতে হৃষ্টপুষ্ট হয়।" এই হেতুক ভক্ত লোক কর্ম্মশীল হইয়া নানা প্রকার উপকার পায়, সুতরাং ঈশ্বরসেবা ইহকালেও ফলদায়ক হয়।

৪। পুনশ্চ মনোযোগপূর্ব্বক দেখ, প্রত্যেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি এইরূপ বাক্য বলে, যথা, "পরমেশ্বর আমার প্রতি-পালক, আমার কিছুরই অভাব হইবে না।" কিন্তু "আমরা কি খাইব, ও কি পান করিব, এবং কি প্রকার কাপড় পরিব?" অধার্ম্মিক মনুষ্য এই কথামাত্র বলিয়া থাকে, এবং ইহাতে বার২ উদ্বিগ্ন হইয়া দিবারাত্রি প্রায় বিশ্রাম পায় না। কিন্তু ভক্তেরা ঐ সকল বিষয়ে কখন ব্যাকুল হয় না। এই বিষয়ে খ্রীষ্টের বাক্য শুন, "অন্নবস্ত্রাদির বিষয়ে চিন্তিত হইও না, কেননা এই বস্তু তোমাদিগের আবশ্যক, তাহা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন। অতএব প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও ধর্ম্মের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহাতে এ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।" অতএব এই বাক্যে যে বিশ্বাস রাখে, সে শরীরের নিমিত্তে কোন ক্লেশদায়ক চিন্তা করে না। ইহাতে দায়ূদ রাজাও বলেন, "প্রভু পরমেশ্বর সূর্য্য ও ঢালস্বরূপ। তিনি অনুগ্রহ ও বিভব দিবেন, এবং যাহারা সৎপথে চলে, তাহাদের কোনই মঙ্গলের অভাব হইবে না।" অতএব পরমেশ্বর আপন লোককে বিপদ্‌হইতে রক্ষা করেন, এবং সমস্ত উচিত দ্রব্যও দেন, ইহা জানিয়া ধার্ম্মিকেরা তাঁহার বুদ্ধি ও বিশ্বস্ততাতে ভরসা রাখিয়া সর্ব্বদা নির্ভয় হইয়া থাকে। "যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাবৎ ঘটনা মিলিয়া তাহাদের মঙ্গল জন্মায়"

এই ঐশ্বরিক বাক্যে সত্য জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরসেবকেরা নিত্য২ শান্তি ভোগ করে। এবং কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকিলে তাহা পাইবার জন্যে তাহারা ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করাতে অমনি চেষ্টিত উপকার পায়। আর, "তাহারা কোন বিপদের বিষয়ে ভাবিত হয় না, ও কুসম্বাদ শুনিলেও ভয় করে না, বরং ঈশ্বরের প্রতি প্রত্যাশা করাতে তাহাদিগের মন সুস্থির থাকে।" অথচ, খ্রীষ্ট আপনার শিষ্যগণকে কহিলেন, "আমি তোমাদের স্থানে শান্তি রাখিয়া যাইতেছি; আমার নিজের শান্তি তোমাদিগকে দিতেছি; তোমাদের অন্তঃকরণ দুঃখিত ও ভীত না হউক।" অতএব তাহারা সর্ব্বকালে এবং সকল অবস্থাতে শান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু "পাপিদিগের তাদৃশ গতি নয়; বরং তাহারা বায়ুতে উড়ীয়মান তুষের ন্যায় হয়।" যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তাও কহেন, "দুষ্ট লোকেরা চঞ্চল সমুদ্রের মত অস্থির" ফলতঃ তাহারা অনেক বিষয়ের জন্যে ব্যাকুল হয়। আর তাহারা কোন অকুশলবার্ত্তা শুনিয়া ভীত হয়। বিশেষতঃ "তাহারা মৃত্যুর ভয়েতে যাবজ্জীবন বন্ধনগ্রস্ত আছে।" কিন্তু ধার্ম্মিকেরা যীশুর দ্বারা দণ্ডাজ্ঞাহইতে মুক্ত হইয়া মৃত্যুকে বন্ধু বলিয়া তাহার বিষয়ে ভয় করে না, এবং প্রাণবিয়োগকালেও তাহাদিগের মন চঞ্চল হয় না, সুতরাং ঈশ্বরসেবা ইহকালেও ফলদায়ক বটে।

৫। আর দেখ, অধার্ম্মিক লোকের পারমার্থিক বিষয়ে কোন পথদর্শক হয় না, ফলতঃ সে হালহীন জাহাজের ন্যায় হয়। দেখ, এমত জাহাজ যেমত

বায়ুতে চতুর্দ্দিগে চালিত হইয়া শেষে কোন মহাপ্রস্তরে ঠেকিয়া ভগ্ন হয়, কিম্বা সমুদ্রের জলে ডুবিয়া যায়, অথবা অন্য প্রকারে নষ্ট হয়, তেমনি যাহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ে পথদর্শক নাই, তাহারা সুপথ ভুলিয়া কুপথে ভ্রমণ করত কোন ভারি আপদে পড়িয়া যায়। ৯ গীতে উক্ত আছে, "পাপি ব্যক্তি আপনার হস্তকৃত কর্ম্মদ্বারা ধরা পড়ে।" কিন্তু যে ঈশ্বরসেবা করে, তাহার এক নিত্য পথদর্শক আছে; সে পথদর্শক ঈশ্বরের বাক্য। দায়ূদ বলেন, "তোমার বাক্য আমার চলনার্থে প্রদীপ ও পথের আলোক স্বরূপ।" আর, সে বাক্য ভক্ত লোকদের পথ-দর্শক হওয়াতে তাহাদের অনেক ফল লাভ হয়। দায়ূদ আরও বলেন, "তোমার মুখের কথাদ্বারা আমি বিনা-শকের পথহইতে সাবধান হইয়াছি।" দেখ, যেমন অন্ধ ব্যক্তি বিশ্বস্ত পথদর্শককে পাইয়া যাইতে২ পথে যে২ বিঘ্নের কারণ থাকে তাহা ছাড়াইয়া যায়, তদ্রূপে ধার্ম্মিকেরা ঈশ্বরের উপদেশদ্বারা প্রকৃত জ্ঞান পাইয়া সকল মিথ্যা পথকে ছাড়িয়া কেবল সুপথে চলিয়া থাকে। মনুষ্যেরা কুস্বভাব প্রযুক্ত অন্ধস্বরূপ হয় ইহার নিশ্চয় আছে, এবং যে কেহ ঈশ্বরের শিক্ষা না মানে, সে "অন্ধকারে গমন করিয়া কোথায় যায় তাহা জানিতে পারে না, এবং সে বার২ উচোট খায়, কারণ তাহাতে দীপ্তিমাত্র নাই।" আরো, যে কেহ ঈশ্বরের বাক্য না মানে, সে শয়তানের প্রবঞ্চনাতে ও সঙ্গিগণের প্রবোধ বাক্যেতে ও শারীরিক অভিলাষেতে বঞ্চিত হইয়া পুনঃ২ মনে ও শরীরে আপদগ্রস্ত

হইয়া দুঃখিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানদায়ক বাক্যই যাহার পথদর্শকস্বরূপ হয়, সে শয়তানের প্রতারণা জানিয়া, "শয়তানকে স্থান দিও না" এই শাস্ত্রোক্তি স্মরণ করিয়া তাহাকে পরাজয় করে। এবং, "হে পুত্র, যদি পাপাত্মারা তোমাকে লোভ দেখাইয়া ডাকে, তবে উহাদের সঙ্গে যাইও না," এই হিতোপদেশ বাক্যও মানিয়া সে ব্যক্তি দুষ্টদিগের পরামর্শেতে সম্মত হয় না। এবং "তোমরা অশুচি ক্রিয়া ও অবিহিত স্নেহ ও কুঅভিলাষ ও লোভ এই সমস্ত কুৎসিৎ কার্য্য নষ্ট কর" এই শাস্ত্রীয় আজ্ঞা মানিয়া সে পরম মুক্তি পায়, সুতরাং ঈশ্বরসেবা ইহকালেও ফলদায়ক হয়।

৬। অথচ, সাধুলোক সুবিচারপূর্ব্বক আপন সকল কর্ম্ম করে, বিশেষতঃ সে আপনার ব্যবসায়েতে মনোযোগী হইয়া ধার করিতে সম্মত নহে। এই দেশেতে প্রায় সকলেই ঋণগ্রস্ত আছে, এবং যাহারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গণিত হয়, তাহাদিগেরও মধ্যে বহুজন ঋণী হওয়াতে অনেক ক্লেশ পায়। দেখ, ধার করিলে সুদ দিতে হয়; অতএব ইহাতে সলিমান রাজা উপযুক্তরূপে বলেন, "ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার দাসস্বরূপ হয়।" আর ধারগ্রস্ত মনুষ্য অতিদরিদ্র হইলে সুদ দিবার জন্যে বার২ আপনার ঘরের সামগ্রীও বেচে। তাহা কেবল নয় আরও পুনঃ২ ঋণদাতা দুঃখি ধারগ্রস্ত ব্যক্তিকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখে, এবং যে পর্য্যন্ত ঋণপরিশোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঋণী কারাগার হইতে মুক্ত হয় না। অতএব যে জন ধার করে, সে ভাগ্যবান্ হইতে পারে না। সে

মনে২ ভাবনা করিয়া বলে, আমি কেমন করিয়া ঋণ শোধ করিব? এবং সুদের বৃদ্ধি হইলে আমি কি করিয়া তাহার পরিশোধের উপায়ে চেষ্টা পাইব? এইরূপে সে অতি ব্যস্তই থাকে। আর যদি কেহ মাসে২ কেবল অল্প টাকা পাইয়া ধার করে, তবে বুঝি সে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। আমি কোন সময়ে এই দেশীয় এক ঋণি ব্যক্তিকে অতিশয় পীড়িত জানিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম; ও তাহার খাটের নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, ওগো তোমার মনে কোন ক্লেশদায়ক চিন্তা আছে কি না? সে বলিল, হাঁ আছে, কেননা আমি ঋণগ্রস্ত আছি। হে পাঠকেরা, মনোযোগ করিয়া বুঝ, যদ্যপিও সে ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টেতে প্রকৃতরূপে বিশ্বাস রাখিয়া স্বর্গেতে যাইতেছিল, তথাপি সে ধারপ্রযুক্ত মরণকালে দুঃখিত ছিল বটে। অথচ, ঋণ করণের বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি এই, "তোমরা পরস্পর প্রেমবিনা অন্য কোন বিষয়ে কাহারো ঋণী হইও না।" ধার্ম্মিকেরা ইহা মানিয়া ধার করণে বিমুখ হওয়াতে অনেক বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পায়, সুতরাং ঈশ্বরসেবা ইহকালেও ফলদায়ক হয়।

৭। আরো দেখ, যে জন ঈশ্বরের সেবাতে আসক্ত হয় সে কখন জুয়াখেলা করে না। ঐহিক লোকেরা পাশা ও তাসদ্বারা খেলা করাতে মিথ্যা কালক্ষেপ করে, তাহা কেবল নয়, বরং কখন২ তাহাতে অধিক টাকাও হারে। দেখ, যে ব্যক্তি উক্ত প্রকারে জুয়াখেলা করে, সে তাহাতে পণ বা বাজি রাখে। আর যদি সে ব্যক্তি

খেলায় হারে, তবে তাহাতে তাহার অধিক ক্ষতি হইয়া উঠে। হিন্দুদের মধ্যে অনেক মনুষ্য ও চীনদেশীয় বিস্তর লোক জুয়াখেলায় রত হওয়াতে অনেক কষ্ট পায়। কখন২ জুয়ারী আপনার প্রায় সমস্ত ধন তাহাতে পণ করিয়া রাখে। এবং একবার পাষ্টি ফেলিলে সর্ব্বস্ব হারিয়া প্রায় নিরাশ হয়। আর সেইহেতুক ঐ ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রাদিও দুঃখসাগরে মগ্ন হয়। উক্ত জুয়ারী ধনের নাশ হইলে পর মনঃপীড়ায় কাতর হইয়া বলে, আমি কেমন দুর্ভাগ্য মানুষ! আমি নষ্ট হইলাম! আমার পরিবারও নিতান্ত দরিদ্র হইল, আমাদের প্রাণ কেমন করিয়া বাঁচিবে? হে ভ্রাতৃগণ, বিবেচনা করিয়া দেখ, ঈশ্বরসেবকেরা জুয়াখেলাহইতে নিতান্ত বিমুখ হওয়াতে মহাফল পায়, সুতরাং ঈশ্বর-সেবা ইহকালেও ফলদায়ক হয়।

৮। শেষে যাহারা সদাত্মাহইতে জাত হইয়া সৎকর্ম্ম করে, ঈশ্বরের সহিত তাহাদের মিলন হয়, এবং তাহারা অনন্ত পরমায়ুর আশাই রাখে। দেখ, সেই মিলন ও সেই আশাহইতে কিপর্য্যন্ত সান্ত্বনা ও আনন্দ ও উল্লাস জন্মে, তাহা ধার্ম্মিক লোক ব্যতিরেকে আর কেহ বুঝিতে পারে না। আর, "প্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলে আমাদের ক্ষণকাল স্থায়ি এই যে লঘুতর দুঃখ, সে বাহুল্যরূপে অনন্ত কালস্থায়ি গুরুতর সুখের সাধন করিতেছে," ভক্ত ব্যক্তিরা ঐ শাস্ত্রীয় বাক্যে সত্যজ্ঞান করিয়া অতিশয় বিশ্রাম পায়। যে জন অনন্ত জীবন পাওনের অপেক্ষাতে থাকে, সে

অরণ্যরূপ এ জগতেও ভ্রমণ করিতেং সাহস পায়; এবং সে ব্যক্তি সমুদ্রের ঢেউস্বরূপ আপদ্দ্বারা চালিত হইয়াও মনের লঙ্গরস্বরূপ যে অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা তাহা রাখিয়া কোনই অপচয় পায় না। আর দেখ, ঈশ্বরের সহিত যাহাদিগের মিলন হয়, এমত লোকেরা তাঁহার সঙ্গে পারমার্থিক ভাবে আলাপ করে। এবং বিপদ্‌কালেও ঈশ্বর তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত থাকেন, ইহা জানিয়া তাহারা শান্তি পায়। এবং যাহারা স্বর্গেতে নিত্য সুখ ভোগ করার আশা রাখে, তাহারা এই জগতে কিঞ্চিৎ কাল পর্য্যন্ত প্রবাসী হইয়া কোন কারণে নিরাশ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, যে ব্যক্তি বিদেশে ভ্রমণ করিয়া আপনার স্ত্রীপুত্রাদির বিষয়ে চিন্তা করে, সে যদি আপনার বাটীতে শীঘ্র পহুছিতে প্রত্যাশা রাখে, তবে পথে যাইতেং বিঘ্ন পাইলেও বিরক্ত হয় না, বরং, আমি বিদেশ ছাড়িয়া এইং সকল বিঘ্নহইতেও পলাইয়া ত্বরায় আপনার ঘরে বসিয়া বিশ্রাম পাইব, মনেং এমন স্থির করিয়া ঐ পথিক আপনাকে আশ্বাস দেয়। তদ্রূপে যে কেহ স্বর্গীয় গৃহে শীঘ্র বিশ্রাম পাইতে অপেক্ষা করে, সে তাম্বুস্বরূপ এই পার্থিব গৃহে বাস করত কোনই ক্লেশপ্রযুক্ত উদ্বিগ্নমনা হয় না। যে নগর ঈশ্বরের তেজোদ্বারা দীপ্তিময় হয়, ও যাহাতে মেষশাবক (অর্থাৎ যীশুই) জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন এমন স্বর্গপুরে শীঘ্র গিয়া আমি নিত্য বাসস্থান পাইব, অতএব এই অচিরস্থায়ি সংসারের বিষয়ে আমার চিন্তা নাই, ধার্ম্মিক লোক এইরূপ কথা বলিয়া সাহসী হয়।

অতএব হে প্রিয় পাঠকেরা, তোমরা স্মরণ করিয়া দেখ, যে জন ঈশ্বরসেবা করে, সে কুঅভিলাষকে দমন করিয়া সকল অবস্থাতেই তুষ্ট থাকে, আর সে সদা রক্ষা পাইবার জন্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভরসা রাখিয়া তাঁহার পথদর্শকরূপ শিক্ষাবাক্যকে মানে, এবং আপনার ব্যবসায় কর্ম্মেতে মনোযোগ করিয়া পরিশ্রম করে; আর কখন জুয়াখেলা করে না, এবং ঈশ্বরের সহিত মিলন করিয়া ও অনন্ত জীবনের আশা রাখিয়া সে অনেক সুফল প্রাপ্ত হয়। অতএব হে প্রিয় লোক, তোমাদিগের প্রতি আমার নিবেদন এই, তোমরা ধনাশা ও সাংসারিক সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম ও ঈশ্বরসেবা করিতে যত্নবান্ হও। পৌল প্রেরিত বলেন, "ঈশ্বরের সেবা প্রকৃত লাভ বটে," ইহা বিশ্বাস করিও; কিন্তু এই দেশের কোন২ মনুষ্য যদি সত্যতাহইতে বিমুখ হইয়া কেবল লাভার্থে ছল করিয়া ঈশ্বরের সেবা করে, তবে তোমরা ঐ প্রকার লোকহইতে পৃথক হও, এবং "আমি ও আমার পরিজন আমরা সকলে পরমেশ্বরের সেবা করিব," মনে২ এমন স্থির করিয়া তদনুসারে আচার ব্যবহার কর। "দুশ্চরিত্র ও বৃদ্ধা স্ত্রীজাতির উপকথা ছাড়িয়া ঈশ্বরসেবাতে চেষ্টান্বিত হও," ইহা মানিলে তোমরা পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার উপকার পাইবা; ফলতঃ ঘরের ভিতরে ও বাহিরে যাওন সময়ে আশীর্ব্বাদ পাইবা, এবং তোমরা পরমেশ্বরের সেবক বট ইহা তাবৎ জনই স্বীকার করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরসেবা করিতে সম্মত নহে, সে অতিমনোযোগপূর্ব্বক সতিমান

রাজার বাক্য শুনুক। তিনি কহেন, "পরমেশ্বরের অভিশাপ দুষ্টদিগের ঘরে থাকে।" "তিনি অধার্ম্মিকদের নিকটহইতে দূরে থাকেন। এবং "দুষ্টেরা মহাসঙ্কটে ঠেকিয়া একেবারে নাশ পায়।" অথচ ঈশ্বর বলেন, "দুষ্টদের কিছু কুশল নাই," ও তাহারা শাপগ্রস্ত হইয়া শেষে যে স্থানে শয়তান ও তাহার দূতগণ থাকে সেই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি অধার্ম্মিক হইয়াও যদি আপন কুব্যবহার ও মনের কুকল্পনা ছাড়িয়া ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া যায়, তবে তিনি দয়াপূর্ব্বক তাহাকে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিবেন। আর সে ঈশ্বরের সেবা করিতে তাঁহাহইতে শক্তি পাইয়া ইহকালে ও পরকালে সুখী হইবে। ইতি।